পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 122 Friday, 3 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২১ সংখ্যা ❋ ১৯ চৈত্র ১৪৩২, শুক্রবার, ৩ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দিল নির্বাচন কমিশন। ফলে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় ২০২৫ সালে নতুন করে যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে তাতে বাধা সৃষ্টি হবে না বলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। কারণ, নির্বাচন কমিশন ভোটের কাজে নিয়ে নিয়েছে অধিকাংশ কর্মীকেই। এই প্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এসএসসি। তবে এখন কমিশন আদালতের জানিয়েছে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি

কৃষ্ণা রায়ের এজলাসে এসএসসি-র তরফে জানানো হয়েছিল, আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ রয়েছে শীর্ষ আদালতের। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তাদের মোট কর্মী সংখ্যা মাত্র ৩৫ জন। এর মধ্যে ২৪ জনকে নির্বাচন কমিশন ভোটের কাজে নিয়ে নিয়েছে। এসএসসি-র বক্তব্য ছিল, নিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চললেও তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, এই কর্মীরা একটি স্বশাসিত সংস্থার অন্তর্গত। তাই নির্বাচন কমিশনের তরফে তাদের সরাসরি ভোটের কাজে টেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তবে কমিশনের সিদ্ধান্তের পর এই কাজে আরও কোনও সমস্যা হবে না বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেলেও, শীর্ষ আদালতও হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। একই সঙ্গে অযোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনেই নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের লিখিত পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে চলছে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ বাংলার বিধানসভা ভোট শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। পুরোদমে চলছে প্রচার। প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন বিদায়ী বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র এবার তৃণমূলের টিকিট পাননি। বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কানাই চন্দ্র মন্ডল। একসময় সিপিএমে ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন। এবার ফের শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। ২০১১ ও ২০১৬-তে সিপিএমের টিকিটে জয়ী হয়ে নবগ্রামের বিধায়ক হয়েছিলেন কানাই মণ্ডল। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর ২০২১-এ ফের বিধায়ক হন। আর এবার টিকিট পাননি তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তে এই বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি চালাত গিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে যে ১০৪ পাতার চার্জশিট পেশ করা হয় তাতে তাপস মণ্ডলের কাছ থেকে একটি রেজিস্ট্রার উদ্ধার হওয়ার কথা ছিল। ওই রেজিস্ট্রারে 'কলেকশন এজেন্ট' হিসেবে কানাই মণ্ডলের নাম ছিল বলে জানা যায়।

‘সব কিছু অমিত শাহের পরিকল্পনা’

কালিয়াচকের ঘটনায় মমতার তিরে বিজেপি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ এপ্রিলঃ মালদহের ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা। দফায় দফায় এলাকা অশান্ত হতেই রেশ ছড়িয়েছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিতে মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে বড় বার্তা দিলেন মমতা। একদিকে আর্জি জানালেন শান্ত থাকার, অন্যদিকে দিলেন আশ্বাস। বললেন, ভরসা রাখতে তাঁর উপরে। একইসঙ্গে বোঝালেন, এই ঘটনায় কোনও হাত নেই তাঁর, নেই কোনও প্রশাসনিক ক্ষমতা। মালদহের ঘটনায় রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত, মালদহের জেলাশাসক রাজনবীর সিং কপূর, মালদহ পুলিশ সুপার অনুপম সিংকে শোকজের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মালদহের ঘটনাকে বিচার ব্যবস্থার ওপর 'নির্লজ্জ হামলা' হিসেবে জানিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনা প্রসঙ্গেই প্রথমেই এদিন মনে করালেন, ‘‘আপনারা জানেন এখন প্রশাসনিক ক্ষমতা আমার হাতে নেই। আইনশৃঙ্খলার পুরোটাই আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।’’ সঙ্গেই বিজেপি কমিশনকে একযোগে বিঁধে মমতা বললেন, ‘‘ওরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথায় চলে। আমার কথায় চলে না।’’ শুধু তাই নয়, গোটা ঘটনায় মমতা বোঝালেন আরও একটি বিষয়। বোঝালেন, এই ঘটনায় যাঁদের শো-কজ করা হয়েছে, তাঁদের নতুন করে ভোটের মুখে আনা হয়েছে বাংলায়। বললেন, ‘‘মুখ্যসচিব, ডিজি, স্বরাষ্ট্রসচিব, সিপি সব বদল হয়েছে, আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছে।’’ নতুন মুখ্যসচিব এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, এই মালদহের ঘটনা প্রশাসনিকভাবে তাঁকে জানানো হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। ভোটমুখী বাংলায় দফায় দফায় পারদ চাছে এসআইআর নিয়ে। এর আগেই মমতা খোদ টানা ধরনা দিয়েছেন। সাগরদীঘিতে দাঁ।ড়িয়ে মমতা বললেন, ‘লড়াই আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে।’’ একইসঙ্গে মমতার আর্জি, ‘‘যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, দয়া করে কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। কোনও উত্তেজনায় পা দেবেন না।’’ মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে মমতা বললেন, ‘‘রক্ষা করুন বাংলাকে।’’ মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করে মমতা বললেন, নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ। বললেন, ‘‘এটা কমিশনের দোষ। কারণ, তাঁরা নিজেদের লোক বসিয়ে কন্ট্রোল করতে পারেনি, জাজেদের সুরক্ষা দিতে পারেনি। আমি নিন্দা করি।’’

সুর চড়িয়ে বললেন, পরিকল্পনা নির্বাচন বাতিল করা। মালদহের ঘটনায়, মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে মমতা বললেন, বদনাম হয়েছে রাজ্যের। বললেন, ‘‘মালদহে যাঁরা করছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করব, দয়া করে শান্ত হোন।’’ সতর্ক করলেন, কারও কথায় প্ররোচনায় পা দিয়ে এমন কিছু না করতে, যাতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করতে না পারে। বলেন, ‘‘আপনাদের ন্যায্য ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু আইন হাতে তুলে নেবেন না। লড়াইয়ের রাস্তাটা বন্ধ করে দেবেন না। রাজ্যের বদনাম হয়েছে। নতুন মুখ্যসচিব সামলাতে পারেননি। আপনারা চান আমি অপমানিত হই?’’ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, একদিকে যখন নতুন রাজ্যপাল থেকে নতুন মুখ্যসচিব মমতার বক্তব্যে, তখনই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলার নয়া রাজ্যপাল। মালদহের ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের তির এআইএমআইএম নেতা ওয়েইসির দিকে। তাঁর অভিযোগ, ‘‘হায়দ্রাবাদ থেকে কেউ উড়ে এল, বিজেপি আপনাদের টাকা দিয়ে উত্তেজিত করল, বিচারপতিদের দের ঘেরাও করাল।’’ তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলা দখল করতে পারবে না বিজেপি, তাই ঘুরিয়ে রাজ্যের শাসন দখলের পরিকল্পনা করছে। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির গেমপ্ল্যান নির্বাচন বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘নির্বাচন বাতিল করে দিলে আগামিদিনে আপনাদের ভোটাধিকার থাকবে না। বাংলাকে বিক্রি করে দেবে।’’ রাজ্যবাসীর কাছে তাঁর আবেদন, ‘‘আমায় বিশ্বাস করলে, কোনও প্ররোচনা বা উত্তেজনায় পা দেবেন না। কোনও বিচারকের কাছে যাবেন না। কারও কথায় কান দেবেন না।’’ তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, ‘‘বিজেপি এবং আপনাদের মধ্যে কমিউনাল লোক ঢুকেছে। হায়দরাবাদ থেকে উড়ে এসেছে। টাকা নিয়ে ভোট ভাগের চেষ্টা করছে।’’ এসআইআর আবহে নিজের ভোটাধিকার রক্ষার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘নিজেদের রক্ষা করুন। আমি বলেছি, আপনাদের আমি রক্ষা করব। আপনারা নিজেরা আইন হাতে তুলে নেবেন না।’’ তিনি মনে করিয়ে দেন, ‘‘আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আপনাদের বিরুদ্ধে সিবিআই এনআইএ ব্যবহার করবে।’’ হুমায়ুন কবীরকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের মধ্যের গদ্দাররা দিল্লি থেকে টাকা খাচ্ছে। কেউ বারণ করেনি মন্দির-মসজিদ করতে। কিন্তু নির্বচনের আগে কেন? কত টাকা পেয়েছেন আপনারা? হায়দ্রাবাদ থেকে নেতা এনেছেন, যারা বিহারে ভোট ভাগ করে বিজেপিকে জিতিয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বুকের পাটা থাকলে উত্তর প্রদেশে গিয়ে করে আসুন। যেখানে ভেঙেছে সেই মাটিতে গিয়ে করে আসুন।’’ মালদহের মানুষের কাছে শান্তি রক্ষার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আপনার ছেলে-মেয়েরা গ্রেপ্তার হবে। মালদহে যারা অশান্তি করছেন তাদের বলছি শান্ত হন। কাল জুম্মা বার। কারও কথায় উত্তেজিত হবেন না। অনেক অন্যায় বাংলার উপর চলছে।’’

‘দলে মান অভিমানের জায়গা নেই, দুর্বলতা খুঁজে বের করুন’

দলীয় কর্মীদের বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২ এপ্রিলঃ বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠন শক্ত করতে জেলায় জেলায় ঘুরে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তালড্যাংরার সভা ছিল তাঁর। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে একাধিক কড়া বার্তা দেন তিনি। বৈঠকের আগে পৃথকভাবে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে ডেকে কথা বলেন অভিষেক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রকাশ গিরি, তরুণ জানা ও পীযূষ কান্তি পাণ্ডা। একান্ত বৈঠকের পর কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল স্পষ্ট - দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনও জায়গা নেই। অভিষেক বলেন, ‘‘দল যাকে প্রার্থী করেছে, তাঁকে জেতানো আমাদের দায়িত্ব। সেটা আমার ভাল লাগুক বা না লাগুক - এই ভাবনা নিয়ে চলতে হবে।’’ একই সঙ্গে তিনি কর্মীদের নির্দেশ দেন, মানুষের কাছে পৌঁছে বিজেপির ব্যর্থতা এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরতে হবে। পূর্ব মেদিনীপুরে লোকসভা ভোটে আশানুরূপ ফল না হওয়ার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘আমাদেরই কোথাও দুর্বলতা ছিল, সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।’’ বুথ, ওয়ার্ড বা পঞ্চায়েত স্তরে কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে দ্রুত তা কাটিয়ে ওঠার নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়া আগামী ২০-২৫ দিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে অভিষেক জানান, এই সময়টায় সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কাজ করলে পুরস্কার, না করলে তিরস্কার। একইসঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া সতর্কবার্তাও দেন তিনি। বলেন, ‘‘যুদ্ধের সময় যারা বেইমানি করে, তারা দলকে নিজের মা বলতে পারে না।’’ এর পাশাপাশি রাজনৈতিক আক্রমণও শানান অভিষেক। বিজেপিকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, ‘‘বারান্দায় কেউটে সাপ ছেড়ে দিয়েছে বিজেপি, আগে সেটাকে তাড়ান, তারপর নিজেদের মধ্যে বিবাদ মেটাবেন।’’ মনে রাখতে হবে, এবারের ভোটে এই জেলাকে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী প্রচারের শুরুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নন্দীগ্রামে কর্মীসভা করেন কিছুদিন আগেই। সেখানেও দলীয় সংগঠনের ভিত মজবুত করার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে অভিষেক জানিয়েছিলেন, সংগঠনের ভিতরে কে কী করছেন, সবকিছুর উপর নজর রাখা হচ্ছে। কেউ বিভ্রান্তির পথে গেলে বা বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। এই বৈঠক থেকেও অভিষেক আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই ভোট শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং এই এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। ২০২১ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে যেসব বুথে ফল ভাল হয়নি, সেগুলিতে নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন তিনি।

আমার কাছে শর্টকাট আছে, ভবানীপুর জিতলেই নবান্ন দখল!

শুভেন্দুকে পাশে নিয়ে হুঙ্কার অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ তাঁকে জাতীয় রাজনীতির চাণক্য বলা হয়। কেন বলা হয়, সেটাই যেন ২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে আরও বেশি করে প্রমাণ করতে মরিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তার আগে জনসভা এবং রোড শো হয়েছে। সেখানেই উপস্থিত হয়েছিলেন অমিত শাহ। সেখান থেকেই আসন্ন ভোটের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই চড়ছে। সেই আবহেই ভবানীপুরে প্রচারে এসে বড় বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, ভবানীপুরে জয়ই গোটা বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি হতে পারে। শাহের সংযোজন, রাজ্যের যেখানেই যাচ্ছেন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছেন যে, মানুষ ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার হাজরার কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে অমিত শাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিজেপি এবার ১৭০-র বেশি আসন জিতবে। তাঁর কথায়, ‘‘একটা একটা করে আসন জিতে আমরা ১৭০-এ পৌঁছব। তবেই পরিবর্তন আসবে। আমার কাছে একটা শর্টকাট আছে - ভবানীপুর জিতলেই পরিবর্তন নিজে থেকেই হয়ে যাবে।’’ শুভেন্দু অধিকারীকে ভবানীপুরে প্রার্থী করার পিছনেও যে বড় কৌশল ছিল সেটাও স্পষ্ট করে দেন শাহ। জানান, প্রথমে নন্দীগ্রাম থেকেই লড়াইয়ের কথা ভাবছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু তাঁর পরামর্শেই ভবানীপুরে লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শাহর কথায়, ‘‘আমি বলেছিলাম, শুধু নন্দীগ্রাম নয়, মমতার ঘরে ঢুকে তাঁকে হারাতে হবে।’’ এই প্রসঙ্গেই গত নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে শাহের খোঁচা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গড়লেও নন্দীগ্রামে শুভেন্দর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এবার গোটা রাজ্যে তো বটেই ভবানীপুরেও তাঁকে হারানো সম্ভব। হাজরার সভা থেকে ভবানীপুরের ভোটারদের উদ্দেশে সরাসরি আবেদন জানান তিনি। বলেন, ‘‘পুরো বাংলার পরিবর্তনের জন্য ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীকে বিপুল ভোটে জেতাতে হবে।’’ এদিন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন শাহ। তিনি জানান, ভোটের সময় প্রায় ১৫ দিন পশ্চিমবঙ্গেই থাকবেন এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চালাবেন। তাঁর কথায়, ‘‘এই সময় মানুষের সঙ্গে আরও বেশি করে যোগাযোগের সুযোগ পাওয়া যাবে।’’ সব মিলিয়ে, ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে বিজেপির আক্রমণাত্মক কৌশল এবং বড় লক্ষ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দেন অমিত শাহ। এখন দেখার, ভোটের ময়দানে এই আত্মবিশ্বাস কতটা বাস্তব ফল পায়।

যে রাজ্যে বিচার ব্যবস্থা আক্রান্ত, সেখানে আইনের শাসন থাকে না শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ বুধবার মালদহের কালিয়াচকে সাতজন বিচারপতির আটকে থাকার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবার, মালদহের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। মালদহের ঘটনা প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘তৃণমূলের কারনে বাংলার মানুষ নয় দেশের মানুষ নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। ১২ রাজ্যে এসআইআর চলছে। কেরলের মত অবিজেপি রাজ্যেও চলছে। কিন্তু যবে থেকে বাংলায় শুরু হয়েছে তখন থেকে তৃণমূল ধর্মীয় বিভাজন শুরু করেছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘গতকাল বিচারপতিদের উপর ১৫ ঘণ্টা ধরে আক্রমণ চলেছে। এটা সব গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে লঙ্ঘন করেছে। এটা জনরোষ নয়। এটা পরিকল্পিত। উত্তরবঙ্গকে দক্ষিণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া চলছিল। আটকদের বিচারপতিদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন।’’ বিচারপতিদের আটকে রাখার ঘটনার বিরোধীতা করে তিনি বলেন, ‘‘যে রাজ্যে বিচার ব্যবস্থা আক্রান্ত হয়, সেই রাজ্যে আইনের শাসন থাকে না। আমরা দেখেছি হাইকোর্টের মহিলা বিচারপতির কাছে হুমকি এসেছে। বিচার ব্যবস্থার নিচুতলার কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জোর করে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে এটা পরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা হচ্ছে।’’ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করার অভিযোগ তুলে শমীক বলেন, ‘‘দেশের গোয়েন্দা সংস্থা বার বার রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থাকে খবর

পাঠিয়েছে যে কোচবিহার থেকে সন্ত্রাসবাদী মডিউল ছড়াচ্ছে। কিন্তু এখানকার সরকার কান দেয়নি।’’ তাঁর অভিযোগ, ‘‘যেভাবে কিছু মানুষ সীমান্তের ওপার থেকে বলছেন, যেকোনও মুল্যে চিকেনস নেককে সরিয়ে দিয়ে আমরা এখান থেকে বাংলা এবং ভারতের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনব, তার সামগ্রিক প্রতিফলন হয়েছে কালকের ঘটনায়। সুজাপুরের বহু মানুষ যাচাইয়ের তালিকায় ছিল। বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের চক্রান্ত চলেছে। মুর্শিদাবাদ এবং মালদাকে ব্যবহার করে জাল নোট এবং রোহিঙ্গাদের সারা দেশে ছড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি, সাত লস্কর জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বাংলার মাটি দিয়েই ঢুকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে বলে স্বীকার করেছে।’’ শমীক বলেন, ‘‘বাংলার সরকার বাবরদের সরকার, মৌলবাদিদের সরকার।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বাঙালি মুসলিমদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। হিন্দুদের সঙ্গে মুক্তমনা মুসলিম ভাইদেরও ভাবতে হবে তারা কাকে সমর্থন করবেন। মা কালিকে আজ অ্যারেস্ট করা হচ্ছে বাংলায়।’’ ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী জয় প্রায় নিশ্চিত বলে শমীকের দাবি, ‘‘আমি চার দশকে দেখিনি মমতার দুর্গে যখন মিছিল হচ্ছে, তখন মানুষের এত স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা। বাংলার মানুষ ঠিক করে নিয়েছে বাংলাকে যদি ভারতের সঙ্গে রাখতে হয় তাহলে তৃণমূলকে সরাতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাংলা বলা মানুষ এই সরকারকে উৎখাত করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গ ধর্মশালা নয়। যে কেউ, যখন খুশি এসে নাম তুলবে।’’

আলু নিয়ে রাজনীতি করবেন নাঃমুখ্যমন্ত্রী

চন্দ্রকোণা, ২ এপ্রিল ঃ চন্দ্রকোণা থেকে আলুচাষিদের ক্ষতি নিয়ে সরব তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমরা আইসিডিএস-এর জন্য আলু কিনব। বিজেপি নেতারা যারা ব্যবসা করছেন করুন, কিন্তু গরিবদের পেটে লাথি মারবেন না। আলু নিয়ে রাজনীতি করবেন না। আলুচাষিরা ক্ষতিপূরণ চাইলে তৃণমূলকে ভোট দিন।' ক্ষীরপাইয়ের চড়কডাঙ্গা ময়দানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সভা করেন। চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে সভা করেন তিনি। আলুচাষিদের ক্ষতি হলে সরকার পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলু নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম এ রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকাচ্ছে। চন্দ্রকোনার সভায় বিজেপির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দলের সর্বস্তরের পদাধিকারীদের তো বটেই সকলকেই এই বিষয়ে নজর রাখতে বলেছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এত লোকের নাম বাদ দিয়েছে। সেই নামগুলো এখনও তোলা হল না। আর নতুন করে বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে। বাংলাকেও ট্রেনে করে নিয়ে এসে ভোট দেওয়ানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, লক্ষ্য রাখুন কোথায় কী হচ্ছে। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি বস্তা বস্তা কাগজ জমা পড়েছে। কালকেও নির্বাচন কমিশনে ৩০ হাজার নাম জমা দিয়েছে। তারা বাংলার কেউ নয়। কেন দিয়েছে? কারণ ওরা বাংলাকে বধ করতে চায়।

পাম্পে গ্যাসের আকাল, ভাড়া বাড়ার আশঙ্কা অটোয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ এ বার পড়তে চলেছে অটোর ভাড়ায়। দাম বাড়ল অটো এলপিজি-র। লিটারে ১২ টাকা ২৫ পয়সা দাম বাড়ল অটো এলপিজি-র। যার জেরে ফের রুটে অটোর ভাড়া বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কলকাতার কয়েকটি রুটে অবস্থা অটোর ভা।। বেড়েছেপশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ, সংঘাত অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে ফের বাড়ল অটো এলপিজি-র দাম। লিটারে ১২ টাকা ২৮ পয়সা দাম বাড়ল অটো এলপিজি-র। বিভিন্ন পাম্পে দেখা যাচ্ছে অটোচালকদের লাইন। এলপিজির জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের। গত ১ মাসে ধাপে ধাপে ২৫ টাকা দাম বেড়েছে অটো এলপিজি-র। গত মঙ্গলবার দাম ছিল ৭০ টাকা। বুধবার বেড়ে হয়েছে ৮০ টাকা ৯৬ পয়সা।

তাজপুরে সমুদ্র থেকে উদ্ধার ২ জনের দেহ

পূর্ব মেদিনীপুর, ২ এপ্রিল ঃ ফের দুর্ঘটনা সমুদ্র সৈকতে। বুধবার রাতে তাজপুরে দু'টি দেহ ভাসতে দেখে থানায় খবর দেয় স্থানীয় লোকজন। পুলিশ দু'টি দেহ উদ্ধার করে বালিসাই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, মৃতরা দু'জনেই চিকিৎসক। তাঁদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের ঘোলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দু'জনের নাম কুন্তল ও শৈলজা। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। কী ভাবে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে দেহ দুটি।প্রসঙ্গত, এর মধ্যেই বুধবার দিঘায় সমুদ্রে স্নান করতে নামেন সুনীল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর নাতনি সোমাশ্রী মুখোপাধ্যায়। প্রবল ঢেউয়ের স্রোতে ভেসে যান তাঁরা। উপস্থিত নুলিয়াদের তৎপরতায় দাদু এবং নাতনির প্রাণ রক্ষা পায়।উল্লেখ্য, তালসারি এলাকায় একটি ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলে ডুবে মৃত্যু হয় বলে দাবি। যদিও এই মৃত্যু নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। এর পরে আবার তাজপুরে ভাসতে দেখা গেল দু'জনের দেহ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা সংবাদপত্রের স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশবাসীকে ধৈর্য ধরে রাখার আহ্বান ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২ এপ্রিল ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর আমেরিকার হামলাকে গত প্রায় আধ শতাব্দী ধরে চলা ইরান ও তার সহযোগীদের সহিংসতার প্রতিশোধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ইরানকে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া হবে না। বুধবার রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রায় ২০ মিনিটের ভাষণে ট্রাম্প মার্কিন ভোটারদের যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি জনসমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেন। দেশের জনগণকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে তিনি এই যুদ্ধকে আমেরিকানদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ বলে অভিহিত করেছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরানকে কেন্দ্র করে জাতির উদ্দেশে এটিই ট্রাম্পের প্রথম ভাষণ।সিএনএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্প বলেছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা আমাদের প্রধান কৌশলগত লক্ষ্যগুলো অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। তিনি তাঁর সেই পুরনো হুঁশিয়ারি পুনরাবৃত্তি করে বলেন, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরানকে বোমা মেরে 'প্রস্তর যুগে' পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালিয়ে যুদ্ধকে আরও তীব্র করার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, ইরানের নতুন নেতা কম কট্টরপন্থী এবং অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তবে কোনো সমঝোতা না হলে আমাদের নজর থাকবে নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিশানার ওপর।হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প দাবি করেন, আমেরিকা ইতিমধ্যে ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মূল নেতারা নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমেরিকা ইরানের তেলের আস্তানাগুলোতে হামলা চালায়নি, যদিও তা করা সবচেয়ে সহজ ছিল। সমঝোতা না হলে দেশটির বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে একযোগে হামলা চালানো হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।ইরান যুদ্ধের স্থায়িত্ব নিয়ে জনগণের উদ্বেগ কমাতে ট্রাম্প আধুনিক ইতিহাসের অন্যান্য যুদ্ধের সময়কাল তুলে ধরেন। তিনি জানান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১ বছর ৭ মাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৩ বছর ৮ মাস এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ ১৯ বছরের বেশি সময় ধরে চলেছিল। সেই তুলনায় ইরানের বিরুদ্ধে এই সামরিক অভিযান মাত্র ৩২ দিন ধরে চলছে। ট্রাম্পের দাবি, এই অভিযান এতটাই শক্তিশালী যে ইরান এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে এবং তারা আর আমাদের জন্য কোনো বড় হুমকি নয়।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অনুমান করছেন যে, যুদ্ধ শেষ হতে আরও দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। তিনি বলেন, তাদের নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদের ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি প্রায় নিঃশেষ। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অসাধারণ কাজ করেছে। পূর্বসূরি মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, এই সমস্যার সমাধান অনেক আগেই করা উচিত ছিল। আমেরিকার নিজের স্বার্থে ইরানের তেল বা অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই, বরং তারা মিত্র দেশগুলোকে সাহায্য করতেই সেখানে রয়েছে। দেশে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির জন্য সরাসরি ইরানি শাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করে ট্রাম্প বলেন, প্রতিবেশী দেশ ও তেল ট্যাঙ্কারের ওপর ইরানের সন্ত্রাসী হামলার ফলেই এই দাম বেড়েছে।

শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস, সেনসেক্স ও নিফটিতে বড় পতন

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার লেনদেনের শুরু থেকেই বাজারে ব্যাপক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাজার খোলার পর থেকেই সেনসেক্স ও নিফটি-উভয় সূচকেরই পতনের গ্রাফ ক্রমাগত বা।তে থাকে। মাঝে ক্রেতারা শেয়ার কেনার মাধ্যমে বাজারকে কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। সকাল ১০টা পর্যন্ত সেনসেক্স ২.০৪ শতাংশ এবং নিফটি ২.১২ শতাংশ পতনের সঙ্গে লেনদেন করছিল।সকাল ১০টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাজারের প্রথম সারির শেয়ারগুলোর মধ্যে কেবল টিসিএস এবং এইচসিএল টেকনোলজি সামান্য লাভের মুখ দেখেছে। অন্যদিকে, ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন, সান ফার্মাসিউটিক্যালস, আদানি পোর্টস, শ্রীরাম ফিনান্স এবং লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর মতো শেয়ারগুলো ৩.২৪ থেকে ৪.২৮ শতাংশ পর্যন্ত পতনের শিকার হয়েছে।বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, মোট ২,৭১১টি শেয়ারে সক্রিয় লেনদেন হচ্ছিল। এর মধ্যে মাত্র ৩৯৮টি শেয়ার লাভের মুখ দেখলেও ২,৩১৩টি শেয়ার লোকসানের সাথে লাল চিহ্নে অবস্থান করছে। একইভাবে, সেনসেক্সের ৩০টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ২টি এবং নিফটির ৫০টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ২টি শেয়ারে লাভের দেখা মিলেছে। বাকি সব শেয়ারই বিক্রির চাপে নিম্নমুখী।বিএসই সেনসেক্স এদিন ৮৭২.২৭ পয়েন্ট কমে ৭২,২৬২.০৫ স্তরে খোলে। লেনদেন শুরুর পরপরই বিক্রির প্রবল চাপে সূচকটি আরও নিচে নেমে যায়। সকাল ১০টা নাগাদ সেনসেক্স ১,৪৯২.৯৭ পয়েন্ট ভেঙে ৭১,৬৪১.৩৫ স্তরে পৌঁছে যায়।একইভাবে, এনএসই নিফটি এদিন ২৯৬ পয়েন্ট পড়ে ২২,৩৮৩.৪০ স্তরে লেনদেন শুরু করে। বাজার খোলার প্রথম ২০ মিনিটে সামান্য উন্নতির চেষ্টা থাকলেও ফের চতুর্মুখী বিক্রির চাপে তা খেই হারিয়ে ফেলে। সকাল ১০টা পর্যন্ত লেনদেন শেষে নিফটি ৪৮১.৬৫ পয়েন্ট হারিয়ে ২২,১৯৭.৭৫ স্তরে অবস্থান করছিল বলে খবর সূত্র জানা গেছে আজ।

ট্রাম্পের ভাষণের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মিসাইল ও ড্রোন হামলা

আবুধাবি, ২ এপ্রিল ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কিছু সময় আগেই সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ওপর হামলা চালাল ইরান। ইরান থেকে ইউএই লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল ও ড্রোন ছোঁড়া হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই হামলার খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।সিএনএন-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বৃহস্পতিবার ভোরে জানিয়েছে যে, দেশের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ধেয়ে আসা মিসাইল ও ড্রোনের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজ করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণ শুরু হওয়ার ঠিক কিছুক্ষণ আগেই এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে গোটা দেশজুড়ে সাইরেন বাজছে এবং সাধারণ জনগণকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সকলকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত মার্চ মাসে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলার পাল্টা জবাব দিতে ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর ব। ধরনের মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল।সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর দাবি অনুযায়ী, ৩১ মার্চ পর্যন্ত তারা ৪৩৩টি ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং ১,৯৭৭টিরও বেশি ড্রোন ধ্বংস করেছে। জানা গিয়েছে, কিছু হামলা ফুজাইরাহ তৈলক্ষেত্র এবং দুবাই বিমানবঃদরের কাছেও হয়েছে। এই হামলায় তিন জন সেনাকর্মীসহ মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আঞ্চলিক উত্তেজনার আবহে ইরান মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। এই আক্রমণ ২০২২ সালের হুথি বিদ্রোহীদের হামলার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ বিশ্ব সংস্থা খবর সূত্র জানা গিয়েছে।।

সিইও কার্যালয়ের বাইরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ গত মঙ্গলবারের অশান্তির প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কার্যালয়ের বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ফের একবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করাতে কমিশন বদ্ধপরিকর। এজন্য কোনও খামতি রাখা হবে না।মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের বাইরে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের বাইরে বিজেপি ও তৃণমূলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তারা আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। আগামী দিনে সংঘর্ষ প্রতিরোধ এবং এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। সহকারী কমিশনার দেবলাল বসু বলেন, আমরা এখানে পুরোপুরি প্রস্তুত। এখন যদি কেউ এখানে আসে, আমরা তাদের মোকাবিলা করব।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে উন্নয়ন ও আত্মবিশ্বাসের নতুন পথে অসম, তেজপুরের সভা থেকে কংগ্রেসকে আক্রমণ রাজনাথের

তেজপুর, ২ এপ্রিলঃ অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশই বাড়ছে, আর সেই আবহেই শোণিতপুর জেলার তেজপুরে আয়োজিত এক জনসভা থেকে কেঃদ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে রাজ্যের উন্নয়ন ও ভবিষ্য সম্ভাবনার কথা বিশদে তুলে ধরলেন। একইসঙ্গে বিরোধী কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারই অসমকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগে পৌঁছে দিয়েছে।সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজনাথ সিং স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিজেপির মূল সংকল্প হলো যে কোনও মূল্যে অসমের সংস্কৃতি, পরিচয় এবং মানুষের সম্মান রক্ষা করা। সেই লক্ষ্য নিয়েই কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার অর্থা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার একযোগে কাজ করছে। তাঁর কথায়, অসম আজ যে গতিতে এগোচ্ছে, তা এই সমন্বিত প্রশাসনিক উদ্যোগেরই ফল। উন্নয়ন শুধু কাগজে-কলমে নয়, তা বাস্তবে মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে।বিরোধীদের উদ্দেশে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকালে অসমকে কখনওই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং কেঃদ্র থেকে রাজ্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এমনকি মানুষের মন থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস অসমের সঙ্গে সমায়ের মতো আচরণ করেছে। উন্নয়নের পরিবর্তে অবহেলা আর অস্থিরতাই ছিল তাদের শাসনের বৈশিষ্ট্য।রাজনাথ সিং অতীতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, একসময় অসমের নাম উঠলেই উগ্রবাদ, অশান্তি ও অনিশ্চয়তার কথা মনে পা।ত। তবে সেই পরিস্থিতির বদল শুরু হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী-এর সময় থেকেই। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পৃথক মন্ত্রক গঠন করেছিলেন, যা এই অঞ্চলের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। সেই ধারা বজায় রেখে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদী উত্তর-পূর্বের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন রাজনাথ।তিনি বলেন, বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ঘিরে নতুন এক বয়ান তৈরি হয়েছে-যেখানে উন্নয়ন, সংযোগ, সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধির কথা উঠে আসে। ' হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল এখন দেশের প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। তাঁর মতে, অসম আজ শুধু নিজের জন্য নয়, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের ইঞ্জিনে পরিণত হয়েছে। অসম এগোলে ভারতও এগোবে,-এই বার্তাই তিনি সভা থেকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, গত এক দশকে বিজেপি শাসনে অসমের অর্থনীতি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র নেতৃত্বে রাজ্যটি দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। শিল্পায়ন, বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে নজিরবিহীন অগ্রগতি হয়েছে বলেও তিনি জানান।ভবিষ্য পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে অসমের অর্থনীতিকে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প এবং অবকাঠামো-সব ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নতুন এইমস ও আইআইএম-এর মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি ২০৩৫ সালের মধ্যে হাজার হাজার স্কুলকে আধুনিক ' হাব'-এ রূপান্তরের পরিকল্পনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের প্রসঙ্গেও তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আগে যেখানে অসমে মাত্র ছয়টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪-তে, এবং আরও ১০টি নির্মাণাধীন। স্বাস্থ্য খাতে বাজেটও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে-চার হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় নয় হাজার কোটিতে পৌঁছেছে। এই উন্নয়ন সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবায় সরাসরি প্রভাব ফেলছে বলেই তাঁর দাবি।কৃষিক্ষেত্রেও নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, নামরূপে ইউরিয়া প্ল্যাঃট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা কৃষকদের জন্য বড় সহায়ক হবে। পাশাপাশি চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য জমির অধিকার নিশ্চিত করা এবং পাকা বাড়ির সুযোগ করে দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা এবং আয়ুষ্মান স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকেও তিনি সরকারের বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন।সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও তিনি জোর দেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রেল বাজেট চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটিতে পৌঁছেছে। নতুন হাই-স্পিড করিডর তৈরি হচ্ছে, বিমান চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি স।ক ও সেতু নির্মাণেও নজিরবিহীন অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, গত ৬-৭ দশকে যেখানে মাত্র তিনটি বড় সেতু নির্মিত হয়েছিল, সেখানে গত ১০ বছরে চারটি নতুন মেগা ব্রিজ তৈরি হয়েছে। বগিবিল ও ধলা-শদিয়া সেতু এই উন্নয়নের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।অসমে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানান, রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যা আগামী দিনে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। যুব সমাজের জন্য এটি একটি ব। আশার আলো বলেই তিনি মনে করেন।রাজনৈতিক আক্রমণের সুর চ।য়ে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য তারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বসাতে চায়, যা রাজ্যের জনবিন্যাস ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার অনুপ্রবেশকারীদের দখল থেকে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি মুক্ত করেছে এবং সেই জমিতে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।সভায় তিনি আরও বলেন, বিজেপি সবসময়ই অসমের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। ২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বড়ো ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।তেজপুরের এই নির্বাচনী সভায় দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে প।ার মতো। গোটা সভায় উন্নয়ন, পরিচয় রক্ষা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনার বার্তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণই ছিল রাজনাথ সিংয়ের বক্তৃতার মূল সুর। অসমের রাজনীতিতে এই বার্তা কতটা প্রভাব ফেলবে, তা অবশ্যই নির্ভর করবে ভোটের ফলাফলের উপর, তবে নির্বাচনের আগে এই সভা যে রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও তীব্র করে তুলল, তা বলাই যায়।

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি ভগবান হনুমানকে ভক্তি, শক্তি এবং অটুট সমর্পণের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাজ মাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক বার্তায় বলেন, মহাবলী হনুমানের কৃপায় সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সাহস ও ইতিবাচকতা সঞ্চারিত হয়।তিনি হনুমানজির স্তুতিতে একটি সংস্কৃত শ্লোকও শেয়ার করেছেনঃ মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেঃিদ্রয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্। বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি। এই সুভাষিতমটির অর্থ হলো- আমি সেই হনুমানজিকে মস্তক অবনত করে প্রণাম জানাই, যিনি মনের গতির মতো দ্রুত, বায়ুর মতো বেগবান, যিনি নিজের ইন্দ্রিয় জয় করেছেন, যিনি বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি পবন দেবের পুত্র, বানর সেনার প্রধান এবং ভগবান শ্রীরামের দূত।প্রধানমন্ত্রী অন্য একটি বার্তায় বলেছেন, এই পবিত্র তিথি উপলক্ষ্যে সকলের জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে আসুক। তিনি কামনা করেন যে পবনপুত্র হনুমানজি সকলকে বল, বুদ্ধি ও বিদ্যার আশীর্বাদ প্রদান করুন, যাতে দেশের সামর্থ্য আরও বৃদ্ধি পায়। বার্তার শেষে প্রধানমন্ত্রী জয় বজরংবলী লেখেন।

দেশজুড়ে জনগণনার কাজ শুরু, বিজ্ঞপ্তি নয় পশ্চিমবঙ্গে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ এপ্রিল ঃ দেশজুড়ে বুধবার, পয়লা এপ্রিল থেকে জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এখনো জারি হয়নি বলে ভারতের রেজিস্টার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ জানিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে এও বলেছেন, প্রথম পর্যায়ে যেহেতু ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে, তাই এ রাজ্য খুব শীঘ্রই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করবে বলে আশা করা যায়।এবার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ায় অধিকাংশ পরিসংখ্যান ও তথ্য ২০২৭ সালে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেনসাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ। তিনি জানান, জাতভিত্তিক সমীক্ষা জনগণনার দ্বিতীয় ধাপে করা হবে। তবে সেই সমীক্ষার পদ্ধতি ও কাঠামো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আসা সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের গণনায় মোট ৩৩টি প্রশ্নের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা প্রতিটি পরিবারের বাড়ির নম্বর (পুরসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া), সেনসাস হাউস নম্বর, মেঝে, দেওয়াল ও ছাদে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করবেন।

ওড়িশা দিবসে শুভেচ্ছা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ওড়িশা দিবসে সে রাজ্যের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বুধবার সমাজ মাধ্যমে তিনি শুভেচ্ছা জানান। এ দিন তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ওড়িশা দিবসে ওড়িশার ভাই ও বোনেদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদে ধন্য ওড়িশা ভারতের গর্ব বলেও মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। 'বিকশিত ভারত'-এর যাত্রায় ওড়িশা অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন শিখরে উপনীত হোক এই প্রার্থনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

নির্বাচন কমিশনের কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার কর্তৃত্ব নেইঃওয়াইসি

কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ নির্বাচন কমিশনের কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার কোনও কর্তৃত্ব নেই, এমনটাই দাবি করলেন অল ইন্ডিয়া মজলিসে-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমীন দলের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসির। বুধবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়াইসি বলেন, আমরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে। আমাদের রিট পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে। কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার কোনও অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজ।ওয়াইসি আরও বলেন, বিচারের তালিকায় বেশ কয়েকজনের নাম রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। নির্বাচন এসে গেছে। এই সবকিছু খুবই অন্যায়। এর সংশোধন করা উচিত।

আরও মহার্ঘ্য ১৯ কেজি সিলিন্ডার, বর্ধিত দাম পয়লা এপ্রিল থেকেই কার্যকর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতার মধ্যেই এবার দাম বাড়ল ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। একধাক্কায় ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম অনেকটাই বেড়েছে। পয়লা এপ্রিল থেকেই নতুন বর্ধিত দাম কার্যকর হয়েছে। দিল্লিতে পয়লা এপ্রিল থেকে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১৯৫.৫০ টাকা ও কলকাতায ২১৮ টাকা বেড়েছে।ঘরোয়া এলপিজির পরে এ বার কলকাতায় দাম বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসেরও। কলকাতায় সিলিন্ডার প্রতি ২১৮ টাকা করে বেড়েছে। এর ফলে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের ১৯ কেজির একটি সিলিন্ডারের দাম কলকাতায় হল ২,২০৮ টাকা। আর দিল্লিতে ১৯ কেজির একটি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ২০৭৮.৫০ টাকা।উল্লেখ্য, মার্চেই ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছিল। তার আগে মাসের শুরুতে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসেরও দাম বেড়েছিল। এ বার পয়লা এপ্রিল থেকে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম আবারও বাড়ল। একধাক্কায় যা অনেকটাই বেড়েছে, এই বৃদ্ধির ফলে হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিকরা চিন্তার মধ্যে পড়লেন।

আজ, শুক্রবার হাইলাকান্দিতে ভোটকর্মীদের গ্রুপ ট্রেনিং

হাইলাকান্দি (অসম), ২ এপ্রিলঃ অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন ভোটকর্মীদের জন্য গ্রুপ ট্রেনিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।আগামী ৩ এপ্রিল হাইলাকান্দির এসএস কলেজে সকাল ৯-টা থেকে গ্রুপ ট্রেনিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এতে ভোটের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মচারী, প্রিসাইডিং অফিসার, ফার্স্ট পোলিং অফিসার, সেকেন্ড পোলিং অফিসার এবং থার্ড পোলিং অফিসারদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।উল্লেখ্য, আজ শুক্রবার ৩ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত এই গ্রুপ ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক ভোটকর্মীদের পত্র তাঁদের নিজ নিজ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রত্যেক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করতে এই প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট সব কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকতে হবে বলে জানি।

রাশিফল

মেষঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি অসাধারণ সুন্দর হতে চলেছে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি বেশ কঠিন হতে চলেছে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে আপনি কিছুটা সমস্যায় পড়তে পারেন।
মিথুনঃদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে।
কর্কট রাশি ঃযদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক উন্নতি হবে।
সিংহঃ এটি সত্যিই চমকার একটি দিন হিসেবে প্রমাণিত হবে। সারাদিন ধরে আপনার ব্যক্তিত্বের দ্যুতি আপনার চারপাশে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ।
কন্যাঃপ্রেম ও সম্পর্ক নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। যোগাযোগের ঘাটতি বা ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, যা আপনাদের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
তুলাঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। শুভদিন
বৃশ্চিকঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার একজন পুরানো বন্ধু আপনাকে কীভাবে আজ ব্যবসায়িকভাবে আরও বেশি লাভ অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। শুভদিন হবে
ধনুঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি চমকার হতে চলেছে। আপনাকে ঘিরে একটি ইতিবাচক শক্তির আবহ বিরাজ করছে, যা আপনাকে আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা ও সক্ষমতা উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিচ্ছে। সন্তান হতে পারে আজ
মকরঃ আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। অর্থ ব্যয়
কুম্ভঃ এই দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকবে।
মীনঃ কিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ।

আবহাওয়া

এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে গরমের দাপট অনুভূত হতে শুরু করেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলোতে গরমের দাপট আরও বাড়বে। আগামী ২ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর ছুঁতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, তপ্ত বাতাস বা ' এই অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে ৭ থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে আবহাওয়ায় কিছুটা বদল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তিলোত্তমায় চড়া রোদের দেখা মিলেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৮ ডিগ্রি কম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার পারদ চ।বে এবং ভ্যাপসা গরমে শহরবাসীকে নাজেহাল হতে হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও গরমের দাপট অব্যাহত থাকবে। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। লু না বইলেও কড়া রোদ এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। তবে ৭ এপ্রিল থেকে আবহাওয়া কিছুটা বদলাতে পারে। ওই সময় থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে এবং সেই সঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে।উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম। এদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সোমবারও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানি আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫০মিনিটে হতে পারে।

‘সাইলেন্স পিরিয়ড’ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ এপ্রিলঃ ভোটের আগে ‘সাইলেন্স পিরিয়ড’ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে পালন করতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ভোট গ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে কোনও ধরনের নির্বাচনী প্রচার, মতামত বা রাজনৈতিক বার্তা সম্প্রচার করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১২৬ ধারায় এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এই সময়সীমায় টেলিভিশন, রেডিও, কেবল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনও মাধ্যমে এমন কোনও বিষয়বস্তু প্রচার করা যাবে না, যা কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রভাব ফেলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল। সে ক্ষেত্রে ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত ‘সাইলেন্স পিরিয়ড’ কার্যকর থাকবে। দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল হওয়ায় ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে একই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সময় টিভি চ্যানেল বা রেডিও আলোচনায় অংশ নেওয়া অতিথি বা প্যানেলিস্টদের মন্তব্যও যেন কোনওভাবে ভোটারদের প্রভাবিত না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি কোনও মতামত সমীক্ষা বা রাজনৈতিক বার্তাও এই সময় প্রচার করা যাবে না। একইসঙ্গে কমিশন আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এক্সিট পোল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে। এই নির্দেশ অমান্য করলে সর্বোচ্চ দু’বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা, অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।

ভোটের আগে ভাটপাড়ায় ফের অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে ফের অস্ত্র উদ্ধার হলো ভাটপাড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে সেখানে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। উদ্ধার হয় দু’টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩ রাউন্ড কার্তুজ। ঘটনায় দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম অজয় বিশ্বকর্মা এবং ফিরোজ আলম। তদন্তে জানা গিয়েছে, জগদ্দল এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় খুনের অভিযোগ রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ভোরে জগদ্দল জিলিপির মাঠে হানা দিয়ে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে গত ডিসেম্বর মাস থেকে এ দিন (২ এপ্রিল) পর্যন্ত ভাটপাড়া থানার পুলিশ মোট ৩৫টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৫১টি কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই সময়ের মধ্যে মোট ২৭ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হবে। ধৃতদের জেরা করে উদ্ধার হওয়ায় অস্ত্রের উৎস জানার চেষ্টা চলছে।

এস আই আরে নাম বাদ, টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২ এপ্রিল ঃ প্রতিদিন কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় চলছে ব্যাপক পথ অবরোধ। নাম বাদ গেছে এস আই আরে প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন স্থানীয় মানুষেরা। এসআইআর এ বিচারাধীন ভোটার লিস্টে নাম না থাকার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা ১ নং ব্লকের পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসা চৌপথি এলাকায় মাথাভাঙা ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের। অপরদিকে এদিকে একই ইস্যুতে শীতলখুচি ব্লকের বাজার চত্বর এলাকায় শীতলকুচি সিতাই রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা। মূলত ওই এলাকায় বেশিরভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সেই ভোটার লিস্টে নাম নেই। ফলে রীতিমত দুশ্চিন্তায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তারা। তাদের দাবি ভোটার লিস্টে নাম তোলার পর ভোট সম্পন্ন হোক। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। স্বভাবতই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন দূরপাল্লা গাড়ি গুলি আটকে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিরা পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে ব্লকের আধিকারিক তথা বিডিও আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় মানুষেরা। বাসিন্দাদের অভিযোগ - দীর্ঘদিন ধরে তারা এই এলাকার বাসিন্দা। এর আগে একাধিকবার তারা ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এসআইআর হওয়ার পর তাদের ভোটার লিস্টের থেকে নাম বাদ গেছে। তারা আরো দাবী করেন - নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে এই ভোটার লিস্ট থেকে তাদের নাম বাদ দিয়েছে। উল্লেখ্য মাথাভাঙ্গার এই এলাকায় চারটি বুথে প্রায় বারোশো ভোটারের নাম বর্তমানে নেই। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন তারা বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

রূপা-লাভলীর বাকযুদ্ধে ভোটপ্রচারে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ

‘ল্যাম্পপোস্ট’ মন্তব্যে তপ্ত সোনারপুর দক্ষিণ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ২ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ নতুন কিছু নয়। তবে এবার ‘ল্যাম্পপোস্ট’ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কে উত্তপ্ত সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তৃণমূল প্রার্থী লাভলী মৈত্রের পালটা-পালটি মন্তব্য ঘিরে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। এক নির্বাচনী সভায় রূপা গঙ্গোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, ‘তৃণমূলের একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট।’ পাশাপাশি কালীঘাটে বরাদ্দ অর্থ কম পৌঁছনোর অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, ‘সোনারপুর দক্ষিণে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়েছে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘বরাদ্দ টাকা ঠিকমতো কাজে লাগানো হয়নি।’ এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। রূপার বক্তব্যের জবাবে তৃণমূল প্রার্থী লাভলী মৈত্র বলেন, ‘উনি যা বলেছেন তা ওঁর এবং ওঁর দলের সংস্কৃতি। আমি ব্যক্তিগত আক্রমণে বিশ্বাসী নই।’ একই সঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে মহিলাদের অসম্মান করার অভিযোগও তোলেন লাভলী। যদিও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানান তিনি, যা রাজনৈতিক সৌজন্যের বার্তাও দেয়। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের একাধিক প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেলেও লাভলী নিজেকে ‘আত্মবিশ্বাসী’ বলেই দাবি করেন। তাঁর কথায়, বাকি সব প্রশ্নের জবাব মিলবে আগামী ৪ তারিখ ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর। উল্লেখ্য, এ বারের লড়াই কার্যত তারকা বনাম তারকার। রাজ্যসভার সাংসদ পদ হারানোর পর কিছুটা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। এবার তাঁকেই বিজেপি প্রার্থী করেছে সোনারপুর দক্ষিণে। অন্যদিকে বিদায়ী বিধায়ক লাভলী মৈত্র গত পাঁচ বছরে সংগঠক হিসেবে নিজের অবস্থান মজবুত করেছেন। ফলে এই কেন্দ্রে লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে, তা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক তরজার উত্তাপের মাঝেই এখন নজর ৪ মে-র দিকে, সেদিনই স্পষ্ট হবে কার হাতে উঠছে জয়পতাকা।

এসআইআর তালিকা বিতর্কে নতুন ট্র্যাজেডি, মানসিক চাপে মৃত্যুর অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে এস আই আর-এর সংশোধিত তালিকা ঘিরে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল। তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার মানসিক চাপে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নাম অমিত্রী মাইতি (প্রায় ৬০)। তিনি ক্যানিংয়ের তালদি এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ভোটার তালিকায় নাম ছিল অমিত্রী দেবীর। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত এস আই আর-এর সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তাঁর নামের পাশে ‘ডিলিটেড’ লেখা দেখতে পান তিনি। এরপর থেকেই গভীর উদ্বেগে ভুগছিলেন। প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা জানিয়ে কান্নাকাটি করতেন বলেও জানা গিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একেবারেই একা। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একাই থাকতেন। পরিচারিকার কাজ করে কোনওরকমে দিন কাটাতেন। শেষ বয়সে বাসস্থান ও পরিচয় নিয়ে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাই তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে দেয় বলে দাবি স্থানীয়দের। পরিবার ও প্রতিবেশীদের বক্তব্য, গত কয়েকদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। ক্যানিং পশ্চিমের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী পরেশরাম দাস এই ঘটনার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বিরোধী দলকে দায়ী করেছেন। তাঁর দাবি, ‘নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির চক্রান্তে বাংলার মানুষ আজ মৃত্যু মুখে। মৃত্যু মিছিল চলছে বাংলায়।’ যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এই মৃত্যুর সঙ্গে তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এসআইআর তালিকা ঘিরে উদ্বেগ ও আতঙ্কের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। ক্যানিংয়ের এই ঘটনা সেই উদ্বেগকেই আরও উসকে দিল বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় গতি, সপ্তম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ; অনিশ্চয়তায় ১০ লক্ষের বেশি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ এপ্রিল ঃ এস আই আর সংক্রান্ত তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা জানাল নির্বাচন কমিশন। বুধবার রাতে প্রকাশিত হল সপ্তম অতিরিক্ত ভোটার তালিকা। কমিশনের দাবি, এদিন পর্যন্ত মোট ৪৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৫০ জন ভোটারের তথ্য যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। যদিও এর মধ্যে ঠিক কতজনের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, এস আই আর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর প্রায় ৬০ লক্ষ নাম ‘বিচারাধীন’ অবস্থায় ছিল। সেই তালিকা থেকেই ধাপে ধাপে যাচাই করে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানিতে কমিশনের তরফে জানানো হয়, আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যেই বাকি থাকা সমস্ত তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আদালতেও জানানো হয়, ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৭ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এখনও প্রায় ১০ লক্ষের কিছু বেশি ভোটারের নাম বিবেচনাধীন রয়েছে। এই নামগুলির যাচাই শেষ হলে তবেই স্পষ্ট হবে, মোট কতজন ভোটার চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেলেন এবং কতজন বাদ পড়লেন। কমিশন সূত্রে খবর, দ্রুত গতিতে কাজ এগোচ্ছে এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি থাকা নামগুলির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। তবে যাঁদের নাম শেষপর্যন্ত বাদ পড়বে, তাঁদের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, সেই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল চালু হওয়া নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। বৃহস্পতিবার থেকেই ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি বলে সূত্রের খবর। এমনকি দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু বিচারপতির এই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা, অন্যদিকে তেমনই ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা নিয়ে অনিশ্চয়তা;সব মিলিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ ভোটাররা।

পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ মেটাতে উদ্যোগ, ৬ মাসের মধ্যে টাকা দেওয়ার আশ্বাস নবান্নের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) প্রদান নিয়ে দীর্ঘ জটিলতার পর এবার পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ নিল নবান্ন। নতুন অর্থবর্ষের শুরুতেই জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়া ডিএ এবং এরিয়ার ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়া হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ২০০৮ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পারিবারিক পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নিয়ম মেনে এই বকেয়া মেটানো হবে। মৃত কর্মীদের ক্ষেত্রে নমিনির অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই বকেয়া অর্থ কবে হাতে পাবেন পেনশনভোগীরা। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় ছ’মাসের মধ্যেই এই টাকা প্রদান সম্পন্ন করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর আগে গত ৩১ মার্চের মধ্যে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কর্মরত সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরই সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মী ও পেনশনভোগীদের ডিএ ও ডিআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বুধবার বৈঠকে বসে অর্থ দপ্তর। ওই বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কতজন কর্মী ও পেনশনভোগী ডিএ ও ডিআর পাওয়ার যোগ্য এবং তাঁদের প্রকৃত প্রাপ্য কত, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দ্রুত জমা দিতে। উচ্চশিক্ষা, স্কুল শিক্ষা, পুর ও নগরোন্নয়ন, পরিবহণ, পঞ্চায়েত সহ একাধিক দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা এই বৈঠকে ডঙ্খ পস্থিত ছিলেন। এদিকে বৃহস্পতিবার জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ফ্যামিলি পেনশনের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি বা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হবে। একই পদ্ধতিতে এরিয়ার টাকাও মেটানো হবে। অর্থ দপ্তর সূত্রে ইঙ্গিত, বিভিন্ন দপ্তরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে এলেই পরবর্তী পর্যায়ে বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এগোবে। ফলে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাঁদের পরিবারের কাছে কিছুটা স্বস্তির বার্তা এল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

হাওড়ায় জমে উঠেছে রাজনৈতিক দলের ভোটের প্রচার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় জমে উঠেছে ভোটের প্রচার। তৃণমূল, বিজেপি, বামফ্রন্ট সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাই ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে বর্ণাঢ্য প্রচার হয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায় সমর্থনে। প্রচারে কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো। ওই জনসংযোগ পদযাত্রায় মল্লিকা রায়চৌধুরী, সুশোভন চ্যাটার্জি, দেবলীনা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ বৃহস্পতিবার সকালে জগাছার সাতাশি স্কুল সংলগ্ন শীতলা মাতার মন্দিরে পূজা দিয়ে এদিন তাঁর প্রচারকার্য শুরু করেন। প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে হাজির ছিলেন বিজেপি’র বহু কর্মী-সমর্থক। এদিন পায়ে হেঁটে পাড়ায় পাড়ায় অলিগলি ঘুরে ভোটের বর্ণাঢ্য প্রচার করেন রুদ্রনীল। বিশেষ করে মহিলারা তাঁর সঙ্গে ‘সেলফি’ তোলেন। অনেকে অভিনেতা প্রার্থীর ‘অটোগ্রাফ’ এর জন্য খাতা-পেন বাড়িয়ে নেন। হাসিমুখে জনতার আবদার মেটান প্রার্থী। জনসংযোগের মাধ্যমেই এদিন তাঁর প্রচার করেন রুদ্রনীল। অন্যদিকে, এদিন সকালে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৫০নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের নির্বাচনী জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বীরাড়িঙি ভূতবাগান এলাকায়। ওই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি, প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি ত্রিলোকেশ মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ওই প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। লোকনাথ বাবার মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি এলাকায় পায়ে হেঁটে প্রচার করেন। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। এর পাশাপাশি এদিন সকালে হাওড়ার লিলুয়া অঞ্চলের গোলবাড়ি, গ্যাস গোডাউন পাড়া, ভট্টনগর, সূর্যনগর, অরবিন্দ নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন বালি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী শঙ্কর মৈত্র। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে উন্নয়নের নামে শুধু চাকচিক্য দেখানো হচ্ছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান হচ্ছেনা। সমস্যার সমাধান করাই আমাদের লক্ষ্য। বালি পৌরসভায় দীর্ঘদিন ধরে কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই। কাউন্সিলর নেই। জঞ্জাল, আবর্জনা আর নর্দমার জমা জল বালির অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই সমস্যার হাত থেকে বালি, বেলুড়, লিলুয়ার মানুষকে মুক্ত করতে। জঞ্জাল মুক্ত বালি শহর এবং আবর্জনা মুক্ত বালি শহর চাই আমরা। এদিন সকালে লিলুয়ার গোলবাড়ি থেকে বাম প্রার্থীর প্রচার শুরু হয়। মাটির ভাঁড়ে চায়ে চুমুক দিয়ে সকাল সকাল প্রচারে নেমে পড়েন তিনি। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

মহার্ঘভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ প্রদানে নতুন ব্যবস্থা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ এপ্রিলঃ রাজ্য সরকারের প্রয়াত কর্মী ও পেনশনভোগীদের পরিবারকে বকেয়া মহার্ঘভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা চালু করল অর্থ দপ্তর। নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীদের হাতে এই বকেয়া পৌঁছে দিতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও সহায়তা ব্যবস্থার কথা জানানো হয়েছে। অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদানের ক্ষেত্রে বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা পেনশনভোগী আর জীবিত নেই। সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীরা কীভাবে এই অর্থ পাবেন, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর (০৩৩-২২৫৩৫৪১৭) এবং ইমেল আইডি চালু করা হয়েছে, যেখানে দাবিদাররা সহায়তা পাবেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীদের নির্দিষ্ট নথিপত্র ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। ডিএ-র ক্ষেত্রে শেষ কর্মস্থলের প্রধান এবং ডিআর-র ক্ষেত্রে পেনশন বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি জারির ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম ‘বাদ’, আতঙ্কে ‘মৃত্যু’ বৃদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ৩ এপ্রিল ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ ইস্যুতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ চলছে। এমনকী, নাম বাদ পড়ার আতঙ্কে মৃত্যু অভিযোগও উঠেছে। এবার আরও এক বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর সামনে এল। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় আতঙ্কে ছিলেন বৃদ্ধা। তারপরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আচমকাই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের নাম আমত্রি মাইতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার তালদি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। তালদি এলাকারই বাসিন্দা আমত্রি মাইতি। স্থানীয় সূত্রে খবর, আমত্রি জানতে পারেন, ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে। ডিলিটের তালিকায় রয়েছে তাঁর নাম। পরিবারের অভিযোগ, এরপর থেকেই তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিচয়পত্র হারানো বা নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। গতকাল রাতেও এই বিষয়টি নিয়ে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন। প্রচুর কান্নাকাটি করেছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এরপরই হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, নাম বাদ পড়ার দুশ্চিন্তা থেকেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধার। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ রাম দাস বলেন, ‘বিজেপি ও কমিশন যৌথভাবে এস আই আর নিয়ে মানুষকে হয়রানি করেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এসআইআর-এ মৃত্যু মিছিল দেখা গিয়েছে।

‘আমার লড়াই আমার সঙ্গে’, মনোনয়ন জমা দিয়ে বললেন অসীমা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩ এপ্রিল ঃ ‘আমার লড়াই আমার সঙ্গে, ৪২ হাজার ছিল, এবার সেই ব্যবধান বাড়াব।’ মনোনয়ন জমা দিয়ে বললেন ধনিয়াখালির তৃণমূল প্রার্থী অসীমা পাত্র। বৃহস্পতিবার ধনিয়াখালি থেকে বাইক ও চার চাকা গাড়িতে মিছিল করে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে যান অসীমা। সেখান থেকে ধামসা মাদল নিয়ে মিছিল করে জেলাশাসক দফতরে মনোনয়ন জমা দিতে যান ধনিয়াখালির তৃণমূল প্রার্থী অসীমা পাত্র। যুব দফতরের আধিকারীক মৌলি সান্যালের কাছে মনোনয়ন জমা দেন। ধনিয়াখালি থেকে তিন বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অসীমা। ২০১১ থেকে ২০২১ সাল। কয়েক বছর মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। ২০২১ সালে ৩০ হাজার ভোটে জিতেছিলেন অসীমা পাত্র। ২০২৪ সালে ধনিয়াখালি থেকে ৪২ হাজার ভোটে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূলের রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই ব্যবধান বাড়ানোর লড়াই। তাই অসীমা পাত্র বলেন, তআমার লড়াই আমার সঙ্গে। বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন একদিকে আর অন্যদিকে রাজ্যের মানুষ। জবাব দেবে ভোট বাক্সে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে থেকেই একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন অসীমা। কখনও বিজেপি নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান দেন, কখনও আবার কমিশনকে তোপ দাগতে গিয়ে বিজেপির উদ্দেশেই বলেন, ‘একজন বিজেপি কর্মীও ধনিয়াখালিতে থাকতে পারবেন না।’ সেই অসীমাকেই এবার প্রার্থী করেছে তৃণমূল। বিরোধী পক্ষের প্রার্থীকে কার্যত তোয়াক্কাই করতে চাননি তিনি।

ভোটের আগে ভাটপাড়ায় অস্ত্র উদ্ধার, দুই দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনা নির্বাচনের আবহে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় ফের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে অভিযান চালিয়ে দু’টি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম অজয় বিশ্বকর্মা ও ফিরোজ আলম। জগদ্দল এলাকার জিলিপির মাঠে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে উঠে এসেছে, সম্প্রতি জগদ্দল এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন তাঁরা। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়। সেই সূত্র ধরেই এই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তার উৎস খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যেই জেরা শুরু হয়েছে। পুলিশের দাবি, গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত ভাটপাড়া থানার উদ্যোগে মোট ৩৫টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৫১টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে ২৭ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটের আগে একের পর এক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তল্লাশি ও নজরদারি আরও জোরদার করা হবে। ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর প্রশাসনের।

হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় গদা হাতে দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থীকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ এপ্রিল ঃ উত্তর হাওড়ায় হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় ‘গদা’ হাতে অংশ নিতে দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থীকে। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে হাওড়াতেও এদিন বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন সকালে উত্তর হাওড়ায় হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় ‘গদা’ হাতে সামিল হতে দেখা যায় উত্তর হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম চৌধুরীকে। শোভাযাত্রায় সামিল হন উত্তর হাওড়া ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিজিৎ বটব্যালও। এদিন নব যুবক দলের উদ্যোগে ওই হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

লিয়েন্ডারের মুখে মধুসূদনের কবিতা, ভিডিয়ো বার্তা প্রাক্তন টেনিস তারকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ বাংলার ভোটের আগে দলবদল করেছেন লিয়েন্ডার পেজ। তৃণমূলে ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন টেনিস তারকা। বাংলার সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজের আত্মিক যোগ কতটা তা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। এবার বাংলায় বার্তা দিয়ে নিজেকে আরও একবার বাংলার সন্তান, মাটির ছেলে বলে দাবি করলেন লিয়েন্ডার। তিনি আরও জানান, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন লিয়েন্ডার পেজ। ভিডিয়োর শুরুতে বাংলাতেই কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বাংলার মাটিতে তাঁর যে স্মৃতি রয়েছে, তা ভিডিয়োতে উল্লেখ করেছেন লিয়েন্ডার। বাঙালি হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। শুরুতেই মধুসূদন দত্তের বঙ্গভাষা নামে একটি কবিতার লাইন তুলে ধরেন, বলেন, ‘কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই অমোঘ বাণী আজ যেন নতুন করে অনুভব করলাম। আমি একজন গর্বিত বাঙালি। আমার মা জেনিফার পেজ একজন বাঙালি। আমার বাবা ভেস পেজ একজন খ্রিস্টান ছিলেন। আমি একজন মাটির ছেলে।’ উল্লেখ্য, মধুসূদন দত্তের সঙ্গে লিয়েন্ডর পেজের মায়ের পারিবারিক যোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জন্ম থেকে স্কুল, কলকাতাতেই শৈশব কাটিয়েছেন লিয়েন্ডার পেজ। তিনি বলেন, ‘আমার জন্ম কলকাতাতেই। প্রথম জীবনে লা মার্টিনিয়রে পড়াশোনা করি। টেনিসের প্রশিক্ষণ নিয়েছি সাউথ ক্লাব থেকে। আর আমার বাবা মোহনবাগানের হয়ে হকি খেলেছিলেন। সেখান থেকেই মানুষের জন্য, দেশের জন্য খেলার স্পিরিট পেয়েছি। তারপর আমি ১৯৮৬ সালে মাদ্রাজে যাই। সেখানেই কলেজে পড়াশোনা করি ও টেনিসের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।দ বুধবারই প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন লিয়েন্ডার পেজ। ভিডিয়ো বার্তায় নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, ‘এটা আমার সৌভাগ্য যে শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। তিনি যে সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য মোদীজির প্রতি কৃতজ্ঞতা।’ ভারতের জন্য, ভারতের যুবদের জন্য কাজ করার বিষয়ে লিয়েন্ডার পেজ বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, এটাই সঠিক সময় যে আমার মতো মানুষ এবার মানুষের জন্য কাজ করবে। যুবদের শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে হবে। আমি অনুভব করছি, এটাই সঠিক সময় ভারতকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার।’ দু’দিন আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়ে লিয়েন্ডার বলেছিলেন, ‘১৯৮৬-তে যখন বাংলায় টেনিস খেলেছি, তখন না ছিল আলো, না ছিল কোনও পরিকাঠামো। এখন পরিস্থিতির বদল হয়েছে ঠিকই, তবে বাংলা আরও এগোতে পারে।’ মহিলাদের খেলাধূলার উপর জোর দেওয়ার কথাও বলেছিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা।

জয়নগরে একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে প্রচার শুরু কংগ্রেসের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৩ এপ্রিল ঃ ১৫ বছর পর একক লড়াইয়ে বিধানসভার নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস। একটু দেরীতে হলেও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় কংগ্রেস। আর একসময়ের শক্ত ঘাঁটি জয়নগরে তারা প্রার্থী করেছে স্কুল শিক্ষক তাপস বৈদ্যকে। জয়নগর বিধানসভার সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ৫২ বছরের তাপস বৈদ্য বর্তমানে ডায়মন্ডহারবারের ভবানীপুর বিবেকভারতী বিদ্যাপীঠের শিক্ষক। ১৯৯১ সাল থেকে কংগ্রেসের ছাত্র রাজনীতিতে তার হাতে খড়ি। ২০১৪ সালে জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন। ২০২২ সাল থেকে কৃষাণ কংগ্রেসের জেলার চেয়ারম্যান তিনি। কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দলে তিনি যায়নি। নাম ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার নিজের হাতে জয়নগরে দেওয়াল লিখে ভোটের প্রচার শুরু করলেন জয়নগর বিধানসভার কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস বৈদ্য। বৃহস্পতিবার তিনি প্রচারের ফাঁকে জানালেন, জেতার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। তিনি বলেন, জয়নগর কৃষি প্রধান এলাকা। এখানে ক্লোড স্টোরেজের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াকরন সেন্টারের দরকার আছে। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আধুনিকরন করতে চাই। কংগ্রেসের সময়ে তৈরি মিড ডে মিল আরও উন্নত মানের করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া জয়নগরের মূল সমস্যা জয়নগর শহরের বুকে বাইপাস নির্মাণ করা। আর এই সব ইস্যুকে সামনে রেখেই আমি চাই বিজয়ী হতে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৪৩২

প্যারিচাঁদ মিত্র

প্যারীচরণ সরকার উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ার চোরবাগানের মানুষ। নারী শিক্ষায় যে সমস্ত মানুষের অবদান আছে বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি আরও একজনের নাম মনে আসে তিনি হলেন প্যারীচরণ সরকার। নারী শিক্ষার অগ্রদূত, সমাজ সংস্কারক এবং উনিশ শতকের বাঙলার পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা প্যারীচরণ সরকার। যিনি প্রথম ব্রিটিশ শাসিত বাংলার মানুষদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তার পাঠ্যবই বাঙালির সমগ্র প্রজন্মকে ইংরেজি ভাষায় পরিচিত করেছে। তাঁর পাঠ্যবইসমূহ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রদূত ছিলেন প্যারীচরণ সরকার এবং এজন্য তাঁকে 'প্রাচ্যের আর্নল্ড' বলা হতো। তিনি তাঁর সময়কালে সুরাপান নিবারকরূপে সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বাঙালির ইংরেজি শিখবার তৎকালীন প্রবণতায় তাঁর রচিত 'ফার্স্ট বুক' বইটি বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে অক্ষর-মূর্তি হয়ে আছে। অতি সহজ সরল ভাষায় ইংরেজি ভাষা উচ্চারণ বিধির একেবারে গোড়ার নিয়মকানুনগুলি লেখা আছে এই বইতে। অনেক গুণীজনের খুব পছন্দের ছিল এটি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজে ছোটবেলায় পড়েছেন এই বই। ১৮৭৫সালে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। প্যারীচরণ সরকার ১৮২৩ সালেল ২৩ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বৈরব চন্দ্র সরকার। প্যারীচরণ সরকার ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গার পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৩৮ সালে হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এরপর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৪৩-এ হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল হুগলী ব্যাংকে চাকরি করার পর হুগলী স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। পরে তিনি বারাসতের গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধাণ শিক্ষকের দায়িত্ব পান। ১৮৪৬-১৮৫৪ পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে কর্মরত ছিলেন। সেখানে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এরপর কুলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আট বছর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হেয়ার স্কুল হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন প্যারীচরণ সরকার। প্যারীচরণ সরকার তার শিক্ষকতা জীবনে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে দেখেন, এদেশীয় ছাত্রদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি শেখার বই নেই। তখন তিনি নিজেই লিখে ফেললেন 'ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ফর নেটিব চিলড্রেন'। পরে তিনি এর দ্বিতীয় ভাগ ও লিখেছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক হয়ত আজকাল আর কোন স্কুলে পড়ানো হয় না। তার বই এর একটা কবিতা মুখস্থ বলে ঃ "Thirty days have September–April– June and November– February has Twenty Eight alone– And the rest have thirtyé one."

পদ্মভূষণ হরীন্দ্রনাথ

ভাই- বোনের মধ্যে ভয়ঙ্কর মতপার্থক্য ছিল রাজনৈতিক মতাদর্শে। নিজের সহোদরা কংগ্রেসের অত বড় নেত্রী সরোজিনী নাইডু। ভাই হরীন্দ্রনাথ বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর লেখা একটা গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অমর। গানটি হল 'সূরজ অস্ত হো গয়া, গগন মস্ত হো গয়া'। একবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় হরীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য তাৎক্ষণিক তৈরি কবিতায় দিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার মানুষটা কবি, নাট্যকার, অভিনেতা আরও কত কি। ১৮৮৯ সালে ২ এপ্রিল হরীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শচীন দেব বর্মণের দারুণ সখ্য। ভারত সরকার হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। একবার শচীন কর্তার ইচ্ছে হল তিনি জগিং করবেন। এখন কর্তার ইচ্ছা বলে কথা সবাইকে বলে রেখেছেন জিমখানা মাঠে জগিং করবেন,তাও আবার বোম্বের সকাল সাতটায়। লেট নাইট পার্টি করে এত সকলে বোম্বের, চলচ্চিত্র অভিনেতা,প্রযোজক, লেখক কতজনের ঘুম ভাঙে! তবুও প্রথম দিকে দু- একদিন ঘুম চোখে অনেকেই এলেও ক্রমেই লোক কমে যায়। শচীন কর্তা বুঝলেন আইডিয়া ফ্লপ। যাই হোক এইরকম একদিন কর্তার মুখোমুখি বৃদ্ধ হরীন্দ্রনাথ। দুজনেই তখন চালু করতে চান নিজেদের পছন্দের সেশন। অর্থাৎ হরীন্দ্রনাথ মুখে মুখে গানের লাইন বসাবেন, শচীন কর্তা তাতে সুর বসিয়ে শোনাবেন। সেদিন অন্তরা পর্যন্ত এগিয়ে কর্তা বললেন বাকিটা কাল হবে এখন পেন্ডিং থাউক। আগামীকাল হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন তাঁর লেখা গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অমর ' সূরজ অস্ত হো গয়া, গগন মস্ত হো গয়া'। হরীন্দ্রনাথের পিতৃদেব অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের বাসিন্দা, উচ্চশিক্ষিত মানুষ। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ সায়েন্স (ডিএসসি) ডিগ্রি অর্জনকারী প্রথম ভারতীয়ও ছিলেন। চাকরি করেছেন হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে তাঁর কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হরীন্দ্রনাথের মা বরদাসুন্দরী একজন সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বাংলায় লিখতেন। অন্যদিকে পুত্র সন্তান হরীন্দ্রনাথ বিজয়ওয়াড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রথম লোকসভার সদস্য হিসেবে একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যও ছিলেন। অবশ্যই হরীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু তাঁর সৃজনশীলতা বেশিরভাগ হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর লেখা গান সেই সময় বহু মানুষ গেয়েছেন। ব্রিটিশ প্রশাসন সেজন্য হরীন্দ্রনাথকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান লিখেছেন তিনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

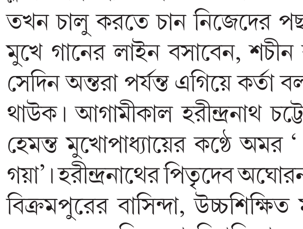

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে।

বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে।ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, দশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান শক্তি হিসাবে কাজ করে। তন্ত্র সাধনাও শক্তি হিসাবে অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ কর।

ব্রিটিশ সরকার বাঙালিদের কাপুরুষ ভাবলে তার জবাব শরদিন্দু দেন ঐতিহাসিক গল্প, গোয়েন্দা 'ব্যোমকেশ' চরিত্রে

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেস বাড়ির লেখক বলে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে থাকে। তিনি মহাত্মা গান্ধি রোডের একটি মেসে বসবাস করতেন। সেই মেসে আবার কবি জীবনানন্দ দাসও বসবাস করতেন। কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু মেস বাড়িতে থেকেই একের পর এক অমর সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। শরদিন্দুর বন্ধুরা গিয়েছেন। ঠিক সেই রকম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপনস্যাসুগলিতে ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি ভারতীয়রা মানবিক দিক দিয়ে কোনও অংশে কম ছিল না তার উদাহরণ তুলে ধরেন। ইউরোপে যখন গোয়েন্দা গল্প প্রসার লাভ করলে তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা গল্প লিখে খ্যাতি লাভ

লেখক শরদিন্দুকে ঠাট্টা করে বলতেন তুমি তো মেস বাড়ির লেখক। এই কথায় কোনও রাগ করতেন না শরদিন্দু। তিনি বলতেন, মেস বাড়ির লেখক হয়ে যা সৃষ্টি করে গিয়েছি তাতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। এই কথা শুনে তার বন্দুরা কোনও উত্তর দিত না। শরদিন্দু জানতেন তাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যই বন্ধুরা ঠাট্টা বা ইয়ার্কি করে মেসবাড়ির লেখক বলতো। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করার দিকে তিনি মনোনিবেশ করলে সামনে পেয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো পাধ্যায়কে। তারপরে রয়েছেন রমেশ চন্দ্র দত্ত। এই সব নক্ষত্রখচিত লেখকদের পথকে অনুসরণ করে গিয়েছেন লেখক শরদিন্দু। তবে তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নিজস্ব স্টাইলকে রজায় রেখেছেন এবং ভারতীয় রাজ সংস্কৃতি ধারাকে ডজ্জ্বলভাবে স্থাপন করেছেন। ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতীয়দের দিকে তাক করে কাপুরষ জাতি বলে আখ্যায়িত করতে ব্যস্ত থাকতো তখন তার উত্তর দেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশ চন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে। তাঁরা তাদের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে ভারতীয়রা যে বীরের জাত তাকে প্রকাশ করেছেন এবং ভারতীয় সভ্যতা কোনও অংশে ব্রিটিশ রাজ পরিবার থেকে ন্যূন ছিল না তার প্রমাণ দিয়ে করলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন গোয়েন্দা ব্যোমকেশ। সেই কারণে শরদিন্দুকে আর্থার কোনান ডয়েলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁকে আবার বাংলার আর্থার কোনান ডয়েল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি শরদিন্দু এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ব্যোমকেশ তার নিজস্ব সৃষ্টি। কারোর অনুসরণ বা অনুকরণ করে সৃষ্টি করেননি। ব্যোমকেশ বাঙালি ঘরানার গোয়েন্দা। তিনি ধুতি জামা পড়েন। কোর্ট প্যান্ট পরাহিত গোয়েন্দা নন। একেবারে ষোল আনা স্বদেশি গোয়েন্দা।)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত আদর্শ বাঙালি ও প্রিয়, ক্ষুরধার বুদ্ধির গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্রটি সৃষ্টির জন্যই সর্বাধিক পরিচিত। তবে, তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি চমৎকার সংকলন রয়েছে, যা ভারতীয় না হলেও বাংলা সাহিত্যে নিজস্বভাবে এক অসাধারণ অবদান। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি সেই মুকুটের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র পটভূমি চতুর্দশ শতকের বিজয়নগর সাম্রাজ্য। কাহিনিটি শুরু হয় বিজয়নগর রাজ্যের দিকে যাত্রারত একটি নৌবহর দিয়ে। সেই নৌবহরে দুজন রাজকন্যা এবং বরযাত্রীও ছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কৌশলগত সুবিধার বন্ধন দৃঢ় করার জন্য বিজয়নগরের রাজার বিবাহ হওয়ার কথা ছিল। গন্তব্যে পৌঁছানোর ঠিক আগে এক যুবকের আকস্মিক উদ্ধার এবং একটি ঝড় শুধু জাহাজগুলোরই নয়, কিছু যাত্রীরও ভাগ্য বদলে দেয়। এরপর যা ঘটে তা হল রাজনীতি, প্রেম এবং নৈতিকতার এক কাহিনী। যেকোনো উপভোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতোই, শরদিন্দুর উপন্যাসটি তার চরিত্রগুলোর মাধ্যমে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই যাত্রাপথে, যুগ এবং স্থান এমন এক গল্পের পটভূমি হয়ে ওঠে, যা দেখে মনে হয়, ঠিক যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই হয়তো বাস্তবে ঘটে থাকতে পারত। শুধু এটাই নয়, শরদিন্দুর এই ধারার অন্যান্য রচনাগুলোও বঙ্কিমচন্দ্র এর উপন্যাসের কথা প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে যখন শরদিন্দু কোনো চরিত্রের মনের কথা বলে যান এবং উত্তম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষের বর্ণনায় সাবলীল ভাবে চলে যান, তখন আমার ভেতরের বঙ্কিম-ভক্তটি অপার আনন্দে ভরে ওঠে। যদিও আমি এখনও সেই মহান লেখকের প্রতিই পক্ষপাতদুষ্ট এবং বঙ্কিমকে উচ্চতর স্থান দেব। তা সত্ত্বেও, শরদিন্দুর নিজস্ব এক অনস্বীকার্য আকর্ষণ রয়েছে এবং যদিও তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে কিছু বিষয়বস্তুর বিভিন্ন রূপের পুনরাবৃত্তি খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও সেগুলো আনন্দদায়ক এবং কখনও কখনও পাঠকদের মনোরম পাঠ।

সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় - এই নামটার সঙ্গেই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ব্যোমকেশ বক্সী। শরদিন্দু মানেই ব্যোমকেশ নাকি ব্যোমকেশ বক্সী মানেই শরদিন্দু। গোয়েন্দা সাহিত্যে যার লেখনিতে প্রাণ পেয়েছেন তিনি হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়েন্দা সাহিত্যে আজও জনপ্রিয় চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী।

পান থেকে চুন খসলেই আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে জটলা বাড়ে। কী, কেন, কবে, কোথায়, কীভাবের দৌলতে তখন বাঙালি মাত্রেই গোয়েন্দা। বাঙালির এই খানাতল্লাশ কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ বাতিকের তকমা পেলেও আট থেকে আশি আজও গোয়েন্দাগিরিতে ফলো করে ব্যোমকেশকে। ফেলুদা, ঋজুদা, কাকাবাবু কিংবা আধুনিক মিতিন মাসি'র সত্যানুসন্ধানেরও পথ প্রদর্শক এই ব্যোমকেশ। স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাঙালি তার প্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভ ছিল সত্যান্বেষীই। শরদিন্দু তাঁর ক্ষুরধার প্রতিভা বলে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিকে মানবিক ও সাহিত্যিক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে শরদিন্দু বলছেন, ওগুলি (ব্যোমকেশের কাহিনীগুলি) নিছক গোয়েন্দা কাহিনি নয়। প্রতিটি কাহিনি আপনি শুধু সামাজিক কাহিনি হিসেবেও পড়তে পারেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্ম ১৮৯৯ সালের ৩০ মার্চ উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর নামে এক ছোট্ট শহরে। তিনি মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আদি নিবাস উত্তর কলকাতার বরানগর কুঠিঘাট অঞ্চলে। তাঁর পিতার নাম ছিল তারাভূষণ। তারাভূষণ ছিলেন ডাকসাইটে উকিল। তিনি পূর্ণিয়ায় ওকালতি করতেন। তারাভূষণ বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তারাভূষণ ও সরলা দেবী এক সঙ্গে গান শিখতেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়া থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর ১৯১৫ সালে তিনি কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে শিক্ষক হিসেবে পান।

কোলকাতায় থাকার সময় তিনি হোস্টেল ও মেসে থেকেছেন। এই সময় অজিত সেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার অন্যতম দোসর এই অজিত সেন। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, ভলিবল খেলায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। কলকাতা থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি পাটনা যান আইন পড়তে। তবে কখনোই পাকাপাকিভাবে ওকালতি করেননি। এর মাঝেই তাঁর বিয়ে হয়। রুজি রোজগারের জন্য পিতার সহকারি হিসেবে ওকালতি করলেও পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্যসাধনাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতায় থাকার প্রথম পাঁচ বছরে হস্টেল, মেসেই দিন কেটেছে তাঁর। কলেজ জীবনে অজিতই ছিলেন তাঁর সাহিত্যচর্চার সঙ্গী।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় কুড়ি বছর বয়সে। কলেজে পড়াকালীন তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চরিত্র হল গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী। ১৯৩২ সালের 'পথের কাঁটা' উপন্যাসে ব্যোমকেশের আত্মপ্রকাশ। এরপর তিনি ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে দশটি গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু রুজি-রোজগারের প্রয়োজনে ১৯৩৮ সালে তিনি মুম্বাই চলে যান এবং হিমাংশু রায়ের বোম্বে টকিজে যোগদান করেন চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে। 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি'র লেখক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগেই চিত্র নাট্যকার হিসেবে শরদিন্দু মুম্বাইয়ে পাড়ি দেন। তিনি ১৪ বছর মুম্বাইয়ে ছিলেন চিত্রনাট্যকার হিসেব। সেখানে সব শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

'নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের জনজীবনে চৈতন্য-ঘরানা

রিয়া পোদ্দার

পনির। বাঙালীর জীবনের এখন অঙ্গ, একটা সময় পর্যন্ত নিরামিষ দিনে আমাদের বাড়িতে দেখা মিলতো ছানার বেশীরভাগ সময় পাতি লেবু দিয়ে কেটে (এতে ছানা নরম হয়, পাউডার এর থেকে) সারারাত মসলিন কাপড় বেঁধে জাক দিয়ে থামের হুকে ঝুলিয়ে রাখা হতো, সকালে পাটা পুতো দিয়ে আবার জাক দিয়ে নুন চিনি মশলা দিয়ে মেখে বল করে ছাকা তেলে ভেজে তাই দিয়ে ছানার ডালনা, কোপ্তা,রসা হতো। আমাদের বাড়িতে মহোৎসব এ এই ভাবেই ছানা ব্যবহার করা হতো। বড়দাদু ওরফে মামের বাবা বাড়িতে অবশ্য মামের বিয়ের আগে থেকেই পনির নামের বস্তুটির আগমন, এদের বেশিরভাগ মহাজন বড়বাজার এর মারোয়ারী, সেই সূত্রে খাওয়া দাওয়া সেই চলন। মামের বিয়েতে লক্ষী ঘিয়ের রাধা বল্লভীর সঙ্গে চানা পনির রেঁধে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল চৌধুরী বাড়ির লোকজন তবে এক্ষেত্রে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর, পোদ্দার বাড়ির লোকজন মুখ বুজে সহ্য করার লোক নয়। কলকাতা কোয়ালিটি আইসক্রিম-এর একটা গাড়ি প্রথমবারের জন্য নবদ্বীপের বুকে এসে হাজির, প্রায় ১৫০০ অধিক লোকের বৌ ভাতের আয়োজন এ। পোদ্দার বাড়ির ইতিহাস এ প্রথম অনেক কিছু নবদ্বীপের এই বাড়িতে যদিও সেগুলো এখন ইতিহাস। আমার বর্ধমান যাওয়ার পর থেকে যেহেতু ওঠা বসা সুরানা মামা দাদুদের থেকে মারোয়ারী জৈন গুজরাটি পরিবারের সঙ্গে ব্যবসা ও পারিবারিক সূত্রে আবার পাড়া সূত্রে পাঞ্জাবি তেলেগু থেকে উওরভারতীয় ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী। খরিদ্দাররা আবার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এনারা সবাই বৃহত্তর পরিবার এর অংশ আমাদের বাড়িতে। দাদু খুব আপ্যায়ন করে লোকজন খাওয়াতে ভালোবাসতেন এসো জন বসো জন লেগেই থাকতো, লোকে বলে সেই ধাতটা কিছুটা উওরাধীকারী সূত্রে পাওয়া আমার। বড়বাজার আশা সুইটস থেকে আসতো ভিনিগার দিয়ে কাটা দুধ সাদা পনির,পরে পাড়ার অসা কাকুর দোকানে মিলতো। দুধ সাদা বস্তুটি স্বাদহীন হলেও প্রিয় বরাবরই। কয়েকদিন যাবত শরীর গতিক সুবিধা নেই আবহাওয়া পরিবর্তনের ঠেলায় রাতে কাঁপিয়ে জ্বর আসার পর প্যারা সিটামল ভরসা, কিছুক্ষণ পর ফুল দমে ফ্যান ছেড়ে, বাবাই এর ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা,সে আমার ঘরে শোয় তো। কিন্তু তার থেকে ও বেশী চিন্তিত একমাত্র কন্যার জন্য, দেখাশোনার কেয়ার টেকার অকালে ইস্তফা দিয়ে অচিন পাখি তাই তাকে দেখে রাখে কে? মুখে অরুচি দোসর কাল ছিল একাদশী,তাই লুচি মটরশুঁটি ঘুগনি বড় রাজভোগ,মালাইকারি সব আয়োজন হলেও এক দু কামড় খেয়েছেন সে ভদ্রমহিলা।আজ দুপুরে নেমতন্ন ভোগের সে জন্য পুরাতত্ত্ব পরিষদের চড়ুইভাতি বাতিল করা অনিচ্ছাকৃত ভাবে। ভোগ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন আজ খুব দুর্বল লাগছে বলে যাই নি নেমতন্ন বাড়িতে। সকালে ভদ্রলোক অনেক ভেবে চিন্তে একমাত্র কন্যার জন্য বানিয়ে ফেলেন পনির ম্যাগি,ম্যাগি নুডলস সব সময় প্রিয় মা মেয়ের,মাম অবশ্য স্যুপ নুডলস ভালোবাসে আমি কোনকিছু ছাড়া ম্যাগি খেতে পারি না ডিম, নিরামিষ হলে পনির বাদাম আলু ফুলকপি মটরশুঁটি, চিকেন তাই আজ নিরামিষ দিনে পনির ম্যাগি। অন্যদিকে দুপুরে ভোগ হলেও রাতের জন্য ইচ্ছে করলো পনির ভাপা মালাই কারি বেবি পরোটা সহযোগে খাবো। অরুচি মুখে এটা অনবদ্য লাগে পোস্ত চার মগজ সাদা কালো সরষে কাঁচা লংকা কাজু বাদাম একসাথে বেটে, পনির নুন মিষ্টি সামান্য দুধ দিয়ে মেখে সরষের তেল সহযোগে বসিয়ে দিন হালকা আঁচে, দেখবেন লেগে না যায় তেল ছাড়লে নামিয়ে লুচি পরোটা পুরি সঙ্গে পরিবেশন করুন পনির ভাপা মালাইকারি।

খামখেয়ালী বসন্ত। সে কদিন ধরে জাগ্রত দ্বারে, সকালে একটা শীতের আবেশ আর রাত দু এক বিন্দুর দৌলতে পাখার আদর। এহেন আচরণে শরীর গতিক এর মনের ও তো মন ভালো নেই। আর পোদ্দার বাড়ির ভদ্রমহিলার তো বারো মাসে তেরো অসুখ। তাই বেশ কদিন বাড়িতে উৎসব সব নিয়ে মুখে অরুচি আবার সামনে গৌরের জন্মদিন সঙ্গে এক ঝাঁক আমন্ত্রণ। খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না টাইপ, কদিন ধরে মনটা একটু শুক্তো শুক্তো করছে,ওই রক্তের দোষ আমাগো, পোদ্দার বাড়িতে শুক্তো সংবাদ বেশ ভয়ানক। কাল ভদ্রলোক একমাত্র আদরের কন্যার মন রাখতে সবজি এনে রাতে কেটে রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় গা ধুয়ে (প্রসঙ্গত শীত ছাড়া মোটামুটি গা না ধুয়ে ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেখানোর চলন নেই পোদ্দার বাড়িতে), রোজকার ধুনো দিয়ে চললুম মন থুরি পেট বিলাস এ, মোদ্দা কথা ২০০৭ সাল থেকে ভাত মামের জন্য রাতে খাওয়া হয় না তবু গরম কালে মাঝে মাঝে এই রকম উদ্ভব চেতনা জাগ্রত হয় ভবঘুরে মেয়েটার। আসলে জন্ম ইস্তক কোন কিছু তাকে বাঁধা দেয়নি বাড়ির লোকজন উল্টে আশকাড়া বেশি। দাদুর নয়নমণিকে মনের মতো মানুষ করতে শত কষ্ট বুকে চেপে ভদ্রলোক বর্ধমান পাঠিয়ে ছিলেন, তার মনা সব শিখবে,সাহা বাড়ির মেয়েদের মতো গৌরি দান অর্থাৎ অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হবে না তাকে,সে পড়াশোনা করে যোগ্য হলে তবে নিজের পছন্দ এ বিয়ে। ঠাম্মার এবিষয়ে পূর্ণ সমর্থন, ভালোবাসা মানুষটি অল্প বয়সে বিয়ে।

রসসাহিত্যের অনবদ্য রম্যলেখক শিবরাম চক্রবর্তী

অনিকেত নস্কর

শিবরাম বলেনঞ্জ মন্দির-মসজিদ-গির্জা যাই বানানো হোক না কেন সেখানে শুধু এক ধর্মের লোকেরাই আসবে। সুতরাং পাশাপাশি মন্দির-মসজিদ- গির্জা গড়লে একদিন হয়ত মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শী, খেরেস্তান। কেউ বাকি থাকবে না। সর্বধর্ম-সমন্বয় এইখানেই সবাই আসবেন।

কথা বলছি বিখ্যাত হাস্যরসের কাহিনীকার শিবরাম চক্রবর্তীর জীবনের কয়েকটি মজাদর ঘটনা। কাহিনী - ১ এক ধূপকাঠিওলার ছদ্মবেশে দিনদুপুরে এক চোর ঢুকল শিবরামের ঘরে। ঘর মানে, যেখানে মুক্তারামের তক্তারামে শুক্তারাম খেয়ে শিবরাম থাকেন সেই মেসের ঘরে। বাইরে গেলে কোনও কালেই ঘরে তালা দেন না, তালা দিয়ে লাভ কী? কিছুই তো নেই ঘরে। শুধু চার দেওয়ালে অজস্র নাম-ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা। শিবরামের অকাট্য যুক্তি, 'খাতা হারিয়ে গেলেও দেওয়াল হারানোর কোনও সুযোগ নেই।' চোর ঢুকে গোটা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছুই পেল না। ফিরে গেল। সন্ধেবেলা শিবরাম ঘরে ঢুকে দেখে জামাকাপড়, লেখার কাগজ পত্র, কম্বল-বালিশ সব তছনছ। আর তক্তপোশের ওপর রাখা একটি দশটাকার নোট এবং এক প্যাকেট ধূপকাঠি আর একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা, 'ভাই তোমার ঘরে চুরি করতে এসে দেখলাম তোমার অবস্থা আমার থেকেও খারাপ। কাজকম্ম বোধহয় কিছুই করো না। এই দশটা টাকা রেখে গেলাম। এই টাকায় এই কোম্পানির ধূপকাঠি কিনে ফেরি কোরো। এইভাবে কত দিন চলবে? আমার পরামর্শ মানলে জীবনে উন্নতি করবে। কাহিনী ২ ঃ ধূপকাঠি ফেরি না করলেও জীবনের প্রথম রোজগার শুরু করেছিলেন কিন্তু ফেরিওলা হয়েই। খবরের কাগজ ফেরি। গ্রামের বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা এসেছে কিশোর শিবরাম। কোথায় থাকবে, কী করে পেট চলবে জানা নেই। সুতরাং দুই বেলা কখনও ভিখিরিদের সঙ্গে পঙ্ক্তিভোজ আর রাত্রে ওই

ভিখিরিদের সঙ্গেই ফুটপাতে বা মন্দিরের গায়ে লাইন দিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা। একদিন হঠাৎই পরিচয় হল তারই বয়েসি একটি ছেলের সঙ্গে। 'আরে তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, এই ভাবে ভিখিরিদের সঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারবে না। এক কাজ করো।' 'কী করব তাহলে?' শিবরামের প্রশ্ন। 'তুমি আমার মতো খবরের কাগজ ফেরি করো। আমি যোগাযোগ করিয়ে দেব।' ব্যস, শুরু হয়ে গেল পরদিন থেকেই। কখনও হেদুয়া তো কখনও শ্যামবাজার, কখনও বউবাজার তো কখনও গোলদিঘি। কিন্তু কাগজ বেচাও অত সহজ নয়। পুরনো ফেরিওয়ালারা নতুনকে ঢুকতে দেবে কেন? তাই বার বার জায়গা বদল। সারাদিন কাগজ বেচে যা কমিশন হাতে আসে তাই দিয়ে আগেই রাবড়ি, রসগোল্লা, চপ-কাটলেট এবং অবশ্যই সিনেমা। রোজের রোজগার রোজই শেষ। রবিবার ইস্কুল-আপিস বন্ধ তাই সব ফেরিওয়ালারই সারাদিনে কাগজ বিক্রি হত কম। ফেরিওয়ালারা কাগজ তুলতও কম। শিবরাম কিন্তু কাগজ তুলে সেদিন সকালে বিশেষ বিক্রির চেষ্টা না করে সন্ধেবেলায় উত্তর কলকাতার একটি সিনেমা হলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন।

রবিবার হাউসফুল। সিনেমা শুরুর আগে পর্যন্ত কেউ কিনত না। কিন্তু যেই শুরু হত তার একটু পর থেকেই তিরবেগে নিজের সিট ছেড়ে বাইরে উঠে আসতেন দর্শকরা, তারপর শিবরামের থেকে বাংলা ইংরেজি উর্দু নির্বিশেষে যা হোক একটা দুটো কাগজ কিনে আবার ঢুকে যেতেন ভেতরে। আসলে, ওই হলের সিটে এত ভয়ংকর ছারপোকা ছিল যে কাগজ না পেতে বসার উপায় নেই।শুধু একটা কাগজ কিছুতেই বেচতেন না, রেখে দিতেন নিজের জন্য। টিকিট আগেই কাটা থাকত। সব বিক্রি শেষ হলে ওই কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকে পড়তেন হলে। কাহিনী ৩ ঃ শিবরাম তখন প্রাথমিক স্কুলে। দেশ জুড়ে চলছে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার। স্কুলে মাস্টারমশাই প্রবন্ধ লিখতে দিলেন; বড় হয়ে কী হতে চাও? ছাত্রদের কেউ লিখল ডাক্তার, কেউ উকিল। শিবরাম লিখল, দেশপ্রেমিক হতে চাই। শিক্ষক অবাক! স্কুল শেষে এক বন্ধু আড়ালে টেনে নিয়ে বলল, 'তুই দেশপ্রেমিক হতে চাইলে আমাদের দলে নাম লেখা। আমিও বিপ্লবী, আমার মতো দেশের কাজ করবি।'

শিবরাম যোগ দিল ওই বিপ্লবীদের দলে। দলে ছোটদের কাজ হল গোপনে চিঠি আর অস্ত্র দেওয়া নেওয়া করা, যাতে পুলিশ সন্দেহ না করে। একদিন শিব রামের ওপর দায়িত্ব পড়ল এক সাহেবকে গুলি করে হত্যা করার। তাও আবার এক বিশাল সভার মাঝে।পিস্তল এসে গেল। পকেটে পিস্তল নিয়ে দুরুদুরু বুকে শিবরাম পৌঁছলেন সেই সভায়। সাহেবকে গুলি করার পরেই যে নিজেকেও মরতে হবে তাও অজানা নয়। দেশের জন্য মরতেও প্রস্তুত।

মঞ্চে সেই সাহেব যেই উঠেছেন অমনি দর্শকের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন শিবরাম। গুলি ছোড়ার জন্য সবে পকেট থেকে পিস্তল বার করতে যাবেন অমনই মাইকে ঘোষণা, 'শিবরাম চক্রবর্তী মঞ্চে এসো।' কেন? উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে। সবার চোখ তখন শিবরামের দিকে। আর উপায় নেই। এর বদলে গানই ব্যবহার করতে হল মঞ্চে। পকেটের পিস্তল পকেটেই রয়ে গেল। কাহিনী ৪ ঃ দেশের কাজ করতেই হবে। নইলে জীবন বৃথা। চাঁচোলে সভা করতে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। গোটা এলাকা ভেঙে পড়ল দেশবন্ধুর ভাষণ শুনতে। কিশোর শিবরামও পৌঁছল সেই সভায়। দেশবন্ধুর ভাষণ শুনে এমন উদ্বুদ্ধ হল যে সিআর দাশ যেই ফেরার ট্রেনে উঠলেন অমনই ওই বগিতেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শিবরাম। 'আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাব।' 'কী করবে গিয়ে?' 'দেশসেবা। স্বদেশী করব।' শিবরামের সাফ জবাব। 'চলো তাহলে।' কলকাতায় এসে উঠল এক মেসে, যেখানে সব অল্পবয়েসি স্বদেশীরা থাকে।

ভারতীয় সেনা সম্মানকে উচ্চে তুলে ধরতে বধ্যপরিকর পূর্বাঞ্চল

বুদ্ধদেব মিশ্র

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিএমবি কৃষ্ণান ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ড নিচ্ছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিএমবি কৃষ্ণান, পিভিএসএম, এভিএসএম, ওয়াইএসএম, ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ (জিওসি-ইন-সি) হিসেবে নিয়োজিত হলেন। মর্যাদাপূর্ণ সামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র, জেনারেল অফিসার সিয়াচেনের অতি-উচ্চতার পরিবেশে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং একটি পদাতিক ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

একটি পদাতিক ডিভিশন এবং অভিজাত ব্রহ্মাস্ত্র কর্পসের জিওসি হিসাবে তাঁর কার্যকালের সময় তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতা আরও সম্মানিত

তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি, পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, এভিএসএম, এসএম-এর কাছ থেকে 'প্রাচ্যের দুর্গ'-এর লাগাম নেন, যিনি একটি বিশিষ্ট মেয়াদের পরে পরিবর্তন করেন। ১১ জুন ১৯৮৮-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত, জেনারেল অফিসার এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে প্রায় চার দশকের বহুমুখী সামরিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন। তার কর্মজীবন দেশের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অপারেশনাল ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে হাই-প্রোফাইল কমান্ড, স্টাফ এবং নির্দেশমূলক নিয়োগের একটি ট্যাপেস্ট্রি। হয়েছিল। কৌশলগত ডোমেনে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল কৃষ্ণান MoD (আর্মি) এর IHQ-এ তথ্য প্রযুক্তির মহাপরিচালক এবং ভারতের হাইকমিশনে প্রতিরক্ষা অ্যাটাচে হিসেবে কাজ করেছেন। ভারতীয় সেনাদের বিশ্বে জগতে একটি সুনাম রয়েছে। সেই সুনামকে ধরে রাখতে দায়িপ্রাপ্ত জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ (জিওসি-ইন-সি) ভিএমবি কৃষ্ণান, পিভিএসএম, এভিএসএম, ওয়াইএসএম, কাজ করে যাবেন। ভারতীয় সেনার সুনামকে বজার রাখতে সচেষ্ট। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**

বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে নিশানা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের, আত্মবিশ্বাসী বিজেপির জয় নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলা থেকে নিশানা করলেন মমতা-সরকারকে। একইসঙ্গে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, এবারে জিততে চলেছে বিজেপি। তিনি এ দিন বলেন, আজ বাঁকুড়ায় আমাদের সকল প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়। এই ভূমি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর এবং প্রখ্যাত ভাস্কর রাম কিঙ্করের। আজ বিশ্বের কোনও শক্তিই বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আসা থেকে আটকাতে পারবে না। মমতা দিদির শাসনে সবাই নিপীড়িত। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বলেন এটি শুধু নির্বাচন নয়, একটি ধর্মযুদ্ধও। শ্রীরাম মন্ত্র আমাদের সকলকে শক্তি জোগাচ্ছে। আজ বাংলায় যুবক, নারী, গরীব এবং কৃষক, সকলেই পরিবর্তনের পক্ষে। প্রত্যেকেই নিজের সম্মান ও মর্যাদার জন্য লড়ছেন। আজ বিশ্বের কোনও শক্তিই বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আসা থেকে আটকাতে পারবে না। মমতা দিদির শাসনকালে বাঁকুড়া জেলার মানুষ ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। কেউ যাচ্ছেন ওড়িশায়, কেউ মহারাষ্ট্রে, কেউ ঝাড়খণ্ডে। একদিকে এখানে বাংলার যুবসমাজ গরিব হচ্ছে, অপরদিকে এখানে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা ধনী হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসে এখানকার বাসিন্দাদের অধিকার হরণ করছে। বাংলায় বাংলাদেশিদের কোনও জায়গা নেই। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বলেন, আপনাদের মুখের ঔজ্জ্বল্যই প্রমাণ করছে যে, বিজেপি জিততে চলেছে। গোটা বিশ্ব দেখছে যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। আজ ভারত পাকিস্তানে ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' অনুসরণ করছি। আজ দেশে একজন তফসিলি উপজাতির মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। কিন্তু বাম, কংগ্রেস এবং মমতা-র দল তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের কখনও গুরুত্ব দেয়নি। একমাত্র বিজেপিরই সাহস আছে গরিবদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং তাদের স্থায়ী বাসস্থান দেওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব এও বলেন যে, মমতা দিদি ওবিসি তালিকায় মুসলিমদের যুক্ত করেছেন, কিন্তু হিন্দুদের করেননি। সেই কারণেই বাংলার মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার শপথ নিয়েছে। এখন মমতা দিদিকে বিদায় জানানোর সময় এসেছে। তিনি বলেন, মমতা দিদির সরকারের আমলে শিক্ষক কেলেঙ্কারি হয়েছিল এবং ২৬ হাজার নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল। তাঁর আমলে প্রধানমন্ত্রী আবাস কেলেঙ্কারি এবং মনরেগা কেলেঙ্কারি হয়েছিল। মমতা শুধু হিন্দুদের অপমান করেছেন। এখন এই সব অবসান ঘটানোর সময় এসেছে। এখন বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। স্বাধীনতার আগে থেকেই বাংলায় সবচেয়ে বেশি প্রতিভা রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, প্রথমে কমিউনিস্টরা এবং তারপর মমতার দল রাজ্যটিকে ধ্বংস করেছে। আজ হিসাব চুকিয়ে দেওয়ার সময়। বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে আমরা সবাই জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। আমাদের প্রতিটি ঘরে যেতে হবে, ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। আমরা বাংলায় বিজেপির জয় নিশ্চিত করব। বিজেপির পক্ষে প্রতিটি ভোট না পড়া পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বলেন, আজ আমি মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলায় এসেছি বাঁকুড়া জেলা থেকে আমাদের পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দিতে। আমাদের এখানকার কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখছি তাতে আমি আনন্দিত। প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। এখানে যেভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের উসাহিত করা হয়েছে এবং হিন্দুদের অপমান করা হয়েছে, তাতে মমতা দিদির সরকারের ওপর বাংলার সবাই ক্ষুব্ধ। গণতন্ত্রে এই সমস্ত হিসাব চুকিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে বড় সুযোগ হলো নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী ও অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জনমত বিজেপির সঙ্গে রয়েছে এবং বাংলায় অবশ্যই বিজেপি সরকার গঠন করবে। আজ আমরা বা আমাদের জোটসঙ্গীরা ২১টিরও বেশি রাজ্যে ক্ষমতায়। এবার বাংলায় পদ্মফুলের প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিজেপির সবথেকে হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামানিক মনোনয়ন জমা করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২ এপ্রিল ঃ হনুমান জয়ন্তীর দিন মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক দপ্তরে বিপুল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট খোলা গাড়িতে চড়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপির কোচবিহার জেলার সবচেয়ে হেভিওয়েট প্রার্থী তথা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক।

বৃহস্পতিবার প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে তিনি মাথাভাঙ্গা মোহ কুমার শাসক দপ্তরে এসে পৌঁছান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন - এত মানুষ এসেছে তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে দেখতে পেয়েই সাধারণ মানুষ যে যেভাবে ছিলেন তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন আমি তাদেরকে প্রণাম জানাই। তাদের কাছে নতজানু হয়ে তাদের সমর্থন আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই আমি মনোনয়ন জমা দিলাম। উল্লেখ্য গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি দিনহাটায় তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহকে ৫৭ ভোটে হারিয়েছিলেন যদিও পরবর্তীতে তিনি পদত্যাগ করেন কারণ সেই সময় তিনি দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে ওই আসনটিতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন উদয়ন গুহ। এরপর ২৪ এর লোকসভা ভোটে এই পরাজিত হন। ২৬ বিধানসভা ভোটে আবার তিনি প্রার্থী হয়েছেন মাথাভাঙ্গায়। উল্লেখ্য মাথাভাঙ্গা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। তবে এ কথা ঠিক নিশীথ প্রামানিক প্রার্থী হবার পর থেকে প্রতিদিন প্রচারে মানুষের ঢল চোখে পড়ছে আজও যেন তার সাথে সেলফি তোলার ভিড় কিছুতেই কম হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার নিশীথ প্রামানিকের সাথে মনোনয়ন জমা দিলেন শীতলকুচির বিজেপি প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন।

ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঢাকুরিয়ার মণিপাল হসপিটাল গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মানুষের সুস্থ থাকার বিষয়ে নানারকম পরামর্শ দেন। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

২০২৫-২৬ অর্থবছরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স

মালিগাঁও, ২ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিগত অর্থবছরে পণ্য পরিবহন কাজেও এক প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। উন্নত পরিকাঠামো, উন্নত টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে খাদ্যশস্য, সার, কয়লা, সিমেন্ট এবং পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসামগ্রীর কার্যকর এবং যথাসময়ে পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এই জোনের লোডিং ক্ষমতা ও টার্নঅ্যারাউন্ড সময় বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল, যার ফলে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়েছে। গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদক্ষেপগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল-যার মধ্যে বুকিং প্রক্রিয়াকে সহজ করা, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং পণ্য পরিবহন টার্মিনালগুলোর উন্নয়ন যা নতুন যাত্রীকে আকর্ষিত করতে এবং বিভিন্ন শিল্পের সাথে বিদ্যমান অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ১১.৪ মিলিয়ন টন পরিমাণ পণ্য লোডিং অর্জন করেছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ৬ বৃদ্ধি লাভ করে। এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি লজিস্টিকস দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পণ্য পরিবহন সক্ষমতা মজবুত করার ক্ষেত্রে এই জোনের অব্যাহত মনোযোগকেই উপস্থাপন করে। পণ্য সামগ্রীর মধ্যে, পেট্রোলিয়াম তেল ও লুব্রিকেন্ট তার সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে যেখানে বছরে ১,৪৮৮টি রেক লোড করা হয়েছে। সিমেন্ট, স্টোন চিপস, ডলোমাইট এবং বেম্বো চিপসের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পণ্য পরিবহনের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত কাম-কাজেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে পণ্যবাহী রেক আনলোডিং-এর মোট সংখ্যা ৬৮৮টি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১২,৩৪৬ টি থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৩,০৩৪ রেক হয়েছে। এই বৃদ্ধি টার্মিনালের উন্নত উৎপাদনশীলতা এবং বিভিন্ন ডিভিশনের মধ্যে উন্নত সমন্বয়ের বিষয়টি তুলে ধরে। এছাড়াও, প্রধান পণ্য সামগ্রীর আনলোডিং কাজে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অটোমোবাইল ট্রেফিক ২২ বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়াও সিমেন্ট আনলোডিং ১৮ বেড়েছে। স্টোন চিপস, খাদ্যশস্য এবং সারের সেগমেন্টেও ইতিবাচক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। টার্মিনাল পর্যায়ে, বেশ কয়েকটি স্টেশন পণ্য আনলোডিং কাজে শক্তিশালী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। বাইহাটা ২৪ শতাংশ বৃদ্ধির হারের সাথে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে এর পরেই চাংসারি এবং স্টার টার্মিনাল রয়েছে, যাদের প্রতিটিতেই ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি রেজিষ্টার্ড হয়েছে। আজারা ও জিরানিয়ার মতো টার্মিনালগুলোতেও ধারাবাহিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের লজিস্টিক নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক কাম-কাজ পরিচালনগত উৎকর্ষ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদক্ষেপসমূহের প্রতি এর অব্যাহত অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে। পণ্য পরিবহনের মূল ক্ষেত্রসমূহ ও টার্মিনাল গুলোতে অব্যাহত গতি বজায় রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে এবং আগামী বছরগুলোতে পণ্য পরিবহনের কার্যকারিতা আরও মজবুত করতে তার পণ্য পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিবদ্ধ রয়েছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিঙের লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধিনের ধুবুড়ি, গোঁসাইগাঁও হাট, সিভক, তুফানগঞ্জ স্টেশনে পার্কিং ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিন:** ১০৯৬ দিন।

নিলাম ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পার্ক-৪৭-৬		
এসইকিউ নং.	**লট নং. /শ্রেণী**	**বিবরণ**
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ধুবুড়ি স্টেশনে মিক্সড পার্কিং
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এসভিকিউ-এমএক্স-৪০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের সিভক স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইস-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং - মিক্সড)	গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ড
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং - মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের তুফানগঞ্জ ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভের তারিখ ও সময়: ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়:** ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১২:০০ ঘন্টায়। সম্ভাব্য বিডারদেরকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনে এসএলআর লিজের জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশন থেকে শুরু হওয়া ট্রেনে ০৩ বছর মেয়াদে এসএলআর লিজ চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: লিজ-এলএমজি-১১-২৬। রেট ইউনিট:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ ১৩-০৪-২০২৬** তারিখ **১১:০০ টায়।**

ক্রমিক নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৬৫৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১১:৩০ টায়
এএ/২	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১১:৪০ টায়
এএ/৩	১৫৬৬৯-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১১:৫০ টায়
এএ/৪	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১২:০০ টায়
এএ/৫	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এলইডিও-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১২:১০ টায়
এএ/৬	২২৫১২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এলটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১২:২০ টায়
এএ/৭	১২৫৫২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসএমভিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১২:৩০ টায়
এএ/৮	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ওকেএইচএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১২:৪০ টায়
এএ/৯	১২০৮৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনএইচএলএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১২:৫০ টায়
এএ/১০	১৫৬৪৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এলটিটি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৩:০০ টায়
এএ/১১	১৫৬৫৫-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসভিডিকে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৩:১০ টায়
এএ/১২	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৩:২০ টায়
এএ/১৩	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৩:৩০ টায়
এএ/১৪	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৩:৪০ টায়
এএ/১৫	১৫৬২৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৩:৫০ টায়
এএ/১৬	১২৫১৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-কেওএএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৪:০০ টায়
এএ/১৭	১৫৬৪৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পিইউআরআই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৪:১০ টায়
এএ/১৮	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৪:২০ টায়
এএ/১৯	১৯৬১৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৪:৩০ টায়
এএ/২০	২২৪৪৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনডিএলএস-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৪:৪০ টায়
এএ/২১	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৪:৫০ টায়
এএ/২২	১৫৭৫৪-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৫:০০ টায়
এএ/২৩	১৫৬৩২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিএমই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৫:১০ টায়
এএ/২৪	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৫:২০ টায়
এএ/২৫	১৫৬৪০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পিইউআরআই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৫:৩০ টায়
এএ/২৬	১৫৬০২-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৫:৪০ টায়
এএ/২৭	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমজেডএস-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৫:৫০ টায়
এএ/২৮	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৬:০০ টায়
এএ/২৯	১৫৬৩৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিকেএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৬:১০ টায়
এএ/৩০	১৯৩০৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিএডিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৬:২০ টায়
এএ/৩১	১৫০৭৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিটিএনআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৬:৩০ টায়
এএ/৩২	১২৫১০-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এসএমভিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৬:৪০ টায়
এএ/৩৩	১৩২৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এআরএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৬:৫০ টায়
এএ/৩৪	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৭:০০ টায়
এএ/৩৫	১৫৬৬৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৭:১০ টায়
এএ/৩৬	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৭:২০ টায়
এএ/৩৭	১৫৬৫১-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-জিএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৭:৩০ টায়
এএ/৩৮	১৫৬২০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিএওয়াইএ-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৭:৪০ টায়
এএ/৩৯	১৫৬০২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৭:৫০ টায়
এএ/৪০	১৫৬৬৮-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিআইএমবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৩-০৪-২০২৬ -এ ১৮:০০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। লট ভিত্তিক বন্ধের সময় আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তৃণমূল-বিজেপির মনোনয়ন জমা ঘিরে তুলকালাম কোচবিহারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২ এপ্রিল ঃ হনুমান জয়ন্তীর দিন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক দফতরের সামনে নমিনেশন জমা দেওয়ারকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি ধুমধুমার। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের সদর মহকুমা শাসক দপ্তরে নমিনেশন জমা দিলেন কোচবিহার উত্তরের সিপিআইএম প্রার্থী প্রণয় কার্যী। অপরদিকে উত্তরে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ প্রতিম রায় নমিনেশন জমা দিলেন। পাশাপাশি কোচবিহারের উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায় এবং কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস নমিনেশন জমা দিলেন। সকাল থেকেই করা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল এলাকার । মহকুমা শাসক দপ্তরের একপাশে অর্থাৎ কাচারি মোড়ের দিকে পার্থপ্রতিম রায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এসে নমিনেশন জমা দিতে ঢুকলেন। অপরদিকে সদর মহকুমা শাসক দপ্তরের অফিসের আরেক পাশের অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা তাদের দুই প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করে এসে নমিনেশন জমা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এমত অবস্থায় কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক নমিনেশন জমা দেওয়ার জন্য মিছিল করে আসছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী তার মিছিল কাঁচারি মোড়ে যেখানে পার্থ প্রতিম রায়ের সমর্থকরা ছিলেন সেখানে আসার কথা থাকলেও কি কারণবশত তিনি বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন ফলে স্বভাবতই তৈরি হল ধন্দুমার পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন থাকার পরেও তৃণমূল প্রার্থী তেরে এলেম বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দিকে শুরু হল স্লোগান পাল্টা স্লোগান। হাতে ডুমরু নিয়ে ডুমরু বাজাতে বাজাতে তিনি প্রথম বেরিকেট ভেঙে পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকলেন সদর মহকুমা শাসকের অফিসের দিকে। ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল আর তারপরেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিজেপি কর্মী সমর্থকের দিকে তেড়ে গেলেন পুলিশের সামনেই। পরবর্তীতে কিছু দূর এগিয়ে তিনি রাস্তায় বসে ডুমরু বাজাতে থাকলেন। বেগতিক বুঝে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা পাশে থাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসে ঢুকে পড়েন। কোনরকম এ ঘটনা সামাল দেন কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশ্ন উঠছে যখন এত নিরাপত্তার বলয় তৈরি করেছে পুলিশ প্রশাসন তখন একই রাস্তা দিয়ে শাসক ও বিরোধী মিছিল প্রার্থীদের কেন প্রবেশ করানো হলো ? প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কিভাবে পুলিশ তৃণমূল প্রার্থীর এই মিছিল কে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওই রাস্তায় ঢুকতে দিলেন ? যদিও এর সদুত্তর নেই। রীতিমতো ধুমধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্ষেপে লাল হয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় বলেন - কেন্দ্রীয় বাহিরে ও নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি হাজার হাজার লোক জমা করেছে সদর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে। কেন এরকম হবে। এটা কোচবিহার এভাবে সন্ত্রাস তৈরি করে মানুষকে ভয় দেখানো যায় না। আপনারা নিজেরাই

দেখুন কি অবস্থায় রয়েছে সবকিছু। যদিও প্রশ্ন উঠছে যখন তৃণমূল প্রার্থীর রাস্তার রুট আলাদা ছিল তখন কেন তিনি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলেন। এক প্রকার জোর করেই তিনি ওই পথ দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। পরিস্থিতি আরেকটু ঘরালো হলে যে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। পরবর্তীতে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে দেখতে পেয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা রীতিমতো ক্ষেপে যান এবং অভিযোগ করেন কেন ঘটনা ঘটালেন তৃণমূল প্রার্থী যদিও তার সদুত্তর নেই তাদের কাছে। পরবর্তীতে নমিনেশন জমা দিয়ে বেরোনোর সময় কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায় হুমকি দেন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় তিনি বলেন - এই ঘটনা কাম্য নয়। অভিজিত দে ভৌমিক এত বড় গুন্ডা নাকি। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে সামনা সামনি লড়াই হোক আসুন কত ধানে কত চাল বোঝা যাবে। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে কোচবিহারে। ইতিমধ্যে একাধিকবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর হুমকি বিক্ষোভ এমনকি গাড়ি ভাঙচুরের ও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় আজকের ঘটনা নিয়ে গুন্ডামি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস। যদিও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। যখন নির্দিষ্ট রুট করা রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদের জন্য তখন একই রুটে কিভাবে দুটি রাজনৈতিক দল মুখোমুখি হল।

পূর্ব রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বড় সাফল্যঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও সংযোগ বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং যাত্রার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বিশাল পদক্ষেপ গ্রহণ করে পূর্ব রেল ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের একগুচ্ছ সাফল্যের খতিয়ান প্রকাশ করেছে। ইয়ার্ড রিমডেলিং থেকে শুরু করে মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন পর্যন্ত-এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি হাজার হাজার নিত্যযাত্রীর ভ্রমণের সময় কমাবে এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পূর্ব রেল মালদা টাউন, দুর্গাপুর, শঙ্করপুর, পাকুড় এবং খানা-এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে বড় ধরনের ইয়ার্ড রিমডেলিং বা বিন্যাসের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই উন্নতির ফলে স্টেশনে ট্রেনের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়কার বাধা বা 'বটলনেক' দূর হবে, যার ফলে যাত্রীদের আউটার সিগন্যালে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার ভোগান্তি কমবে। এছাড়া, নিরাপত্তা ও লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চারটি ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই নতুন সিগন্যালিং ব্যবস্থাগুলি এখন টিকানি ও ধৌনির মধ্যে সাঁঝা হল্ট, ধৌনি ও বরাহাটের মধ্যে পুনসিয়া হল্ট, মন্দারহিল ও হাঁসডিহার মধ্যে দানরে হল্ট, এবং মানিগ্রাম ও মহিপাল রোডের মধ্যে নোয়াপাড়া মহিষাসুর হল্টে কার্যকর রয়েছে। আটটি প্রধান মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের জন্য বিপুল বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৮,৩৮১.৯৯ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে ৪৫৪ কিলোমিটারেরও বেশি পথ জুড়ে এই কাজ সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে ডানকুনি-বাল্টিকুরি, মুরারই-বরহরওয়া, সাঁইথিয়া-পাকুড় এবং পাকুড়-গুমানির মতো উচ্চ-ঘনত্বের রুটে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রানাঘাট-কৃষ্ণনগর এবং ভাগলপুর-জামালপুর সেকশনের তৃতীয় লাইন, সেইসঙ্গে ভাগলপুর-দুমকা-রামপুরহাট এবং রানাঘাট-বনগাঁ সেকশনের ডবল লাইন (দ্বৈতকরণ) প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য হলো বর্তমান সক্ষমতাকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়িয়ে এই অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য একটি মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যত সম্প্রসারণের কথা মাথায় .রেখে পূর্ব রেল বেশ কিছু নতুন লাইন এবং ডবল লাইনের জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনগর ও বক্রেশ্বর ধাম হয়ে সিউড়ি-নালা নতুন লাইন, আরামবাগ-খানাকুল নতুন লাইন এবং চম্পাপুকুর-হাসনাবাদ ও লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা সেকশনের দ্বৈতকরণ প্রকল্প। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, এই প্রকল্পগুলি রেল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরিবর্তনের জন্য একটি দৃঢ় অঙ্গীকার। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাল্টি-ট্র্যাকিং এবং ইয়ার্ড রিমডেলিং-এ বিনিযোগের মাধ্যমে রেল শুধুমাত্র লাইন বাড়াচ্ছে না, বরং যাত্রীরা যাতে দ্রুত এবং নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন তা নিশ্চিত করছে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি এই বিপুল বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের প্রান্তিক এলাকাগুলোকে উন্নত রেল পরিকাঠামোর মাধ্যমে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ গুরুত্বকে তুলে ধরে।

এসআইআর ইস্যুতে ফের অগ্নিগর্ভ মালদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ এপ্রিল ঃ এসআইআর ইস্যুতে বুধবারের উত্তেজনার রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের অশান্ত হয়ে উঠল মালদা। কালিয়াচকের পর এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি এলাকায় নতুন করে শুরু হয় বিক্ষোভ-আন্দোলন। বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে-এই অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই মঙ্গলবাড়ি ও সংলগ্ন যদুপুর এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। বিক্ষোভকারীরা জাতীয় সড়কের বাইপাসে বসে অবরোধ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে এবং বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। অবরোধের জেরে পণ্যবাহী ট্রাক, দূরপাল্লার বাস ও ব্যক্তিগত যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকে। চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। দীর্ঘসময় ধরে অবরোধ চলার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগ, অবরোধ তুলতে গেলে বিক্ষোভকারীদের একাংশের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। উত্তেজনার মাঝে পুলিশের একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। এমনকি গা।রি চালকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনায় কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। বুধবার সকাল থেকেই কালিয়াচক ও মোথাবাড়ি এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম না ওঠা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-৪৬-২৫, তারিখ ০১.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-৪৬-২৫** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনের পুরোনো, বয়ঃভরে জীর্ণ, খারাপভাবে মরচেপড়া ক্যান্টিলিভার অ্যাসেম্বলিগুলির প্রতিস্থাপনের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫,১৯,৩৩,১৮৩.৯৫ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১০,৩৮,৭০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র প্রদানের তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৫.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-06/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/০১, তাং. ২৭.০৩.২০২৬ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে ০৬ (ছয়) মাসের মেয়াদের জন্য হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে রেল মিউজিয়াম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ- ২৬-০১। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **এসইকিউ নং. ঃ** এএ/১। **লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসটিজিইএন-৭৭-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা- স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ** ০৬ (ছয়) মাসের মেয়াদের জন্য হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে রেল মিউজিয়াম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। HWH-04/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেমারিতে রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে জনসভায় দেব

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ এপ্রিল ঃ "ভোট কাকে দেবেন সে বিষয়ে আমি কিছু বলবো না। শুধু ভোট দেবার আগে ভেবে দেখবেন কাকে ভোট দিচ্ছেন? যে সরকার সবসময়ে আপনাদের পাশে আছে, যে সরকার বাংলার সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প করেছে, যে সরকার কথা দিলে কথা রাখে, সেই সরকারকে ভোট দেবেন না যে সরকার শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দেয়, কথা দিয়ে কথা রাখে না, তাকে ভোট দেবেন? তাই ভোট দেবার শুধু একবার ভাববেন।" বৃহস্পতিবার মেমারি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে গন্তার ফুটবল ময়দানে এক জনসভায় এসে নাম না করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল সাংসদ তথা বাংলা চলচিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা দীপক অধিকারী তথা দেব। এদিন গন্তার মাঠে দেবের জনসভা উপলক্ষে প্রচুর মানুষের সমাগম দেখা যায়। মেমারি বিধানসভার প্রতিটা এলাকা থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ভিড় জমান। তৃণমূলের প্রায় সকল স্থানীয় নেতৃত্বই উপস্থিত ছিলেন এদিনের জনসভার মঞ্চে। আসালসোল ও দুর্গাপুরে রোড শো করে মেমারিতে রাসবিহারীর প্রচারে আসেন অভিনেতা ও সাংসদ দেব। এদিন তিনি তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারকে আগামি নির্বাচনে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানানোর পাশাপাশি প্রার্থীর ভূয়সী প্রসংশা করেন। এদিন তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ঘাটালের মাস্টার প্লান সম্পর্কেও দু চার কথা বলে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও কর্মকান্ডের বিষয়টি তুলে ধরেন। এদিন তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, তৃণমূল মন্দির - মসজিদের রাজীনিতি করে না। জাত পাতের রাজনীতি করে না। তারা সমস্ত স্তরের সকল মানুষকে নিয়ে একসাথে চলার কথা বলে, বাংলার মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলে। তাই ভোট দেবার আগে সকলকে একটু ভেবে ভোট দেবার জন্য বার্তা দেন। উল্লেখ্য, বুধবারই যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে একটি রোড শো ও ছোট পথসভা করেছিলেন। পরপর দুই যুব অভিনেত্রী ও অভিনেতাকে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে নিয়ে এসে প্রচারে রাসবিহারী হালদার অনেকটাই এগিয়ে আছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সম্পর্কের কথা

প্রেমে পড়লেই কেন বদলে যায় আচরণ? ভালোবাসার অদ্ভুত রসায়নের ভিতরকার বিজ্ঞান

সদ্য কারও প্রেমে পড়েছেন? তাহলে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন-হঠাৎ করে আপনার পৃথিবীটা যেন বদলে গেছে। সবকিছু আগের মতো থাকলেও অনুভূতিটা আর আগের মতো নেই। ভিড়ের মাঝেও একা লাগে, যদি সেই মানুষটা পাশে না থাকে। মন জুড়ে শুধু তাঁরই ভাবনা, তাঁরই উপস্থিতি। যেন তিনি আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আর আপনি তাঁর চারপাশে ঘুরে বেড়ানো এক নিবেদিত সঙ্গী। প্রেমে পড়লে মানুষ যে বদলে যায়, তা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই বদল শুধু মানসিক নয়-শারীরিক ও আচরণগত দিক থেকেও এর গভীর প্রভাব পড়ে। অনেক সময় এমন কিছু আচরণ দেখা যায়, যা বাইরের মানুষের কাছে অদ্ভুত, কখনও বিরক্তিকর, আবার কখনও ' বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু যারা সেই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের কাছে এগুলোই ভালোবাসার সবচেয়ে মধুর প্রকাশ। প্রেমের শুরুতে মানুষ যেন এক অন্য জগতে বাস করে। আকাশটা একটু বেশি নীল লাগে, বাতাসটা একটু বেশি সতেজ। প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনাও তখন অসাধারণ মনে হয়। এই সময়েই দেখা যায়, যুগলরা নানা ধরনের আচরণ করেন-যার মধ্যে কিছু হয়তো খুবই স্বাভাবিক, আবার কিছু একেবারেই ব্যতিক্রমী। যেমন ধরুন 'লাভ বাইট'। ভালোবাসার মুহূর্তে সঙ্গীর শরীরে হালকা কামড় বা চুম্বনের মাধ্যমে যে দাগ তৈরি হয়, তাকে অনেকেই ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে দেখেন। কাঁধ, ঘাড়, কান-এই সব জায়গায় এই দাগ দেখা যায়। যদিও অনেক সময় তা ব্যথাদায়ক হতে পারে বা সামাজিকভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিও তৈরি করতে পারে, তবুও অনেকের কাছে এটি ঘনিষ্ঠতার এক নিদর্শন। আবার অনেক যুগল আছেন, যারা একে অপরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে ভালোবাসেন। এই আলিঙ্গন শুধু আবেগের

প্রকাশ নয়, এর পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণও। এমন সময় শরীরে ' নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা ' হরমোন' নামেও পরিচিত। এটি মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ বাড়ায়। তাই ক্লান্ত বা খারাপ দিনে প্রিয় মানুষটিকে একবার জড়িয়ে ধরলেই মনটা অনেকটাই ভালো হয়ে যায়।প্রেমের সম্পর্কে আরেকটি মজার দিক হল-' ফাইটিং' বা মজার ছলে খুনসুটি। কেউ সঙ্গীর চুল টেনে দেয়, কেউ চিমটি কাটে, কেউ আবার মজা করে ধাক্কা দেয়। বাইরে থেকে দেখলে এগুলো ঝগড়া মনে হলেও, আসলে এগুলো সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব ও স্বাচ্ছ ঃদ্য তৈরি করে। অনেকটা টম অ্যান্ড জেরির সম্পর্কের মতো-ঝগড়া আছে, কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে. থাকে গভীর টান।

যোগাযোগও প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রেমে পড়লে ফোন, মেসেজ, ভয়েস নোট-সবকিছুই বেড়ে যায়। সারাদিনের ছোট ছোট ঘটনাও শেয়ার করতে ইচ্ছে করে। এমনকি অনেকেই সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় শিশুসুলভ ভাষা ব্যবহার করেন-আধো আধো কথা, আদুরে ডাকনাম-এসবই সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এই সম্পর্কের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল ' জোন'। এখানে কোনও ভান নেই, কোনও সামাজিক বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি যেমন, তেমনভাবেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাই অনেকেই সঙ্গীর সামনে একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করেন-যেমন অপ্রস্তুতকর কিছু কাজও। কারণ তারা জানেন, এই সম্পর্কের ভিত এতটাই মজবুত যে এসব বিষয় তা নষ্ট করতে পারবে না। প্রেমে পড়লে অনেকেই সঙ্গীর জিনিস ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের শার্ট বা হুডি বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, অনেক পুরুষ সঙ্গিনীর পারফিউম, রুমাল বা অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করেন। এতে এক ধরনের মানসিক সংযোগ তৈরি হয়-যেন সঙ্গী সবসময় কাছেই রয়েছেন। তবে এই সব আচরণ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকেই এগুলোকে বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। বিশেষ করে বয়স্ক প্রজন্মের কেউ কেউ বলেন, আমরাও তো প্রেম করেছি, কিন্তু এমনটা করিনি। আবার কেউ কেউ মজা করে বা সমালোচনার সুরে এই আচরণগুলিকে ' বলে দাগিয়ে দেন। তবে সত্যিটা হল-প্রেমের অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের জন্য আলাদা। কারও কাছে এটি শান্ত ও গভীর, কারও কাছে উচ্ছ্বল ও প্রকাশ্য। এই অদ্ভুত আচরণগুলির পেছনে রয়েছে আমাদের শরীরের রাসায়নিক পরিবর্তন। প্রেমে পড়লে মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন, ডোপামিন, সেরোটোনিনের মতো হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এগুলো আমাদের আনন্দ, উত্তেজনা ও সংযোগের অনুভূতি বাড়ায়। এই হরমোনগুলির প্রভাবে মানুষ অনেক সময় এমন আচরণ করে, যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় করত না। তাই প্রেমের প্রথম দিকের এই ' আসলে খুবই স্বাভাবিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতা কিছুটা কমে আসে, সম্পর্ক আরও পরিণত হয়। তখন হয়তো এই সব স্মৃতি মনে করে নিজেরাই হাসবেন-এমন কাজও আমরা করতাম! কিন্তু সেই সময়ে এগুলোই ছিল সবচেয়ে সত্যি, সবচেয়ে প্রাণবন্ত অনুভূতি। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, প্রেম শুধু একটি আবেগ নয়-এটি একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে রয়েছে আনন্দ, খুনসুটি, আবেগ, কখনও অদ্ভুত আচরণও। আর এই সব মিলিয়েই তৈরি হয় এক অনন্য সম্পর্ক, যা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়গুলির একটি হয়ে ওঠে।

হরমুজ উত্তেজনার মাঝেও ভারতের পাশে ইরান

মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের জন্য স্বস্তির বার্তা দিল ইরান। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ হরমুজ প্রণালী ঘিরে যখন আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ তুঙ্গে, তখন তেহরান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল-ভারতের চিন্তার কোনও কারণ নেই। জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে নয়াদিল্লিকে তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। বৃহস্পতিবার ভারতের মাটিতে অবস্থিত ইরানের দূতাবাস তাদের সরকারি এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রকাশ করে। সেখানে জানানো হয়, হরমুজ প্রণালীর ভবিষ্য নির্ধারণের অধিকার কেবল ইরান এবং ওমান-এর হাতে। একইসঙ্গে তারা ভারতকে বন্ধু দেশ হিসেবে উল্লেখ করে আশ্বাস দেয় যে ভারতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রয়েছে এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLCO53562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

অসাধারণ সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির অসাধারণ সাধারণ সভা ('ইজিএম') আগামী **বুধবার, ২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ ঘটিকায়** (ভারতীয় মান সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উক্ত নোটিশটি সদস্যদের কাছে পৃথকভাবে ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। এই সভার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়কেই গণ্য করা হবে, অর্থাৎ-১৪৯, বি.টি. রোড, কামারহাটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৮।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা-যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে ৮ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানুয়ারি ২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১, ৫ই মে ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০, ১৭২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩-এর সাথে পঠিতব্য-এবং ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড-এর (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-যা উক্ত বোর্ড কর্তৃক যথাক্রমে ১২ই মে ২০২০, ১৫ই জানুয়ারি ২০২১, ১৩ই মে ২০২২, ৫ই জানুয়ারি ২০২৩ এবং ৭ই অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD1/CRP/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PCIR/2023/167-এর সাথে পঠিতব্য-এর সাথে সঙ্গতি রেখে, কোম্পানি তার জরুরি সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান করছে। এই সভায় সদস্যদের কোনো সাধারণ স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকা ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে সেই সকল কার্যসম্পাদন করা হবে, যা উক্ত জরুরি সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্যগণ ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা তাঁদের লগইন তথ্যাদি ব্যবহার করে www.evoting.nsdl.com-এ সরাসরি ওয়েবকাস্টটি দেখতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের উপস্থিতিটিকে আইনের ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

অধিকন্তু, উপরোক্ত বিষয়াবলির সাথে সঙ্গতি রেখে, ইজিএম-এর নোটিশটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি সদস্য(গণ) /রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি ('আরটিএ') কোম্পানির নিকট নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইজিএম-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ntcind.com-এ এবং যে সকল স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-অর্থাৎ বিএসই-এর ওয়েবসাইট https://www.bseindia.com-এ এবং সিএসই-এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ-সেখানেও পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমেই ইজিএম-এ যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি ইজিএম-এর নোটিশেই প্রদান করা হয়েছে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি

কোম্পানি তার সকল শেয়ারহোল্ডারকে-ইজিএম (ইজিএম)-এর নোটিশে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়াবলির ওপর ভোট প্রদানের লক্ষ্যে-দূরবর্তী ই-ভোটিং (রিমোট ই-ভোটিং)-এর সুবিধা প্রদান করবে পাশাপাশি, ইজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধাটি উন্মুক্ত রাখা হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্যাবলি (লগইন তথ্য) শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইমেইলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের (ভিসি) মাধ্যমে ইজিএম (ইজিএম) পরিচালনা করতে কোম্পানিটি 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড'-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। যেসব সদস্যের শেয়ার 'ফিজিক্যাল মোড' (কাগজপত্র আকারে) বা 'ডিমেটিরিয়ালাইজড মোড'-এ (ডিজিটাল আকারে) রয়েছে, এবং যেসব সদস্য তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি-ইজিএম চলাকালীন তাঁদের জন্য 'রিমোট ই-ভোটিং' বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। নোটিশ এবং 'ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি'তে (ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি) উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র কোম্পানির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে ইজিএম-এর দিন পর্যন্ত (সেদিনসহ) এই নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য কোনো ফি প্রদান করতে হবে না। যেসব সদস্য এই নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের নাম, ফোলিও নম্বর/ডিপিআইপি ও ক্ল্যায়েন্ট আইডি এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি উল্লেখ করে investors@ntcind.com ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে পারেন।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / হালনাগাদ করার পদ্ধতি

যেসব সদস্য ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাঁরা কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) / আরটিএ-এর নিকট তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁরা নিম্নোক্ত নথিপত্রগুলোর স্ক্যান করা কপি investors@ntcind.com অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় ইমেল করে 'পোস্টাল ব্যালট'-এর নোটিশ এবং/অথবা 'পোস্টাল ব্যালট'-এর লগইন বিবরণী সংগ্রহ করতে পারেন।

ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র,
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি এবং
গ. কোম্পানির নথিতে সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন-আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি।

যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাঁরা ডিপোজিটরি অংশগ্রণকারীদের নিকট তাঁদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী-যাদের নিকট তাঁরা তাঁদের ডিম্যাট হিসাব পরিচালনা করেন-তাদের নিকট তাঁদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করে নেন।

কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহার নির্দেশিকা' (ইউজার ম্যানুয়াল) দেখতে পারেন অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০, ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ কিংবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ টোল-ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.com ঠিকানায় সিনিয়র ম্যানেজার-মিস পল্লবী মাত্রে-এর কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

সদস্যদের তাঁদের যোগাযোগের বিবরণ এবং অন্যান্য তথ্যাদি নিবন্ধন বা পরিবর্তন করার সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তিটি অগ্রিম প্রকাশ করা হচ্ছে। আরও কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, সদস্যরা উপরে উল্লিখিত আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তানিয়া বনসল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩ এপ্রিল, ২০২৬

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা

নাম পরিবর্তন

আমি Shanewaj Saikh, SO Bakker Saikh গ্রামঃ রামরামপুর, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আধার কার্ডে বাবার নাম Bakker Saikh নথিভুক্ত রয়েছে। আমার মা Raosanara BB -র ভোটার কার্ডে স্বামীর নামের জায়গায় Abu Bakkar লিপিবদ্ধ রয়েছে। মায়ের অন্যান্য কাগজপত্রে মায়ের নাম Raosanara Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৭.১২.২০২৫ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Bakker Saikh and Abu Bakkar এবং Raosanara Bibi and Raosanara BB এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Badijamal Sekh, SO Jaynal Sekh, গ্রামঃপোঃ ডাবুক, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Badijamal Sekh, SO Jaynal Sekh আধার, ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার রেশন কার্ড, জমির কাগজ পত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক একাউন্টে Dulal Sekh, SO Jaynal Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৭.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Badijamal Sekh, SO Jaynal Sekh and Dulal Sekh, SO Jaynal Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Bhola Khan S/o Late Khaja Mia residing at Ishaque Sardar Road, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, Dist. North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Bhola Khan instead of Arman Khan, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated on 12/12/2025. Bhola Khan and Arman Khan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Sahida Mandal (old name) W/o of Abdul Momin Mandal residing at chhoto chupria,po, chupria, ps,hanskhali dist Nadia,pin 741502, West Bengal,have changed my name and shall Henceforth Be Known as Sahida Khatun Mandal (New name) as declared before ld.1st class judicial Magistrate vide affidavit no.7985 at ranaghat Dated 09/02/2026.Sahida Mandal and Sahida Khatun mandal both are same one identical person.

NAME CHANGE

I Asma Mondal (old name) W/o Jiyarul Mondal residing at chhoto chupria,po, chupria, ps,hanskhali dist Nadia,pin 741502, West Bengal,have changed my name and shall Henceforth Be Known as Asma Mondal Tarafder (New name) as declared before ld.1st class judicial Magistrate vide affidavit no.94862 at ranaghat Dated 08/09/2025.Asma Mondal and Asma Mondal Tarafder both are same one identical person.

NAME CHANGE

I,RAJA MONDAL MY MOTHER OLD NAME PROMILA MONDAL W/O DILIP MONDAL RESIDING AT VILL KAIKHALI P/O HARITALA P.S HANSKHALI DIST NADIA PIN 741502 HAVE CHAGED MY MOTHER NAME AND SHALL HENCE FORTH BE KNOW AS URMILA MONDAL AS DECLARE BEFORE THE JUDICIAL MAGGISTRATE 1ST CLASS AT ALIPORE COURT VIDE AFFIDAVIT NO 10773 DATED 21/3/26 MY MOTHER URMILA MONDAL AND PROMILA MONDAL BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

হরমুজ প্রণালী ঘিরে কূটনৈতিক টানাপোড়েন নতি স্বীকার করছে ইরান, নাকি বাড়ছে বিভ্রান্তি?

তেহরান, ২ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির ভূরাজনীতিতে নতুন করে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে ইরান ও আমেরিকার সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে। সাম্প্রতিক কিছু আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আঞ্চলিক শান্তি ফেরাতে ইরান নাকি যুক্তরাষ্ট্র-এর সঙ্গে আলোচনার পথে এগোচ্ছে। এমনকি দীর্ঘদিনের উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু হরমুজ প্রণালী-কে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করার ব্যাপারেও নাকি ইতিবাচক সংকেত দিয়েছে তেহরান।

এই দাবি সামনে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে কৌতূহল ও সংশয়-দুটোই বেড়েছে। কারণ, বাস্তব পরিস্থিতি যে এতটা সরল নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ইরানের সরকারি অবস্থান।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন। এমনকি তিনি মহম্মদ বিন সলমন-এর সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে সৌদি আরবের ভূমিকা বিবেচনায়, এই যোগাযোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ট্রাম্প নিজেও প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, ইরান নাকি যুদ্ধবিরতির জন্য আগ্রহী। তবে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট-কোনও আলোচনার আগে তেহরানকে হরমুজ প্রণালী ' করতে হবে। অর্থা, এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে যেন কোনও বাধা ছাড়াই আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল করতে পারে, সেই নিশ্চযতা দিতে হবে ইরানকে। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ। পারস্য উপসাগর থেকে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস এই পথ দিয়েই আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছায়। ফলে এখানে সামান্য উত্তেজনাও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সেই কারণেই এই প্রণালীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। ট্রাম্প আরও কঠোর সুরে জানিয়েছেন, ইরান তাঁর শর্ত না মানলে সামরিক পদক্ষেপ জারি থাকবে। তাঁর ভাষায়, ইরানকে প্রস্তরযুগে পাঠানোই লক্ষ্য-যাতে ভবিষ্যতে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা হারায। এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, কারণ এটি সরাসরি সামরিক আগ্রাসনের ইঙ্গিত বহন করে। তবে এই সমস্ত দাবিকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে ইরান। দেশের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। অর্থাৎ, যুদ্ধবিরতি বা হরমুজ প্রণালী নিয়ে সমঝোতার যে খবর ছড়িয়েছে, তা বাস্তবের সঙ্গে মেলে না বলেই দাবি তেহরানের। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষ-যেমন পাকিস্তানসহ কিছু মধ্যস্থতাকারী দেশের মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। তারা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবও পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুই দেশের প্রতিনিধিরা সরাসরি আলোচনায় বসেননি। এই বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একদিকে যেখানে আমেরিকার তরফে আলোচনার আগ্রহের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ইরান বলছে, কোনও সরাসরি সংলাপই শুরু হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে-এই কূটনৈতিক বার্তা আদানপ্রদানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য কী? কিছু বিশ্লেষকের মতে, এটি হতে পারে ' পলিটিক্স' বা চাপ সৃষ্টি করার কৌশল। আমেরিকা হয়তো আন্তর্জাতিক মহলের সামনে ইরানকে নমনীয় দেখাতে চাইছে, যাতে তাদের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়ে। অন্যদিকে, ইরান নিজেদের অবস্থান শক্ত রাখতে প্রকাশ্যে আলোচনার কথা অস্বীকার করছে। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্প নিজেও যুদ্ধ থামাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘমেয়াদি সংঘর্ষ যে আমেরিকার জন্যও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, তা অনুধাবন করেই হয়তো এই কূটনৈতিক উদ্যোগ।

এই প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। সত্যিই কি ইরান এই পথ উন্মুক্ত করতে রাজি হচ্ছে, নাকি এটি শুধুই কূটনৈতিক গুজব-তা এখনো স্পষ্ট নয়। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সংবেদনশীল। এখানে ছোট একটি সিদ্ধান্তও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তাই ইরান-আমেরিকা সম্পর্কের এই নতুন অধ্যায় কোন দিকে মোড় নেবে, তা নির্ভর করছে আগামী দিনের কূটনৈতিক পদক্ষেপের ওপর।সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখনো অনিশ্চিত। একদিকে কঠোর হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে সম্ভাব্য আলোচনার ইঙ্গিত-এই দুইয়ের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাস্তব অগ্রগতি হবে, নাকি উত্তেজনা আরও বাড়বে-সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আর বড়জোর তিন সপ্তাহ। তার মধ্যেই ইরানকে প্রস্তরযুগে পাঠানোই তাঁর লক্ষ্য, এমনটাই জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! এহেন হুঁশিয়ারির পালটা দিল তেহরান। জানিয়ে দিল মার্কিন ও ইজরায়েলি সেনাকে আগামিদিনে আরও ধ্বংসাত্মক জবাব দিতে চলেছে তারা। এর মধ্যেই যুদ্ধশেষের ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। জানিয়েছেন, খুব বেশিদিন আর ইরানে থাকতে চাইছেন না তাঁরা। হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, খুব শিগগিরি আমরা ওখান থেকে চলে আসব। আর দু-সপ্তাহ, দুই বা বড়জোর তিন। তাঁর এই মন্তব্য যে যুদ্ধে ইতি টানার পরিস্কার বার্তা, তাতে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। পাশাপাশি ট্রাম্প এও পরিস্কার করে দিয়েছেন, এর জন্য তেহরানের ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনও চুক্তি করারও প্রয়োজন নেই। মার্কিন প্রেসিডেঃট জানিয়েছেন, ইরানকে প্রস্তরযুগে পাঠানোই তাঁর লক্ষ্য। যাতে সহজে তারা ফের পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর শক্তি অর্জন করতে না পারে। যুদ্ধের আগুনে হরমুজ পেরিয়ে ভারতে পৌঁছল আরও দুই জাহাজ, সংকট মেটাতে কত গ্যাস এল? যুদ্ধের আগুনে হরমুজ পেরিয়ে ভারতে পৌঁছল আরও দুই জাহাজ, সংকট মেটাতে কত গ্যাস এল?এবার তাঁকে জবাব দিল ইরান। এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আমাদের সামরিক শক্তি ও সরঞ্জাম বিষয়ক আপনাদের গোয়েন্দা তথ্য অসম্পূর্ণ। আমাদের বিশাল কৌশলগত সক্ষমতা সম্পর্কে আপনারা কিস্যু জানেন না। ইরানের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সঙ্গঁদ মাজিদ মুসাভি আমেরিকাকে খোঁচা দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ' আপনার সেনাকে কবরে পাঠিয়েছেন, ইরানকে নয়, যে দেশটাকে আপনি প্রস্তরযুগে পাঠাতে চেয়েছিলেন। হলিউডি ছবি আপনার ভাবনাচিন্তাকে গুলিয়ে দিয়েছে। তাই আপনাদের ২৫০ বছরের ইতিহাস নিয়ে ৬ হাজার বছরের এক সভ্যতাকে হুমকি দিচ্ছেন!'ট্রাম্পের দাবি ছিল, তেহরানের তরফে নাকি যুদ্ধবিরতি চেয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অর্থা ইরান যুদ্ধবিরতি চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছে আমেরিকার।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন শতাধিক কর্মী সমর্থক

২ এপ্রিল ঃ কিছুদিন আগেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ছিলেন শতাধিক যুব কর্মী। এবার হাওড়ার বালিতে ভাঙন কংগ্রেসে। 'হাত' ছেড়ে 'ঘাসফুল' শিবিরে যোগ দিলেন প্রায় শতাধিক কর্মী। কার্যত এবার কংগ্রেস শিবিরে থাবা বসাল তৃণমূল। দলের জেলা সদরের চেয়ারম্যান অরূপ রায় এদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। দলের সদর যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগেই কংগ্রেস ছো বুধবার তৃণমূলে যোগ দেন শতাধিক ওই কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক। এদিন বালির বাদামতলায় দলের নির্বাচনী কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়। কংগ্রেস ছেড়ে আসা তৃণমূলে যোগদানকারী কর্মীদের স্পষ্ট দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। অরূপ রায়ের বক্তব্য, মানুষ বুঝতে পারছেন একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই মানুষের পাশে থেকে কাজ করে। তাই উন্নয়নের শরিক হতে দলে দলে মানুষ এগিয়ে আসছেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাও।া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি ও বালির দলীয় প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র, বালি কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল নেতা ভাস্কর গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বালির যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজি চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, এদিনই বাদামতলায় বালি কেন্দ্র তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন অরূপ রায়। সেখানেই কংগ্রেস থেকে আসা নেতা-কর্মীদের তৃণমূলে যোগদান করানো হয়।

ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ

হাফলং (অসম), ৩১ মার্চ (হি.স.)ঃ ব্যাপক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডিমা হাছাও জেলা বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। আজ মঙ্গলবার হাফলং জেলা বিজেপির নির্বাচনী কার্য্যালয়ে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে পাহাড়ি জেলার স্থানীয় সমস্যা সমাধান করার ব্যাপক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত এই ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে বিজেপি সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসলে এবং ডিমা হাসাও জেলায় বিজেপি প্রার্থী রূপালি লাংথাসা জয়ী হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে পর্যটন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হবে। বিজেপির সরকার গঠন হলে ডিমা হাসাও জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সফল রূপায়ণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে উত্তর কাছা। পাব্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা সাংবাদিকদের বলেন, আত্মনির্ভরশীল এবং বিকশিত ডিমা হাসাও গ।ার আমাদের মিশন শীর্ষক ইস্তাহার জেলার সামগ্রিক উন্নযনের জন্য এক বিস্তৃত এবং আগামী দিনের রোডম্যাপ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, নিব্বাচনী ইস্তাহারে মূল প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে রয়েছে অধিক স্বাযত্বশাসনের জন্য অনুচ্ছেদ ২৪৪(ক) রূপাযণের সক্রিয .পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় একটি লোকসভা আসন এবং দুটি অতিরিক্ত বিধানসভা আসন বৃদ্ধি করে ডিমা হাসাও জেলার জন্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। ডিএইচডি, ডিএইচডি (জে) এবং ডিএনএল-এর সঙ্গে সরকারে স্বাক্ষরিত এমওএস-এর নিষ্পত্তি এবং ফলপ্রসূ রূপায় নিশ্চিত করা। দেবোলাল গার্লোসা বলেন, এই নিব্বাচনী ইস্তাহারে পাহাড়ি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ডিমা হাসাও জেলায় সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয, অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয, আয়ুষ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়টি অধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অসম বিস নির্বাচন, হাইলাকান্দিতে তৎপর সাধারণ পর্যবেক্ষক

হাইলাকান্দি (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.)ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে হাইলাকাঃিদ জেলায় প্রশাসনিক স্তরে তপরতা জোর কদমে চলছে। জেলার ১২১ এবং ১২২ নম্বর বিধানসভার কেন্দ্র জুড়ে এবার মোট ভোটার ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৮৮ জন। ভোট কেন্দ্র ৬২৩টি। এর মধ্যে স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্র ১৫৭টি। জেলায় এবার ৫০টি ভোট কেন্দ্র মহিলা কর্মীরা পরিচালনা করবেন। তাই প্রশাসনিক স্তরে প্রশিক্ষণ পর্ব এখন অন্তিম পর্যায়ে। সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন হাইলাকান্দিতে অবস্থানরত তিন পর্যবেক্ষক। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত সাধারণ পর্যবেক্ষক জি বীরাপান্ডিয়ান জেলার সর্বত্র চষে বে।াচ্ছেন। তিনি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন সব ধরনের কার্যসূচির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার সাধারণ পর্যবেক্ষক জেলার ১২১ নম্বর বিধানসভা কেঃেদ্রর অন্তর্গত নীলমণি পাঠশালার দুটি ভোট কেঃদ্র পর্যবেক্ষণ করেন। অন্যদিকে, ১২২ নম্বর বিধানসভা কেঃেদ্রর অন্তর্গত বাহাদুরপুর এমই মাদ্রাসার দুটি পোলিং স্টেশন পর্যবেক্ষণ করে ওই এলাকা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। এছাড়া এদিন সেক্টর অফিসারদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। আধা সামরিক বাহিনীর প্রধানদের সাথেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন তিনি। এদিকে, হাইলাকান্দি শহরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুলের স্ট্রং রুম পর্যবেক্ষণ করে চলমান কমিশন কার্যসূচিরও খোঁজখবর

NAME CHANGE

I, Sukanya Samanta @ Sukanya Aditya Samanta D/O- Dilip Aditya, resident of Dhaldighi, G.T. Road, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SUKANYA ADITYA in all purpose vide affidavit No- 52 , Dated- 02/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Sukanya Samanta, Sukanya Aditya Samanta and Sukanya Aditya all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Sohrab Ali S/O- Sekh jaoser Ali, resident of Vill- Belshar, P.O.- Machkhanda, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH SOHRAB ALI' in all purpose vide affidavit No- 49 , Dated- 02/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Sohrab Ali and Sekh Sohrab Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Nawaz Ali S/O- SK Mustak Ali, resident of Vill- Chhay Mile Bus Stand, P.O.- Karjanachati, P.S.- Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK NAWAZ ALI in all purpose vide affidavit No- 50 , Dated- 02/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Sekh Nawaz Ali and SK Nawaz Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Mustak Ali S/O- SK Mansur Ali, resident of Vill- Chhay Mile Bus Stand, P.O.- Karjanachati, P.S.- Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK MUSTAK ALI in all purpose vide affidavit No- 51 , Dated- 02/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Sekh Mustak Ali and SK Mustak Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sangramika Sarkar, Sangramika Mondal (Old Name) D/o Birendra Nath Sarkar W/o Dilip Kumar Mondal Residing at 58/A Kalibari Road, Nazrul Sarani, Barrackpore, P.o - Nona Chandan Pukur, P.s - Titagarh, District - North 24 Parganas, Pin - 700122, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sangramika Sarkar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Sangramika Sarkar, Sangramika Mondal (Old Name) and Sangramika Sarkar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shalin Gathani (Old Name) S/o Manoj Kumar D Gathani Residing at 47B Balaram Bose 1st Lane, Bhowanipur, District - Kolkata, Pin - 700020, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shalin M Gathani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 26/2026 Dated 02-04-2026. Shalin Gathani (Old Name) and Shalin M Gathani (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jayanti Debnath (Old Name) W/o Amit Roy Residing at 68/1, Purba Phool Bagan Road, Vtc+P.o - Baghajatin, District - Kolkata, Pin - 700086, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jayanti Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25/2026 Dated 02-04-2026. Jayanti Debnath (Old Name) and Jayanti Roy (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Asrof Ali S/O- Sekh Sohrab Ali, resident of Vill- Belshar, P.O.- Machkhanda, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH ASRAF ALI' in all purpose vide affidavit No- 48 , Dated- 02/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Asrof Ali and Sekh Asraf Ali both are same and one identical person.

মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস জেলা সভাপতিকে 'আটক' করে রাখলেন কংগ্রেস কর্মীরা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও কংগ্রেস দল নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে না পারায়

বুধবার বিকালে সাগরদিঘি ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, ব্লক কংগ্রেস কমিটি এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বে না জানিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত 'গোপনে' সাগরদিঘি ব্লক কংগ্রেস অফিসে এসেছিলেন মনোজ চক্রবর্তী। জেলা কংগ্রেস সভাপতির দলীয় অফিসে আসার খবর পেয়ে প্রচুর কংগ্রেস সমর্থক সেখানে জড়ো হয়ে যান এবং তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় মানোজবাবুকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভরত কর্মীরা দাবি করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে ততক্ষণ তাঁরা মনোজ চক্রবর্তীকে দলীয় অফিস থেকে বার হতে দেবেন না। প্রসঙ্গত, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে সাগরদিঘি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন সুব্রত সাহা। তাঁর মৃত্যুতে এই আসনটি খালি হলে উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন বাইরন বিশ্বাস। যদিও কংগ্রেসের টিকিটে জয়ের কিছুদিনের মধ্যেই দলবদল করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন বাইরন। ২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে বাইরন বিশ্বাসকে ফের একবার তৃণমূল কংগ্রেস সাগরদিঘি কেন্দ্রে তাদের দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। অন্যান্য বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল সাগরদিঘি কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিলেও ভোটের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। কেন্দ্রগুলো হল সাগরদিঘি, বেলডাঙা এবং ফরাক্কা। কংগ্রেস সূত্র খবর, প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মনোজবাবু বহরমপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। মনোজ চক্রবর্তী বহরমপুর থেকে সাগরদিঘি কেন্দ্রে এসে প্রার্থী হতে পারেন এমন সম্ভাবনা তৈরি হতেই কংগ্রেস কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন বলে সূত্রের খবর। বেশিরভাগ কংগ্রেস কর্মীর দাবী সাগরদিঘির কোনও ভূমিপুত্রকে ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রতীকে প্রার্থী করতে হবে। তাঁরা কোনও পরিস্থিতিতেই 'বহিরাগত' মনোজ চক্রবর্তীকে সাগরদিঘির প্রার্থী হিসেবে মেনে নেবেন না। যদিও গোটা ঘটনাটিকে 'লঘু' করে দেখিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, এই ঘটনাকে আমি বিক্ষোভ বলতে রাজি নই। কিছু কংগ্রেস কর্মী তাঁদের দাবি আমাকে জানিয়েছেন। কিন্তু এভাবে কংগ্রেস প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা সম্ভব নয়। কংগ্রেস প্রার্থীদের নাম এআইসিসির তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়।

কুশমন্ডির মুখোশ গ্রাম আজ ঘোর আর্থিক সঙ্কটে নিমজ্জিত, হারিয়ে যাচ্ছে মুখোশ শিল্পীদের হাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২ এপ্রিল ঃ পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকের অন্তর্গত চড়িদা গ্রামটি 'মুখোশ গ্রাম' নামে পরিচিত। এখানে শতাধিক পরিবার বংশপরম্পরায় ছৌ নাচের ঐতিহ্যবাহী মুখোশ তৈরির কাজ করে আসছে। চড়িদা গ্রামটি মূলত ছৌ-নাচের মুখোশের আঁতুড়ঘর হিসেবে বিখ্যাত। ২০১৮ সালে পুরুলিয়ার মুখোশ জিআই (GI) স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে পুরুলিয়ার মুখোশ গ্রাম ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বুকেও রয়েছে আরও একটি মুখোশ গ্রাম। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের মহিষবাথান। এখানকার মুখোশও পেয়েছে জিআই তকমা। মূলত স্থানীয় রাজবংশী ও সূত্রধর সম্প্রদায়ের শিল্পীরা গামার, নিম বা আম কাঠ দিয়ে তৈরি করেন। এই মুখোশগুলি 'ছৌ' নাচে ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকারের জিআই তকমা পেয়েছে মহিষবাথানের মুখোশও। তবে জিআই তকমাতেও ফেরেনি মুখোশ শিল্পীদের ভাগ্য। অনুন্নয়নের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে শিল্পীদের জীবন। বহু শিল্পী মুখোশ বানানো ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডিকে বলা হয় লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের বিচরণ ক্ষেত্র। বর্ষার মরশুম ছাড়া বছরের বাকি সময় কুশমন্ডি ব্লকের গ্রাম আলো করে রাখে গমীরা নাচ। তবে শিল্পের নেপথ্যে থাকা কারিগরদের জীবন আজ ঘোর আর্থিক সঙ্কটে নিমজ্জিত। ইউনেস্কো এবং রাজ্য সরকারের হাত ধরে এই শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেও, প্রান্তিক শিল্পীদের ঘরে আজও অভাবের অন্ধকার। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে কুশমন্ডির মুখোশ শিল্পীদের হাসি। মুখোশ তৈরির মূল উপকরণ গামারি কাঠ। বর্তমানে এই কাঠের দাম আকাশছোঁয়া। যার ফলে উপাদান খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। পুঁজির অভাবে শিল্পীরা পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। বাংলার এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও কাঠের কাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে শিল্পীদের জন্য সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা, সহজ শর্তে ঋণ এবং কাঁচামালের সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ, অর্থাভাবে কুশমন্ডির ঐতিহ্যবাহী মুখোশ শিল্প ইতিহাসের পাতায় রয়ে যাবে।

ক্ষত থেকে শিখরে-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের পথে, শিয়ালদহ স্টেশনে অ্যাসিড আক্রান্তদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করছে

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপে, শিয়ালদহ ডিভিশন 'ছাভ ফাউন্ডেশন' -এর অ্যাসিড আক্রান্তদের জন্য একটি বিশেষ 'এক স্টেশন এক পণ্য' ('OSOP') স্টল বরাদ্দ করে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগটি একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে, যা এই অদম্য মানুষদের মর্যাদা ও আর্থিক স্বাবলম্বিতার পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা জোগাচ্ছে। ছাভ ফাউন্ডেশন একটি অনলাইন স্টোরও পরিচালনা করে, যার নাম 'শিয়ারোজ' -এটি এমন এক ক্ষমতায়নমূলক ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি পণ্যই 'সাহসের ছোঁয়ায় নির্মিত এবং পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগৃহীত'। ২০১৩ সাল থেকে এই ফাউন্ডেশন অ্যাসিড আক্রান্তদের সামগ্রিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে কারুশিল্পী হিসেবে তাঁদের অসাধারণ দক্ষতা প্রতিটি হস্তনির্মিত সামগ্রীকে অদম্য মানসিকতার এক প্রতীকে পরিণত করে। এই স্টলটি প্রদানের মাধ্যমে, শিয়ালদহ ডিভিশন তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের একটি সুনির্দিষ্ট মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে এবং তাঁদের হস্তশিল্পের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করছে। 'OSOP' প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের একটি বিশেষ উদ্যোগ, যা স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় রেল স্টেশনগুলিতে বিশেষ স্টল বরাদ্দ করা হয়, যার ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক কারুশিল্পীরা যাত্রীদের বিশাল জনসমাবেশের কাছে তাঁদের স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার সুযোগ পান। নারীদের ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের অস্পৃশ্য চেতনাকে সম্মান জানানোর লক্ষ্যে, সম্প্রতি পালিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদ্যাপনের সময় পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক মিলিন্দ দেউস্কর এই উদ্যোগটির পরিকল্পনা করেছিলেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO)-এর শিয়ালদহ শাখার সভানেত্রী নিধি সাক্সেনা এবং সংস্থার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

তৃণমূলের ও বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিলেন

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ২ এপ্রিল ঃ দিন কয়েক পরেই বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে ভোট প্রচার। ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমা শাসক দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হাজির হন রামপুরহাট বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কিছুক্ষণ বাদে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হাজির হন হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। নলহাটি বিধানসভার রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, এছাড়াও মুরারই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মোশারফ হোসেন তিনিও তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিতে রামপুরহাট মহকুমা শাসক দফতরে উপস্থিত হন। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে একদম ফিল্মি কায়দায় প্রার্থীরা রামপুরহাট মহকুমা শাসক দফতরে প্রবেশ করেন। বোলপুরে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্র নাথ সিনহা, নানুরে বিধানচন্দ্র মাঝি ও লাভপুরে অভিজিত সিনহা। পাশাপাশি, বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, নানুরে খোকন দাস ও লাভপুরে দেবাশীষ ওঝা মনোনয়ন পত্র জমা দেন বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে। সকাল থেকে জেলার তিন মহকুমা দফতরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। গোটা রামপুরহাট মহকুমা শাসক দফতরেও ছিল একই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। তৃণমূলের পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরাও নিজেদের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে হাজির হন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, রামপুরহাটের বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহা, হাঁসানের নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলহাটির অনিল সিং এবং মুরারইয়ের রিঙ্কি ঘোষের মনোনয়ন দাখিলের উপলক্ষ্যে অংশ নেন। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০০১ সালে জিতেছি। পরপর পাঁচ বার জিতেছি। এবার লড়াই সহজ। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। কারণ বিষয়টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনগণের আত্মবিশ্বাসের। কাজল শেখ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ছত্র ছায়ায় আছি। উনি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জেলা সভাধিপতি করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত। এখন হাঁসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেছেন। জয়ের ব্যাপারে ১২০ আমি নিশ্চিত। কারণ হাঁসন বিধান সভা রামপুরহাট ২ ব্লক এবং নলহাটি -২ ব্লক নিয়ে গঠিত। রামপুরহাট -২ ব্লকে সুকুমার মুখোপাধ্যায় আছেন। নলহাটি -২ ব্লকে ৬টি অঞ্চল আছে। সেখানে ফাইভ ম্যান কমিটি আছেন। তারা জীবন লড়িয়ে কাজ করছেন। সেখানে উন্নয়ন প্রচুর হয়েছে। দুটো সেতু লাগবে। যেটা নলহাটির সঙ্গে মাড়গ্রামের সঙ্গে এবং মাড়গ্রামের সঙ্গে তারাপীঠের সুগম্য যোগাযোগের প্রয়োজন। মুরারইয়ের মোশারফ হোসেন বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে পুনরায় মনোনয়ন করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে জোড়া ফুল চিহ্নে লড়াই করার সুযোগ করে দিয়েছে, আর তাঁদের নির্দেশেই আজকে আমি নিজের মনোনয়নপত্র দাখিল করব। একইভাবে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনো যায় বিদায়ী মন্ত্রী সহ সমস্ত প্রার্থীদের গলায়।

চিংড়িহাটায় মেট্রোর কাজ শুরুর অনুমতি, ভোটের পরে ১৫ ও ২২ মে-তে হবে অরেঞ্জ লাইনের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ চিংড়িহাটায় মেট্রোর কাজ শুরুর অনুমতি মিলল। অনুমতি দিল পুলিশ। RVNL সূত্রে খবর, আগামী ১৫ ও ২২ মে তাদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের কাজ আটকে। বুধবারও রেলমন্ত্রক সংসদে এই বিষয়ে জানিয়েছিল তাদের কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি। চিংড়িহাটায় নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের (অরেঞ্জ লাইন) কাজ পুলিশি অনুমতি ও ট্রাফিক ব্লক না মেলায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে আটকে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কাজ দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দিলেও এখনও কংক্রিটের স্ল্যাব বসানোর জন্য ট্র্যাফিক ছা।পত্র দেওয়া হচ্ছিল না, ফলে নির্মাণকাজ ঝুলে রয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয় কংক্রিটের স্ল্যাব বসানোর, তবে চলতি বছরের শেষেই সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পৌঁছে দিতে পারে। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, চিংড়িহাটা জট কাটলেও চিংড়িহাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যেতে আরও ৭-৮ মাস সময় লাগতে পারে। নিউগড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত সেক্টর ফাইভের সংযোগেই অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে। বিষয়টি গড়িয়েছে আইন আদালত পর্যন্ত। রাজ্যের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে রাজ্য সরকারের দাবি, নির্বাচনের আগে এই কাজ এগোলে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘিত হতে পারে। সেইসঙ্গে যানজটের সমস্যাও বাড়তে পারে। যদিও সেই যুক্তি খারিজ হয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে বিধানসভা ভোটের পরে কাজ করার অনুমতি মিলল।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির ছয় বিধানসভার প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছয় বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন। বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনে বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায়, কুমারগঞ্জের শুভেন্দু সরকার, তপনের বুধরাই টুডু এবং গঙ্গারামপুরের সত্যেন্দ্রনাথ রায়

নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। অন্যদিকে, বুনিয়াদপুরে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে হরিরামপুর বিধানসভার প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার এবং কুশমন্ডি বিধানসভার প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায় মনোনয়নপত্র জমা দেন। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মিছিলটি বুনিয়াদপুর থেকে শুরু হয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা দপ্তরে এসে শেষ হয়। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা শক্তিশালী প্রার্থী দিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য হল মানুষের সেবা করা এবং রাজ্যে উন্নয়ন আনতে বিজেপি সরকার গঠন করা। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গে প্রতিদিন চলছে বৃষ্টির তাণ্ডব, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২ এপ্রিল ঃ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা আর শেষ হচ্ছে না ঝড়-বৃষ্টি কমার নাম নিচ্ছে না উত্তরের অধিকাংশ জেলায়। আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রতিদিন চলছে বৃষ্টির তাণ্ডব। কালচিনি, আলিপুরদুয়ার এক ব্লকে ঝড়-বৃষ্টির কারণে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বুধবার রাতে প্রবল ঝড়, বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন স্থান। কালচিনি ব্লক এলাকার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে সুপারি বাগান। ঝড়ের কারণে সুপারি বাগানে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। জয়গাঁ, দলসিংপাড়া এলাকায় প্রায় প্রতিটি সুপারি বাগান মালিকের অন্ততপক্ষের ৫০ টি সুপারি গাছ নষ্ট হয়েছে। অনেকের বাড়ির টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন জয়গাঁ, দলসিংপাড়া এলাকা। ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন এই স্থানগুলি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে বলে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এখনই বৃষ্টি বিদায় নিচ্ছে না। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২ দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না। তবে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রা শনিবার পর্যন্ত দু থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। কিছুটা গরম ও অস্বস্তি বাড়তে পারে দু-এক জেলায়। রবিবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে তার পরবর্তী ৩ দিনে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর। জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলায়। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। কাল থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন সুনীল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার সকালে কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে জঙ্গিপুরের পথে রওনা দেন মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুনীল চৌধুরী। ফরাক্কার এনটিপিসি মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে বিশাল মিছিল করে তিনি জঙ্গিপুরের এসডিও অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। যাত্রা শুরুর আগেই সুনীল চৌধুরী বলেন, সমগ্র ফরাক্কাবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে আমি নমিনেশন জমা দিলাম। ফরাক্কায় তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে পদ্মফুল ফোটাতে হবে, এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজ আমাদের সঙ্গে পাঁচ হাজারেরও বেশি বিজেপি কর্মী সমর্থক রয়েছেন। তাঁর কথায়,ফরাক্কাবাসী তৃণমূলের অপশাসনে অতিষ্ঠ, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার থেকে মুক্তি চাইছেন সকলে। তাই রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের ডাক উঠেছে, আর এই পরিবর্তন আসন্ন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে সুশাসন ফেরাতে একমাত্র ভরসা বিজেপি। ফরাক্কায় বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ফরাক্কাবাসী ভালো থাকবেন। ফরাক্কাবাসীকে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমি নমিনেশন জমা দিয়েছি। সুনীল চৌধুরী ছাড়াও আজ মুর্শিদাবাদ জেলায় একাধিক বিজেপি প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তপ্ত পুরীগেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ২ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রচারে বেরিয়ে অস্বস্তিতে পড়লেন খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার তাঁর নির্ধারিত চা চক্রের আগেই খড়গপুরের পুরীগেট এলাকায় বেধে যায় তুমুল অশান্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। চোখে পড়ে, দিলীপ ঘোষ এলাকায় পৌঁছানোর পরই কয়েকজন বাসিন্দা ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, রেলের নোটিশ ঘিরে যখন গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তখন বিজেপির কোনও নেতা-কর্মীকে দেখা যায়নি। এমনকি দিলীপ ঘোষও সেই সময়ে এলাকায় আসেননি বলে দাবি স্থানীয়দের। অথচ ভোটের মুখে প্রচারে আসায় তা ভালো চোখে দেখেননি অনেকেই। বিক্ষোভের জেরে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তায় অবরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। শুধু প্রার্থী নন, উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন একদিকে 'জয় বাংলা' স্লোগান, অন্যদিকে পাল্টা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শোনা যায়। রাজনৈতিক আবহে দুই শিবিরের সমর্থকদের স্লোগান যুদ্ধে মুহূর্তে চড়ে যায় উত্তেজনার পারদ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে বিধায়ক পদে আসীন হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ।

মেয়ের মৃত্যু শোক বুকে নিয়ে ভোটের ময়দানে 'তামান্নার মা', ইনসাফের লড়াইয়ে সাবিনা ইয়াসমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২ এপ্রিল ঃ নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় এবার নির্বাচনের অন্যতম আলোচ্য মুখ 'তামান্নার মা' নামে পরিচিত সাবিনা ইয়াসমিন। ব্যক্তিগত শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবার ভোটের ময়দানে নেমেছেন তিনি, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী হিসেবে। কালীগঞ্জের হাটখোলা অঞ্চলের কাদিহাটি গ্রামে এখন প্রায়ই শোনা যাচ্ছে প্রচারের ডাক- একটু বাইরে আসো গো। তামান্নার মা এয়েচে সবাই ওরে ভোট দিও গো, মেয়েটারে বিচার দেওয়াতেই হবে। স্থানীয়দের কাছে তিনি আর শুধুই প্রার্থী নন, বরং এক সংগ্রামী মায়ের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ২০২৫ সালের ২৩ জুন উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন তৃণমূল সমর্থকদের বিজয় মিছিল চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর মেয়ে তামান্নার। সেই ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে শোক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঘটনার নিন্দা করেন এবং দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। মেয়েকে হারানোর পর প্রথমদিকে ভেঙে পড়লেও সময়ের সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছেন সাবিনা। এখন তাঁর লড়াই আইনের পথে বিচার আদায়ের। ক্ষোভের আগুন নিয়ে তিনি বলছিলেন, প্রথমে মনে হয়েছিল, ওই ক্রিমিনালগুলারে শেষ করে দিই। পরে তামান্নার আব্বু বোঝায়। তাহলে তো ওদের সঙ্গে আমার কোনও পার্থক্য থাকে না। তখনই ঠিক করি, আইনের পথে ওদের শাস্তি দেব। যে লড়াই শুরু করেছি, তার শেষ দেখেই ছাড়ব দাদা। এই লড়াইয়ের শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছেন? তিনি তো গ্রামবাংলার এক সাধারণ পরিবারের হেঁসেল সামলানো মা। বলছিলেন, আল্লা আর তামান্না সবসময় আমার সঙ্গে আছেন। আর আছেন সেলিম সাহেব, আমার ছোট বোন মীনাক্ষী (মুখোপাধ্যায়) আর বিমানবাবু। দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী ঘোষণার সময় তাঁকে 'শহীদ কন্যার মাতা' বলে উল্লেখ করা হয়। সেই পরিচয় নিয়েই এখন গ্রামেগঞ্জে প্রচারে ব্যস্ত তিনি। চৈত্রের তীব্র গরম উপেক্ষা করে সকাল-সন্ধ্যা প্রচার চালাচ্ছেন। কখনও কর্মীদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছেন মানুষের কাছে। সাবিনা বলেন, এই প্রচার যেন আমাকে বাঁচার পথ দেখাল। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যখন অন্য বাচ্চাদের দেখছি, একটু আদর করছি। মনে হচ্ছে এই তো আমার তামান্না। একটু থেমেই আবার বললেন, গ্রামে যখন দেখি ওই ক্রিমিনালগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুকের ভিতর আগুন জ্বলে। পুলিশকে খবর দিই। ওরা আসার আগেই কীভাবে যেন পালিয়ে যায়। আর কোনও তামান্নাকে যেন তার মায়ের কোল খালি করে চলে যেতে না হয়, এটাই আমার লক্ষ্য। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তরা এখনও এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। পুলিশকে জানালেও তারা ধরা পড়ছে না বলে দাবি তাঁর। তাই শুধু নিজের মেয়ের জন্য নয়, ভবিষ্যতে আর কোনও মায়ের কোল খালি না হোক-এই লক্ষ্য নিয়েই তাঁর লড়াই। ব্যক্তিগত শোক থেকে উঠে এসে রাজনৈতিক ময়দানে এক দৃঢ়চেতা লড়াকু চরিত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সাবিনা ইয়াসমিন। এখন দেখার, এই আবেগ ও সংগ্রামের বার্তা ভোটবাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়। 'তামান্নার মা'-এর লড়াই রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২ এপ্রিল ঃ এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে নন্দীগ্রামে। সেই মৃত্যুর কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শক্তি দাস। তৃণমূলের দাবি, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের মনোনয়নে যাওয়ার পথে শক্তিকে বৃহস্পতিবার সকালে নন্দীগ্রাম -১ ব্লকের শ্রীপুর রাইস মিলের কাছে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়। তাঁকে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে লিখিত কোনও অভিযোগ এখনও হয়নি।

জি-জাম্পাব-এর সরবরাহ এবং স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/এলএমজি/৩৬ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ৩১-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচইএমওডি ৪৭আর৩, কাজের নামঃ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) ওয়্যারিংয়ের বৈদ্যুতিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য ১৬০ বর্গমিমি জি-জাম্পার সরবরাহ ও স্থাপন; যার মাধ্যমে উচ্চ-গতির ট্রেন চলাচলের উপযোগী বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এবং লামডিং ডিভিশনের ভিতরে একক-লাইন সেকশনসমূহে বিদ্যুৎ প্রবাহের সক্ষমতা উন্নত করা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,৮১,২৪,৪২৭.২৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৬২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি /লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

সিনিয়র সিডিও, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে একটি ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেন্ডার নোটিশ নম্বর: সি-এসআরসি-ট্রাক-আরএফ-২৬; কাজের নাম: "ভ্রমণকৃত কিলোমিটারের ভিত্তিতে, সমস্ত শুল্ক ও কর সহ ০২ (দুই) বছর মেয়াদে কোচিং ডিপো সাঁতরাগাছির মালপত্র পরিবহনের জন্য 'গুডস ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস – ওপেন বডি ট্রাক (১৬ ফুট বা তার বেশি)' ভাড়া।" টেন্ডার মূল্য: ₹ ২৮,৭৯,৫২০.০০; ইএমডি: ₹ ৫৭,৬০০.০০; টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ২৫.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১:০০ টায়; টেন্ডার নথির মূল্য: ₹ ৩,০০০.০০; যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিম্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি পড়ুন। (PR- 11)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/৬৪, তারিখ ঃ ৩০-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং-১; টেন্ডার নম্বর ঃ এপি-এসটি-৬৪-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ বিজি-III সেকশনে ৪ কোয়াড তারের পরিবর্তে ৬ কোয়াড তারের প্রতিস্থাপন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৪১,১৭,০৯১.৩৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,৮২,৪০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৮-০৪-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ২৮-০৪-২০২৬ তারিখ, বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি),
আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল প্রিয়া ধবল পিতা-জয়দেব ধবল, জামবনী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। গত ১৮।০২।২০২৬ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 751/26 নং কোবালা দলিল মূলে, ১) সুধাংশু ঘোষাল ২) হিমাংশু ঘোষাল ৩) চন্দনা ব্রহ্মচারী ৪) আন্না ব্যানার্জী ৫) অরুনা ব্যানার্জী ৬) নমিতা চ্যাটার্জী ৭) মিঠু ঘোষাল ৪) পায়েল ঘোষাল, উক্ত ১ নাগাদ ৪ নং দাত্রীগন পক্ষে A.D.S.R Bankura 423/23 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার তুহিন ঘোষাল পিতা হিমাংশু ঘোষাল, এবং ৭) ছায়া গোস্বামী, ৭ নং দাত্রী পক্ষে A.D.S.R Bankura 3427/22 নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং নিলয় ঘোষাল, পিতা- গুরুপদ ঘোষাল আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, পাতাকলা মৌজায় (জে.এল-১৯৩) ২৪,৪৬৪ নং খতিয়ানভুক্ত ১২৮ দাগে মোট ১৩ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত খতিয়ানভুক্ত সমস্ত জমিনে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ধন্যবাদান্তে
SUKUMARMALLICK
Advocate

অবশিষ্ট কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজ/২৫ অফ ২০২৬ তারিখঃ ৩০-০৩-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিমাপুরে প্রস্তাবিত রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ২,০৫,৬৫,৮৩৬.৯৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,১১,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ২৪-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ ২৩-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল সেখ রাজা, পিতা- সেখ রেহান, সাকিম + পোঃ- সাত্তোর, থানা- পাড়ুই, জেলা- বীরভূম। মৌজা সাতুরিয়া জে এল ৪১। খতিয়ান নং ২৯১ আর এস ও এল আর দাগ নং ১৬৭৯ পরিমান ৬৯ শতক। উক্ত তফশীল ভুক্ত ২৯১ নম্বর খতিয়ানটি ঁকৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষাল, পিতা- ঁযদুনাথ ঘোষাল উহার রেকর্ড ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। উহার ওয়ারিশগন ১. ঁঅমিয় কুমার ঘোষাল, ২. ঁপ্রদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, ৩. ঁবিমান কুমার ঘোষাল, ৪. ঁবিদ্যুৎ কুমার ঘোষাল হইতেছে। ১ নম্বর ওয়ারিশের বিক্রেতা ওয়ারিশগণ- ১) দীপালি ভট্টাচার্য, স্বামী- জয়ন্ত ভট্টাচার্য, পক্ষে বিগত ইংরেজি ০৫।০৫।২০১০ তারিখে সিউড়ি এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ৪৫ নং একখন্ড আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোক্তার ও নিজ পক্ষে স্বয়ং ২) শান্তনু ঘোষাল, পিতা- ঁঅমিয় কুমার ঘোষাল, উভয়ের সাকিম- সিউড়ি সোনাতোড়পাড়া, পোঃ+ থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম। ৩) সুজাতা ঘোষাল, স্বামী- ঁতপন কুমার ঘোষাল, ৪) অর্চিস্মান ঘোষাল, পিতা- ঁতপন কুমার ঘোষাল, ৩ আর ৪ এর সাকিম-৩৮ দীনবন্ধু মিত্র পথ, দুর্গাপুর-১৬, সিটি সেন্টার, পোঃ + থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। ১ নম্বর ওয়ারিশের পক্ষ হইতে প্রান্ত ১ /৪ অংশ ১৭.২৫ শতক ভূমি আমার মক্কেলকে বিক্রয় করেন। ২ নম্বর ওয়ারিশের বিক্রেতা ওয়ারিশগণ- ৫) সাধনা ঘোষাল, স্বামী- ঁপ্রদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, ৬) উজ্জ্বল কুমার ঘোষাল, পিতা- ঁপ্রদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, উভয়ের সাকিম- রবীন্দ্রসরনী প্রথম লেন, বোলপুর, পোঃ + থানা-বোলপুর, জেলা- বীরভূম। ৭) সুতপা মুখোপাধ্যায়, পিতা- ঁপ্রদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, সাকিম- এস-৩৫, শ্রমিক মঙ্গল দুর্গাপুর, পোঃ+ থানা-দুর্গাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান। ৫ ও ৬ নং বিক্রেতাদ্বয়ের পক্ষে বিগত ইংরেজি ০৬।১২।২০০৪ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪নং বহির ১৫৫ নং একখন্ড আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোক্তার এবং ৭ নং বিক্রেতার পক্ষে বিগত ইংরেজি ২৭।০২।২০০৬ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ৩৩ নং একখন্ড আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা অর্থাৎ দুই খন্ড আমোক্তারনামা দলিলদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোক্তার ও নিজ পক্ষে স্বয়ং ৮) গৌতম কুমার ঘোষাল, পিতা- ঁপ্রদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, সাকিম- রবীন্দ্রসরনী প্রথম লেন, বোলপুর, পোঃ + থানা-বোলপুর, জেলা- বীরভূম। ২ নম্বর ওয়ারিশের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত ১ / ৪ অংশ ১৭.২৫ শতক ভূমি আমার মক্কেলকে বিক্রয় করেন। ৩ নম্বর ওয়ারিশের বিক্রেতা ওয়ারিশগণ- ৯) নন্দিতা ঘোষাল, স্বামী- ঁবিমান কুমার ঘোষাল, ১০) পিয়ালী বটব্যাল, পিতা- ঁবিমান কুমার ঘোষাল, উভয়ের সাকিম- ৩৮ দীনবন্ধু মিত্র পথ, দুর্গাপুর-১৬, সিটি সেন্টার, পোঃ + থানা- দুর্গাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান। ৯ ও ১০ নং বিক্রেভাদ্বয়ের পক্ষে বিগত ইংরেজি ২৮।১০।২০১০ তারিখে দুর্গাপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ৩০০ নং একখন্ড আমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোকার ও নিজ পক্ষ স্বয়ং ১১) দেবাশীষ ঘোষাল, পিতা- ঁবিমান কুমার ঘোষাল, এ৬৫ / ২, এসএফএস ডিডিএ ফ্ল্যাটেস সেক্টর (সাউথ দিল্লি) পোঃ + থানা- মালবিয়া নগর, জেলা- সাউথ দিল্লি। ৩ নম্বর ওয়ারিশের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত ১ /৪ অংশ ১৭.২৫ শতক ভূমি আমার মক্কেলকে বিক্রয় করেন। ৪ নম্বর ওয়ারিশের বিক্রেতা ওয়ারিশগণ-১২) কল্যাণী ঘোষাল, স্বামী- ঁবিদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, ১৩) অমিতাভ ঘোষাল, পিতা- ঁবিদ্যুৎ কুমার ঘোষাল, সাকিম- সীমান্তপল্লী শান্তিনিকেতনে, পোঃ + থানা- শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম। ৪ নম্বর ওয়ারিশের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত ১ /৪ অংশ ১৭.২৫ শত্তক ভূমি আমার মক্কেলকে বিক্রয় করেন। ১ থেকে ১৩ নম্বর বিক্রেতাগণ উক্ত চারখন্ড আমোক্তারনামা দলিলমূলে এবং নিজ নিজ প্রান্ত অংশ ভূমি মোট ৬৯ শতক ভূমি আমার মক্কেলকে ২৭।০২।২০২৬ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস.আর উক্ত রেজিস্ট্রিকৃত তফসিল ভুক্ত ভূমি ২২৮৫ / ২৬ দলিল মূলে বিক্রয় করেন। এবচন আমার মক্কেল তাহার নামে বোলপুর বিএল এন্ড এল আর ও অফিসে নাম পরিবর্তনের জন্য দরখাস্ত দায়ের করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী বা বোলপুর বিএল এন্ড এল আর ও অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিত করে উপযুক্ত কারন জানাইবেন। অন্যথায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নমস্কারান্তে
Sumana Debnath, Advocate, Bolpur Court

Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works.
Name of Works: Temporary Electrical Installation work for Appellate Tribunal at SPM Niwas, Pailan more South 24 Parganas. (For 90 days) (Tender Ref: NIQ No. 03/Q of S24PED of 2026-27)
Date of Permission: : 06.04.2026 Upto 01.00 P.M
Bid Submission closing: 06.04.2026 Upto 01.30 P.M
Bid opening Date: 06.04.2026 after 02.00 P.M.

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-এচপিকিউ-এমএক্স-৭০-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান সরুপেটা -এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউলে প্রকাশিত হয়েছে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সাভিও মেদেইরার হাতে যুব দলের কোচের দায়িত্ব দিল বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু, ২ এপ্রিলঃ আগের সিজনে আইএসএল ফাইনালে উঠলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বেঙ্গালুরু এফসি। সেই ধাক্কা ভুলে এবার চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার চ্যালেঞ্জ কর্নাটকের এই ক্লাবের। সেইমতো এবার দারুনভাবে শুরু করেছিল বেঙ্গালুরু ব্রিগেড। সুপার কাপের পর তৎকালীন কোচ জেরার্ড জারাগোজা দলের দায়িত্ব থেকে সরে আসলে ভারতীয় কোচ রেনেডি সিংয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সিনিয়র দলের দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে খুব একটা খারাপ পারফরম্যান্স ছিল না দলের। প্রথম ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে সহজেই এসেছিল জয়। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইলেও আটকে যেতে হয়েছিল পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে। তবে তৃতীয় ম্যাচে দল পাঞ্জাব এফসির কাছে ধাক্কা খেলে ও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সহজেই। চতুর্থ ম্যাচে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের বুকে কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে এসেছিল জয়। আশিক কুরুনিয়ান ও রায়ান উইলিয়ামসদের দাপটে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেই শহরে ফিরেছিল বেঙ্গালুরু দল। তারপর কান্তিরাভার বুকে অনায়াসেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল গতবারের বিজয়ী দল তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। এরপর কিশোর ভারতীতে ফিরে সহজ জয় আসে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে। ন্যাশনাল উইন্ডোর পর আগামী ৪ঠা এপ্রিল তাঁদের পরবর্তী ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া। যেই ম্যাচের দিকে নজর থাকবে সকলের। তবে গত কয়েকদিন আগেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করেছে ম্যানেজমেন্ট। বলাবাহুল্য, গত কয়েক মাস ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল যার মধ্যে বারংবার শোনা যাচ্ছিল পেপ মুনোজের নাম। পূর্বে চিনের ফুটবল ক্লাব শেনঝেন পেং সিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। এবার তাঁর হাতেই এসেছে সিনিয়র দলের দায়িত্ব। পাশাপাশি এবার ক্লাবের যুব দলের উন্নতির জন্য এক ভারতীয়কে নিয়ো করল বেঙ্গালুরু। তিনি সাভিও মেদেইরা। বুধবার সন্ধ্যায় নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট।

এবার আইপিএলের মতোই আরও এক লিগ ভারতের মাটিতে!

বড় চুক্তির পথে বোর্ড

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ এপ্রিলঃ সবে আইপিএল শুরু হয়েছে। প্রায় আড়াই মাস ব্যাপী মেগা টুর্নামেন্টের শুরুটা হয়েছে রীতিমতো ধামাকা দিয়ে। এরই মধ্যে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এবার আইপিএলের মতোই আরও এক মেগা টুর্নামেন্টের ম্যাচ আয়োজিত হতে পারে ভারতের মাটিতে। সূত্রের খবর, অন্যতম জনপ্রিয় লিগ বিগ ব্যাশ। ভারতেও ওই টি-২০ টুর্নামেন্টের প্রচুর সমর্থক রয়েছেন। সেই সমর্থককূলের কথা মাথায় রেখেই ভারতের মাটিতে বিগ ব্যাশ শুরুর উদ্যোগ। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বিসিসিআইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। সব ঠিক থাকলে, খুব সম্প্রচারককারী সংস্থার সঙ্গেও চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আসলে বিগ ব্যাশের ভারতে যে বিপুল সমর্থন সেটাকে ব্যবসায়ীক দিক থেকেও কাজে লাগাতে চায় অজি বোর্ড। সেকারণেই বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ। এই চুক্তি চূড়ান্ত হলে আগামী বিবিএলের প্রথম ম্যাচ হবে ভারতে। যা ইতিহাসে

ভারতের বিপুল দর্শক সংখ্যার কথা মাথায় রেখে এদেশের মাটিতে বিগ ব্যাশ লিগের ম্যাচ আয়োজন করতে চায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বেশি ম্যাচ না হলেও অন্তত মরশুমের প্রথম ম্যাচটা এদেশের কোনও স্টেডিয়ামে করতে চায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আসলে আইপিএলের পরই বিশ্বের শিগগিরই বিগ ব্যাশের প্রথম ম্যাচ ভারতে আয়োজন করার বিষয়টিতে সিলমোহর পড়ে যেতে পারে। যদিও বিসিসিআই এখনও সরকারিভাবে কিছুই জানায়নি। তবে সব মিলিয়ে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যেই ভারতীয় স্পনসর এবং ভারতের প্রথমবার। বিসিসিআই অবশ্য অতীতে একাধিকবার আইপিএল বিদেশের মাটিতে করেছে। কিন্তু অন্য কোনও দেশের লিগের ম্যাচ এভাবে আয়োজন করেনি ভারতীয় বোর্ড। এমনকী ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও দেশের বাইরে বিগ ব্যাশের কোনও ম্যাচ আয়োজন করেনি।

হাজার গোলের ঠিকানায় মেসিকে দেখছেন স্কালোনি

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২ এপ্রিলঃ গত মঙ্গলবার জাম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার বড় জয়ে একটি গোল করেছেন মেসি। দেশের জার্সিতে এটি তার ১১৬তম গোল। সব মিলিয়ে তার ক্যারিয়ার গোল এখন ৯০২টি। ম্যাচের পর স্কালোনি বললেন, ''সে (মেসি) ১ হাজার গোলে পৌঁছতে পারে। আমাদেরকে দেখতে হবে, সে কতদিন খেলা চালিয়ে যায়।'' হাজার গোল পর্যন্ত যেতে আরও বেশ অনেকটা পত পাড়ি দিতে হবে এই কিংবদন্তিকে। আপাতত কৌতূহল তার বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে। এমনিতে সংশয় খুব একটা নেই। তবে তিনি নিজে বা দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তা নিশ্চিত করা হয়নি। বরং বারবারই বলা হয়েছে, সময়ের সঙ্গে অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর দুই মাসের একটু বেশি। স্কালোনি এখনও নিশ্চিত করছেন না মেসির অংশগ্রহণ। তবে বিশ্বকাপ খেলার তাড়না যে আছে এই জাদুকরের, তা জানালেন কোচ। ''লিও যদি বিশ্বকাপে খেলার সিদ্ধান্ত নেয়, আমাদের জন্য তা হবে সম্মানের...। আমরা সবাই চাই, সে যেন বিশ্বকাপটা উপভোগ করে এবং তাকে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে আমরা সম্ভাব্য সবকিছুই করব। তার চাওয়াও আমাদের মতোই। সে এখন আরও বেশি নির্ভার, কারণ একটি বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে এর মধ্যেই। সেখানে (বিশ্বকাপে) যাওয়ার এবং অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ইচ্ছা তার রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব সে কোন সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার পাশেই থাকব আমরা।''

শিরোপা ধরে রাখা লড়াইয়ে ফেভারিটের সারিতেই রাখা হচ্ছে আর্জেন্টিনাকে। তবে কাজটা সহজ হবে না বলেই মনে করেন স্কালোনি। ''কঠিন একটি বিশ্বকাপ হবে, খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এই কারণেই প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিশ্বকাপে যা অপেক্ষা করছে, তা অবিশ্বাস্যরকম কঠিন হবে। আমাদের ফুটবলারদের প্রস্তুত থাকবে হবে। কিংবদন্তি কিছু ফুটবলারের শূন্যস্থান পূরণ করা খুব কঠিন, যারা বিশ্বকাপ এবং কোপা আমেরিকায় আমাদের জন্য অনেক কিছু দিয়েছেন।''

স্টেডিয়ামের সবার বিয়ারের খরচ দেবেন দেমিরোভিচ!

সংবাদ সংস্থা, বসনিয়া, ২ এপ্রিলঃ প্লে-অফের লড়াইয়ের আগে দেমিরোভিচ বলেছিলেন, বসনিয়া যদি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তাহলে তার ক্লাব ভিএফবি স্টুটগার্টের পরের ম্যাচে গোটা স্টেডিয়ামের পানীয়ের খরচ তার। জার্মান ক্লাবটির ঘরের মাঠ এমএইচপি অ্যারেনার দর্শক ধারণ ক্ষমতা ৬০ হাজারের একটু বেশি। ম্যাচে যদি এর পাশেপাশে দর্শক থাকে, তাহলে ৩ লাখ ইউরোর (প্রায় সাড়ে তিন লাখ মার্কিন ডলার) মতো খরচ হবে দেমিরোভিচের।

এই মাঠে এক পাইন্ট বিয়ারের দাম ৫ ইউরো। বুন্ডেসলিগায় পয়েন্ট তালিকায় তিনে থাকা স্টুটগার্ট পরের ম্যাচটি খেলবে দুইয়ে থাকা বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। শনিবারের ম্যাচটিতে গ্যালারি দর্শকে পরিপূর্ণ থাকারই কথা। দেমিরোভিচ যখন কথাটি বলেছিলেন, অনেকেই সেটিকে মজা হিসেবেই নিয়েছিলেন। প্লে-অফে বসনিয়ার জয়ের সম্ভাবনাও খুব বেশি লোকে দেখেনি। প্রতিপক্ষ ছিল যে ইতালি। তবে দারুণ ফুটবল উপহার দিয়ে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ইতালিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় বসনিয়া। ম্যাচের পর স্কাই স্পোর্টস দেমিরোভিচকে জিজ্ঞেস করেন, ''প্রতিশ্রুতি কি রাখবেন?'' ২৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড উত্তর দিয়ে দিলেন ঝটপট। ''যা বলেছিলাম, অবশ্যই তা করব। আমি এক কথার মানুষ। পানীয়ের খরচ আমার...। যদিও ব্যাপারটি সম্ভবত বেশ ব্যয়বহুল হবে। তবে এমন একটি অর্জনের পর ভালোবাসা নিয়ে আন্তরিকভাবেই করব। স্টুটগার্ট, ড্রিঙ্কস আর অন মি...।'' ২০২৪ সাল থেকে স্টুটগার্টে খেলছেন দেমিরোভিচ। জাতীয় দলে খেলছেন আরও তিন বছর আগে থেকেই। ইতালির বিপক্ষে ম্যাচটিতে শুরুর একাদশে ছিলেন তিনি। তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্ব মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছেন, ব্যাপারটি যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। ''পরাবাস্তব অনুভূতি হচ্ছে যেন। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না, ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা সত্যিই খুব ভালো খেলেছি এবং বিশ্বকাপ জায়গা করে নেওয়া আমাদের শতভাগ প্রাপ্য। দেশের জন্য আমরা যা অর্জন করেছি, এখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না যেন...।''

বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার আগে কেমন হলো আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাধারণত প্রস্তুতি ম্যাচ বা প্রীতি ম্যাচের পারফরম্যান্স দেখে একটি দলের শক্তি, সামর্থ্য কিংবা সম্ভাবনা যাচাই করা কঠিন। তবে বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার আগে প্রীতি ম্যাচই হয়ে ওঠে দলকে যাচাইয়ের সবচেয়ে বড় মানদণ্ড। এই ম্যাচগুলো দিয়েই বিশ্বকাপের মতো মহাযজ্ঞের জন্য দল তৈরি করা হয়। ফলে বিশ্বকাপ সামনে রেখে সদ্য শেষ হওয়া প্রীতি ম্যাচগুলোও বিশ্বকাপ নিয়ে বড় ধরনের বার্তা দিয়ে যায়। বিশেষ করে দল ঘোষণার আগে যখন সেগুলো শেষ ম্যাচ হয়। সদ্য শেষ হওয়া আন্তর্জাতিক বিরতিতে একই রকম বার্তা দিয়ে গেছে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের ম্যাচগুলোও। এই ম্যাচগুলো যদিও শেষ কথা নয়, তবে বুদ্ধিমানের জন্য নিশ্চিতভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা লুকিয়ে আছে দুই দলের এ চারটি প্রীতি ম্যাচে। চূড়ান্ত স্কোয়াডে কারা থাকবেন, ফরমেশন কী হবে এবং দল কোন কৌশল খেলবে, তা নিয়ে কাটাছেঁড়ার সময়ও দৃষ্টান্ত হিসেবে কোচদের সামনে থাকবে এই ম্যাচগুলো। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জন্য এবার মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিটা অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। এই উইন্ডোতে বিশ্বকাপ সামনে রেখে স্পেনের বিপক্ষে 'ফিনালিসিমা' ম্যাচ খেলার কথা ছিল তাদের। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে বাতিল হয় দোহায় নির্ধারিত সেই ম্যাচ। একই সঙ্গে বাতিল হয়ে যায় কাতারের বিপক্ষে নির্ধারিত ম্যাচও। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে দ্রুত প্রতিপক্ষ বেছে নিতে হয় আর্জেন্টিনাকে। যেখানে প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য আর্জেন্টিনা খুঁজে পায় মৌরিতানিয়া ও জাম্বিয়ার মতো অখ্যাত দুটি দেশকে। এই দুই দলের বিপক্ষে খেলে আর্জেন্টিনার প্রস্তুতির লক্ষ্য কতটা পূরণ হয়েছে বলা কঠিন। তবে এই দুই দলের বিপক্ষে পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করলেও আর্জেন্টিনার জন্য আছে সতর্কবার্তা। বিশেষ করে ফুটবল মঞ্চে অপরিচিত মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পারফরম্যান্স মোটেই আশানরূপ ছিল না। মৌরিতানিয়ার সঙ্গে আর্জেন্টিনার র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থানগত পার্থক্য ১১২। আর্জেন্টিনা তিনে, মৌরিতানিয়া ১১৫তম। কিন্তু এই দলটির বিপক্ষে দাপট দেখাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ২-১ গোলে জিতলেও আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্স ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এই ম্যাচে লিওনেল মেসি বেঞ্চ থেকে নামেন বিরতির পর। প্রথমার্ধে মেসির অনুপস্থিতির প্রভাব ছিল স্পষ্ট। ম্যাচে আর্জেন্টিনার চেয়ে বেশি শটও নিয়েছে মৌরিতানিয়া। এখন মেসি না থাকলে দল যদি ধুঁকতে শুরু করে, তবে তা স্কালোনির কপালের ভাঁজ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। রক্ষণে দুর্বলতা স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সেদিন মিডফিল্ডসহ অন্য পজিশনের খেলাও আর্জেন্টিনার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এমনকি খেলা শেষে আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ফিনালিসিমা না হওয়ায় স্বস্তিও প্রকাশ করেন। বলেন, স্পেনের বিপক্ষে 'এমন খেললে নির্ঘাত হেরে যেতেন' তাঁরা। বিশ্বকাপের আগে র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা একটি দলের বিপক্ষে এই পারফরম্যান্স দলটির জন্য অশনিসংকেতই ছিল। যদিও পরের ম্যাচে জাম্বিয়ার বিপক্ষে ৫-০ গোলে জিতে সেই ধাক্কা কিছুটা সামলে নিয়েছে তারা। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯২তম জাম্বিয়ার বিপক্ষে বড় জয় কি আসলেই সঠিক বার্তা দিতে পারছে? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়ার সুযোগ নেই। বিশ্বকাপে দলের মনোযোগ, লক্ষ্য, প্রস্তুতি ও উদ্দেশ্য সবকিছুই ভিন্ন থাকবে। মেসির উপস্থিতিও আর্জেন্টিনাকে অন্যভাবে উজ্জীবিত করবে। তাই এই দুই ম্যাচের পারফরম্যান্স দিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগ নেই। কিন্তু আর্জেন্টিনা দলের

পারফরম্যান্স যদি এমনই হয়, তবে তা যেকোনো বিবেচনায় বিপজ্জনকই। এই দুই ম্যাচের পারফরম্যান্স মূলত বড় ভূমিকা রাখবে দল গঠনে। গত বুধবার ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে কোচ লিওনেল স্কালোনি স্বীকার করেন যে ৫৫ জন খেলোয়াড়ের একটি তালিকা ইতিমধ্যেই আর্জেন্টাইন ফুটবল ফেডারেশনে (এএফএ) জমা দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি ব্যক্তিগত সক্ষমতা বিবেচনা করে চূড়ান্ত দলে কারা থাকবেন, তা নির্ধারণ করতে শুরু করবেন। এই তালিকায় ইতিমধ্যেই কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন যাঁরা প্রায় নিশ্চিতভাবে টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। এই দুই ম্যাচে পারফরম্যান্স বাদ দিলেও দলের কিছু পজিশনে খেলোয়াড় নিশ্চিত। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা মিলতে পারে কিছু চমকেরও। যেমন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর থাকা কিংবা না থাকা দুটোই চমক হয়ে আসতে পারে। একইভাবে চোখ থাকবে জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নির দিকেও। তবে এ দুজন থেকে স্কালোনি হয়তো একজনকেই বেছে নেবেন। রক্ষণে বলা যায় মার্কোস সেনেসির কথাও। তাঁকে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও নিকোলাস ওতামেন্দির বিকল্প ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে পারফরম্যান্সও আশানরূপ ছিল না। ফলে তাঁকে লড়তে হতে পারে ফাকুন্দো মেদিনা ও লিওনার্দো বালের্দির সঙ্গে। দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন ভ্যালেন্টিন বার্কোও, যিনি লেফট ব্যাক বা মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে পারেন, জাম্বিয়ার বিপক্ষে একটি গোলও করেছেন। ফলে ২৬ জনের দলে ডাক পাওয়ার দাবিদার হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বার্কো। ২০২২ বিশ্বকাপে সৌদি আরবের বিপক্ষে হার দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করে পরে শিরোপা জিতেছিলেন মেসিরা। সেই ম্যাচ মাথায় রাখলে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনাকে বিচার করা কঠিনই। আর বিশ্বকাপ আসতে আসতে আরও অনেক কিছু হয়তো স্পষ্ট হবে। সে পর্যন্ত চোখ রাখাটাই আপাতত বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যদিকে, আর্জেন্টিনার মতো ব্রাজিলকে অবশ্য প্রস্তুতি ম্যাচের দল নিয়ে আক্ষেপ করতে হচ্ছে না। প্রস্তুতির জন্য ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মতো শক্তিশালী দুই প্রতিপক্ষকেই পেয়েছে তারা। যেখানে ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে হারের পর ক্রোয়াটদের বিপক্ষে ব্রাজিল জিতেছে ৩-১ গোলে। আর্জেন্টিনার মতো অম্ল-মধুর ফল নিয়েই এখন বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড গঠনে মনোযোগ দিতে হবে ব্রাজিলকে। এই মুহূর্তে ব্রাজিলের মূল সমস্যার নাম চোট। চোটের কারণে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে ব্রাজিল দলে অনুপস্থিত নেইমার। অন্যদিকে রদ্রিগো আগেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন। চোট নিয়ে আপাতত বাইরে আছেন রাফিনিয়াও। বিশ্বকাপ আসতে আসতে চোট ব্রাজিল দলকে আরও চাপে ফেলে কি না সেই আশঙ্কাও এখন সমর্থকদের মনে জাগতে পারে। তবে চোট সমস্যা বাদ দিলেও কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল দল এখনো ভক্তদের আশ্বস্ত করার মতো পারফরম্যান্স করে দেখাতে পারেনি। দলের খেলায় ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট। এখনো নির্দিষ্ট কোনো কৌশল থিতু হতে পারেনি দলটি। এক ম্যাচে দারুণ কিছু করে দেখাচ্ছে তো পরের ম্যাচে ধসে পড়ছে। আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচ খেলেছে। যার ৫টিতে জিতেছে, ৩টিতে হেরেছে এবং ২টিতে ড্র করেছে। গত বছরের অক্টোবরের কথাই ধরা যাক-দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মুগ্ধতা ছড়িয়ে ৫-০ গোলে জেতা দলটি পরের ম্যাচে ৩-২ গোলে হেরে যায় জাপানের কাছে। নভেম্বরেও ছিল একই অবস্থা। সেনেগালের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতার পর ১-১ গোলে ড্র করেছে তিউনিসিয়ার সঙ্গে। তিনটি আন্তর্জাতিক বিরতিতে ব্রাজিলের ছয়টি ম্যাচের পারফরম্যান্সের চিত্র মোটেই আশ্বস্ত করার মতো নয়। বিশ্বকাপে এক ম্যাচ ভালো খেলে অন্য ম্যাচে খারাপ খেলার সুযোগ নেই। ধারাবাহিকভাবে জিতেই শিরোপা জিততে হবে। ব্রাজিলের এই উত্থান-পতনময় পারফরম্যান্সের পেছনে ভূমিকা রেখেছে দলের খেলোয়াড়দের অধারাবাহিকতা। ভিনিসিয়ুস-রাফিনিয়ারা এক ম্যাচে জাদু দেখানোর পর পরের ম্যাচে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছেন। আগামী কিছুদিন মূলত এই রোগের টোটকা খুঁজে বের করার দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে আনচেলত্তিকে। নয়তো এক ম্যাচে 'জোগো বনিতো' বা সুন্দর ফুটবল উপহার দেওয়ার পর আরেক ম্যাচে দেখতে হতে পারে হতাশার বিদায়। পারফরম্যান্সে উত্থান-পতন থাকলেও ব্রাজিলের দলের স্কোয়াড মোটামুটি অনুমেয়। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি এরই মধ্যে নাকি ২৪ জনের নাম চূড়ান্ত করেছেন আনচেলত্তি। তবে দল ঘোষণার সময় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকবেন নেইমার। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর আর ব্রাজিল দলে না খেলা নেইমারকে নিয়ে উভয়সংকটে পড়বেন আনচেলত্তি। লম্বা সময় ধরে দলে না থাকা নেইমার বিশ্বকাপে নেমেই কতদূর মানিয়ে নিতে পারবেন, সেই আশঙ্কা আছে। আছে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার শঙ্কাও। আবার তাঁকে না রাখার আগাম সমালোচনা ও চাপ সইতে হচ্ছে ইতালিয়ান এই কোচকে। দেখা যাবে, ব্রাজিলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে নেইমারের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দিয়ে। তবে আনচেলত্তির জন্য সবচেয়ে স্বস্তির হবে যদি নেইমারকে নিয়েই ব্রাজিল জ্বলে উঠতে পারে। তার আগে অবশ্য নেইমারের দলে জায়গা পাওয়ার মতো ফিট থাকাও জরুরি। নেইমার ছাড়াও ব্রাজিল দলে আরও কিছু চমক থাকতে পারে। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে জয়ে শেষ দিকে নেমে ভূমিকা রাখা এনড্রিকের জায়গা পাওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত জায়গা পেতে তাঁকে লড়াই করতে হবে লুকাস পাকেতা এবং ইগর থিয়াগোর সঙ্গে। দল যেমনই হোক, অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় আইকন হতে পারেন কোচ আনচেলত্তি নিজেই। একাধিক তারকা নিয়ে ধুঁকতে থাকা দলটি শেষ পর্যন্ত আনচেলত্তির অভিজ্ঞতা ও কৌশলে ভরসা রেখে পরিত্রাণ খুঁজেছে। সে জন্য দেশি কোচের ঐতিহ্যও ভেঙেছে তারা। এখন আনচেলত্তি বিশ্বমঞ্চে ব্রাজিলের ত্রাতা হতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ ম্যাক্সওয়েল অবসর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ২ এপ্রিলঃ অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল-এর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার কি তবে শেষের পথে? ২০২৬ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এমনই ইঙ্গিত মিলছে। সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা থেকে ম্যাক্সওয়েলের নাম বাদ পড়েছে, যা ক্রিকেট মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আসন্ন দিনে বাংলাদেশের নিউজিল্যান্ড, ভারত ও ইংল্যান্ড- এর বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সেই কথা মাথায় রেখে তালিকা প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট। সেখানে নাম নেই তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। গত বছর ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন তিনি। আর শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন ২০১৭ সালে। তবে কি এবার দীর্ঘ ওভারের ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি অবসর নিচ্ছেন ম্যাক্সওয়েল? সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সব সময় চর্চিত ম্যাক্সওয়েল। তাঁর একক পারফর্ম্যান্স দেশকে একাধিক ম্যাচ জিতিয়েছে। কিন্তু সেই তিনিই এবার নেই জাতীয় দলে। ভবিষ্যতের দল গঠনের লক্ষ্যে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী বিশ্বকাপ ২০২৮ সালে। মাঝখানের দু'বছর দেশের তরুণ ক্রিকেটারদের ঝালিয়ে নিতে চাইবেন বোর্ড কর্তারা। তবে অবসরের বিষয়ে কোনরকম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি ম্যাক্সওয়েল। এখন দেখার বিষয়, ম্যাক্সওয়েল নিজে কী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কি আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর ঘোষণা করবেন, নাকি আবারও দলে ফেরার লড়াই চালিয়ে যাবেন- এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।

নির্বাচনের জেরে পিছিয়ে গেল ডার্বি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ কলকাতা ডার্বির জন্য সমর্থকদের অপেক্ষা আরও বাড়ল। ৫ মে নির্ধারিত ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ম্যাচ পিছিয়ে গেল ১২ দিন। নতুন তারিখ ১৭ মে। সরকারি বয়ানে 'অনিবার্য কারণ' লেখা হলেও আদতে বঙ্গে নির্বাচনের জেরেই এই সিদ্ধান্ত। ভেন্যু ও কিক-অফের সময় (সন্ধে ৭টা ৩০) অবশ্য অপরিবর্তিত থাকছে-যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। উল্লেখ্য, এটা মোহনবাগানের পরপর দ্বিতীয় হোম ম্যাচ পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনা। আগে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ২৬ এপ্রিলের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১২ মে-তে। আইএসএলে দুই দলই এবার ভালো ফর্মে। মোহনবাগান ছয় ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে-এক পয়েন্টে এগিয়ে সামনে শুধু মুম্বই সিটি। ইস্টবেঙ্গল চতুর্থ, ১১ পয়েন্ট নিয়ে। দুই দলের ফর্ম যদি ধরে রাখে, ১৭ মে-র ডার্বি হতে পারে মরসুমের অন্যতম বড় ম্যাচ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com